গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়





মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশকে প্রকৃতি নিজের হাতে করেছে উর্বরা, সুজলা-সুফলা। বাংলার এই চিরায়তরূপ আর আপামর সাধারনের স্বপ্নকে ধারন করে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে শুরুতেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন দেশকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলায়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং সঠিক দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এদেশের সামগ্রিক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা সোনার বাংলা নির্মাণের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানা ঝুঁকিতে রয়েছে। এদেশের একটি রূঢ় বাস্তবতা হলো বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা। এর ফলে কখনো বন্যার কারণে কৃষকের ফসলহানি ঘটে, কখনো সেচের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রকৃতিগতভাবে এদেশের নদ-নদীর তলদেশে পলি জমে ভরাট হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে নদীতীরে ভাঙন ও বন্যা দেখা দেয়।

নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে এসব কার্যক্রমের ব্যপ্তি বহুগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে গুণগত মানও। পরিকল্পনা, প্রকল্পগ্রহণ ও বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর কাজেও বেড়েছে গতিশীলতা। টেকসই উন্নয়ন ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয় চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আর এসব কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নেয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজের অংশ হিসেবে, পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতায়, ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরনের প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্য সম্পাদনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে একদিকে জনসাধারণের কাছে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও জবাবদিহিতার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে এ ধরনের ধারাবাহিক প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অগ্রগতি ও রূপান্তরের চিত্রকে তুলে ধরে, যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে রেফারেন্স সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে, ইতিহাসের সময় প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবারের প্রকাশনাটি বিশেষ গুরুত্ববাহী। জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি। তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি। তাঁর আর্দশ অনুসরণ করে তাঁরই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার যে যাত্রা আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শুরু করেছি ইনশাআল্লাহ্ আমরা তাতে সফল হবো, ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ ফারুক, এমপি



মাননীয় উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বর্তমান সরকার দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিতকরার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করছে। ফলশ্রুতিতে চলমান প্রকল্পসমূহ সম্মিলিত উদ্যোগে দ্রুত গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করছি এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কাজের তথ্য উপাত্ত যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হবে এবং তা সরকারের তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাদার অব হিউমিনিটি জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বির্নিমানের যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবেলা এবং বিশ্বমন্দার হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী প্রজন্ম নিয়ে ভাবেন ও তাদের জন্য কাজ করছেন। শুধু উন্নয়নে নয়; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার, ডেল্টা প্লান বাস্তবায়ন, সমাজ এবং রাষ্ট্রনীতি বিশ্বনেতাদের কাছে আজ সমানভাবে সমাদৃত। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ অচিরেই বিশ্বের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে কাজ করছে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, বিতরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৭২৬ কি:মি নদীতীর সংরক্ষণ, প্রায় ২১২৪ কি:মি নদী খনন, ৬৮০ কি:মি সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন, ৫৬৩৫ কি:মি খাল পুনঃখনন, ১২৬৬ কি:মি বাঁধ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ও ডুবন্ত) নির্মাণ এবং ৫৯২৫ কি:মি বাঁধ পূনঃনির্মাণ করা হয়েছে; পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২৫.৮১ বর্গকিমি ভূমি। এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে।

দেশের নদ-নদীসমূহ ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং, নদী তীর ভাঙ্গনরোধ, ভূমি পূনঃরুদ্ধার, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যথাযথ মনিটরিংয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষকরে ফণী, বুলবুল ও আম্পানের সময় এবং করোনা কালেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ ২৪ ঘন্টা কাজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মকর্তাগণ আগামীতে আরো বেশী দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দৃশ্যমান পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ এ সন্নিবেশিত তথ্য সমূহ রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি



মাননীয় সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

শুভেচ্ছা বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে সম্যক অবহিত। দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মোট ৩৯টি বৈঠক আয়োজন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ জানুয়ারী/২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে এবং এযাবৎ ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এসব নির্দেশনা ও পরামর্শ মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণে এবং সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাংখিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্যান ২১০০' নামে একটি মহাপরকিল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহাপরকিল্পনায় অন্তর্ভূক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৪ জেলায় ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের (১ম পর্যায়) কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্যা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ আন্তঃঅঞ্চল পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী-ভাঙ্গন, নদী-ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। কোন কোন নদী ড্রেজিং করা হয়েছে এবং চলমান আছে।

বর্তমান সরকারের শাসন আমলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের ফলে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৬২৬৯.৪২ কোটি টাকা কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলাধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং আমাদের সবার কর্মপ্রয়াস সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম, বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন, পানি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ, সেমিনারসহ বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কার্মকান্ড 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি

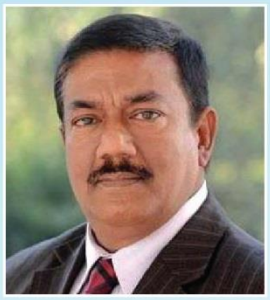

সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

এ মূহুর্তে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়ক তাঁর দেশের জন্য ১০০ বছরের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছেন কিনা জানিনা। তবে আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শতবর্ষের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্লান ঘোষণা করেছেন। লিড মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ এই হিসেবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে।

সকলের সহযোগীতা প্রত্যাশা করি। মুজিব বর্ষে জাতির পিতা এবং সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কবির বিন আনোয়ার পিএএ

প্রকাশনা কমিটি		
১।	মোঃ রোকন উদ-দৌলা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	মোঃ মাশুক মিয়া মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	প্রকৌশলী এ. এম. আমিনুল হক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪।	মন্টু কুমার বিশ্বাস অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	মোঃ দেলওয়ার হোসেন মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৬।	মোঃ আলিম উদ্দিন মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৭।	এস এম রেজাউল মোস্তফা কামাল যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	মোহাম্মদ মুসা যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	মহম্মদ আলী সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১০।	কাজী তোফায়েল হোসেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১১।	মালিক ফিদা এ খান নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১২।	আবু সালেহ খান নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৩।	মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব
	প্রচ্ছদ সোহাগ বায়েজিদ	
	প্রকাশক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০২০	**মুদ্রণ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ		
১	জনাব মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২	জনাব মো: আব্দুস সামাদ উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	জনাব মো: মাহমুদ হাসান উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	জনাব মো: আলমগীর হোসেন উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক উপসচিব ও পরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬	এস এম সাদিক তানভীর সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	আরিফ ইকরামুল আজিম সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯	ড. মুনিরুজ্জামান খান উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০	মোহাম্মদ মাসুদ আলম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
১১	মোঃ আনোয়ার কাদির নির্বাহী প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১২	শংকর চন্দ্র সিংহ এসোসিয়েট স্পেশালিস্ট, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	সদস্য
১৩	মোঃ সামিউন নবী ম্যানেজার (বিজনেস), ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	সদস্য
১৪	আ. স. ম সুজা সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

ভূমিকা ১

কর্ম-পরিধি ১

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৫

প্রশিক্ষণ ৫

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫

৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) ৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২১

ভূমিকা ২১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ২১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ .....২১

পরিচালনা পরিষদ ২১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ২২

সাংগঠনিক কাঠামো ২২

জনবল ২৪

পদ সৃজন ২৪

জনবল নিয়োগ ২৫

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ২৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৫

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ২৬

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২৭

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ২৮

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ২৮

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ৩০

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ৩১

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ৩৫

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প.....৩৬
বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা.....৩৭
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা.....৩৯
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা.....৪১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম.....৪৬
ইনোভেশন কর্মকাণ্ড.....৬৭
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন.....৬৮
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্য.....৬৮
এক নজরে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকাণ্ডের বিবরণ.....৭২
উপসংহার.....৭৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০২০ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড.....৭৫

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো).....৭৯

ভূমিকা.....৭৯
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ.....৭৯
জনবল.....৮০
ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ.....৮১
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়.....৮১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৯-২০২০ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ.....৮১
২০১৯-২০ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প.....৮৫
বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রমসমূহ.....৮৬
ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র".....৯১
ওয়ারপোতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন.....৯৪
উত্তম চর্চা.....৯৭
উপসংহার.....১০২

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই).....১০৫

পরিচিতি.....১০৫
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী).....১০৫
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো.....১০৫
নগই পরিচালনা বোর্ড.....১০৬
নগই'র প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল.....১০৬

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১০৬
পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১১৯
ভূমিকা ১১৯
গঠন ও জনবল ১১৯
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২০ অনুযায়ী) ১২০
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই) ১২১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ১২১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ ১২২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১৩০
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (**Sustainable Development Goals**) ১৩০
প্রশিক্ষণ ১৩০
অন্যান্য কার্যক্রম ১৩০
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৩১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি ১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৩৫
ভূমিকা ১৩৫
অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১৩৫
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৩৬
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১৩৭
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১৩৭
হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৩৭
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১৫২
ই-সেবা কার্যক্রম ১৫২
জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদকরণ ১৫২
বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২০ উদযাপন ১৫২
জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার ১৫২
উপসংহার ১৫২
ছবিতে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ .....১৫৩
সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১৫৯
ভূমিকা ১৫৯
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৫৯

অধিক্ষেত্র ১৫৯
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল ১৬০
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ.....১৬৫
কাজের পরিসর ১৬৭
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৬৭
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা.....১৬৯
আইডব্লিউএম কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন ১৭৮
অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ১৯১
পটভূমি ১৯১
অধিক্ষেত্র ১৯১
কাজের পরিধি ১৯২
জনবল ১৯২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা.....১৯২
এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ১৯৩
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) কর্তৃক সনদ অর্জন ১৯৪
সিইজিআইএস-এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ ১৯৫
২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয়/আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত/চলমান সমীক্ষাসমূহ ১৯৭
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২০০
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ.....২১২
কর্মশালা ২১৭
সিইজিআইএস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২১৮
পরিশিষ্ট-১ .....২২৩
পরিশিষ্ট-২ .....২৫৫
পরিশিষ্ট-৩ .....২৬৩
পরিশিষ্ট-৪.....২৭৩



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সার্বিকপানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা, আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা-পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর ওপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুষ্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়াও, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন উপ-সচিব, ০২ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপ-সচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১২৬ জন। তন্মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ১৪ জন, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ২৬ জন, ১১তম থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩০ জন, এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩২জন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

			অনুমোদিত পদ		
গ্রেড	ক্রমিক নং	পদের নাম	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১ম-৯ম	১	সিনিয়র সচিব/ সচিব	১	০	১
	২	অতিরিক্ত সচিব	১	০	১
	৩	যুগ্ম-সচিব	২	০	২
	৪	যুগ্ম-প্রধান	১	০	১
	৫	উপ-সচিব	৫	০	৫
	৬	উপ- প্রধান	২	০	২
	৭	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
	৮	প্রোগ্রামার	১	০	১
	৯	সিঃ সহঃ সচিব/ সহঃ সচিব	১৩	১	১৪
	১০	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	১	৩
	১১	সহকারী প্রধান	৪	০	৪
	১২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	০	১	১
	১৪	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	০	১	১
মোট (১ম-৯ম গ্রেড)			৩৪	৪	৩৮
১০ম	১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	৩	১৪
	২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭	৩	১০
	৩	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
	৪	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
মোট (১০ গ্রেড)			২০	৬	২৬
১১-১৬তম	১	হিসাবরক্ষক	১	০	১
	২	ক্যাশিয়ার	১	০	১
	৩	সাঁট মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ	১১	১	১২
	৪	কম্পিউটার অপারেটর	০	৪	৪
	৫	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	৬	৪	১০
	৬	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	০	১
মোট (১১তম-১৬ তম গ্রেড)			২১	৯	২৯
১৭-২০তম	১	ক্যাশ সরকার	১	০	১
	২	অফিস সহায়ক	২৪	৮	৩২
মোট			২৫	৮	৩৩
সর্বমোট			৯৯	২৭	১২৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮)

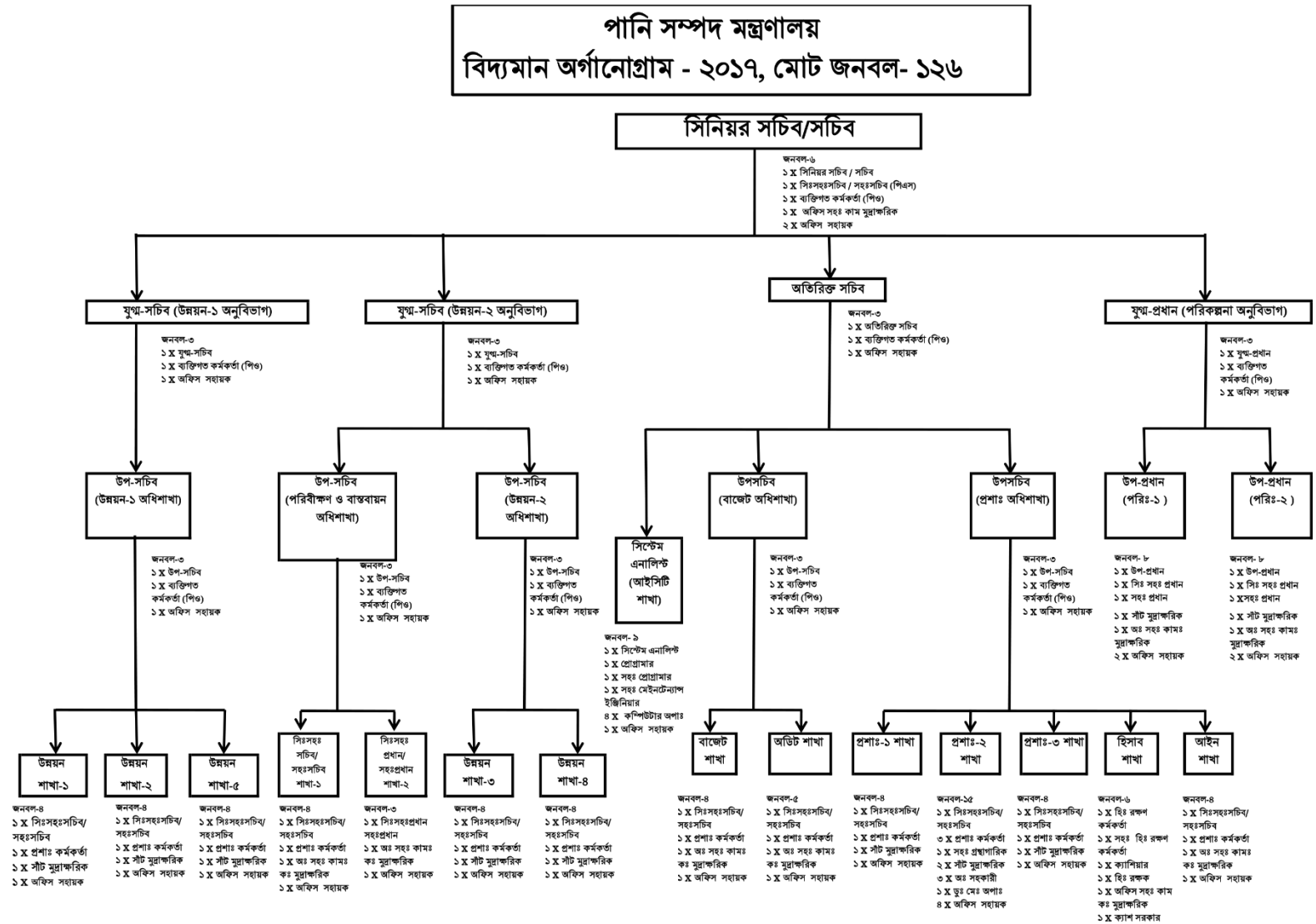

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৬৭১.০১৪৮	৭০৯৮.৫৮০০	১৫৮০.৭৯১৬	৫৪৪৪.৫৭৮৭	
	সর্বমোট	১৬৭১.০১৪৮	৭০৯৮.৫৮০০	১৫৮০.৭৯১৬	৫৪৪৪.৫৭৮৭	

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত অগ্রগতি ৮৭.৯৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৫৯%।

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ২০১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত "আমাদের পৃথিবীঃ ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি" শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশ্ব সম্মেলনে এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আনুষ্ঠানিক গৃহিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানরা এতে অংশ নিয়েছেন। জাতিসংঘের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো ১৫ বছরের এই বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এসডিজি এর মূল স্লোগান হল হলো "Leaving no one behind"।

SDG এর ১৭টি অভিষ্টের আওতায় মোট ১৬৯টি টার্গেট অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ৩টি টার্গেট (৬.৫, ৬.৬, ১৪.২) অর্জনে লীড, ১টি টার্গেট (৬.এ) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি টার্গেট অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসংক্রান্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় SDG Data Tracker সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর সমূহে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত সহযোগিতা প্রদান করছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৬ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জন্য নির্ধারিত টার্গেট ৬.৫ ও ৬.৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর SDG বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়কের দপ্তরে দাখিল করা হচ্ছে।

৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)



সারদাগাড়ী খাল পুনঃখনন পরবর্তী স্থিরচিত্র
(জেলা-গাইবান্ধা)



চিত্রা নদীর পুনঃখনন পরবর্তী স্থিরচিত্র
(জেলা-চুয়াডাঙ্গা)

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার গত ০৪-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় (ECNEC) অনুমোদন করেছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০১৭-২০৩০ অর্থ বছরে ছয়টি হট স্পটে (Hotspot) ৬৫টি এবং ক্রস-কাটিং (Cross Cutting) এর আওতায় ১৫টি অর্থাৎ মোট ৮০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত Cross-Cutting (CC) প্রকল্প তালিকার CC 1.43: Revitalization of khals all over the country এর প্রথম প্রকল্প। ইহা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০" এর লক্ষ্য -৪ এর অন্তর্গত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : মূল : নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত।
১ম সংশোধিত : নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত।

২.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : মূল : ২,২৭,৯৫৪.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
১ম সংশোধিত : ২,২৭,১১৩.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

৩.০ প্রকল্প এলাকা : প্রকল্পটি সারাদেশের ৮ টি বিভাগের ৬৪টি জেলার অন্তর্গত ৩৭৫টি উপজেলা ও ২টি সিটি করপোরেশনের আওতার মধ্যে অবস্থিত।

৪.০ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ (১ম সংশোধিত): ছোট নদী-১০০টি, খাল- ৩৯৬ টি ও জলাশয়-১৫টি মোট ৫১১টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৪৪৩৮.৫৭৮ কি:মি:।

৫.০ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: (ক) ভৌত অগ্রগতি: ১৫৭৬ কি:মি: (পূর্ণ) ও ১০০০ কি:মি: (আংশিক)-৫৭%, (খ) আর্থিক অগ্রগতি: ৬৮৮০০.১৪৫ লক্ষ টাকা।

৬.০ ২০২০-২০১১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা : (ক) ভৌত : ১০০০ কি:মি (পূর্ণ) -১৫.৪১%, (খ) আর্থিক : ৩৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন সমূহঃ

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন - ১৯৯০

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৬(১)	পরিচালনা বোর্ড- পরিচালনা বোর্ড সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর; সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য; সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
২	৭	ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী- ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়ন, নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা গানিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদী প্রশিক্ষণ, ও ভাঙ্গন রোধে উপকরণ পরীক্ষা ইত্যাদি।
৩	১০(১)	ইনষ্টিটিউটের তহবিল- ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকার কর্তৃক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি জমা হইবে।
৪	১৪(১)	মহাপরিচালক- ইনষ্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন - ১৯৯২

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৫	সাধারণ পরিচালনা- সংস্থার সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবে।
২	৬	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য (সহ-সভাপতি হইবেন), সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।
৩	৭	সংস্থার কার্যাবলী- পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার, জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান, সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ প্রদান, পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচান করা, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৪	৮(১)	মহা-পরিচালক ও পরিচালক- সংস্থার একজন মহা-পরিচালক ও অনুন্য দুইজন পরিচালক থাকিবে।
৫	৯(১)	কার্যনির্বাহী পরিষদ- সংস্থার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও অনূন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	সংস্থা-তহবিল- সংস্থার একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।
৭	১৪(১)	হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা- সংস্থা যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
৮	১৫	সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী- সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৭(১)	প্রতিবেদন- প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে সংস্থা তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	অধ্যায়-৩	সকল উৎসের পানির উন্নয়ন, ব্যবহার, সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনসাধারনের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২	অধ্যায়-৪	নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানির অধিকার এবং বন্টন, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি ও কৃষি, পানি ও শিল্প, পানি, মৎস সম্পদ ও বন্য প্রানী, পানি ও নৌ-চলাচল, পানি বিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি পরিবেশের জন্য পানি, হাওড়-ভাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩	অধ্যায়-৫	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন - ২০০০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(২)	বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিকার রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।
২	৫(১)	বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৩	৬(১)	বোর্ডের কার্যাবলীঃ- সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪	৭	বোর্ডের সাধারণ পরিচালনাঃ- বোর্ডের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
৫	৮	পরিষদের গঠনঃ- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকঃ- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনধিক পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।
৭	১২(২)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
৮	১৪(১)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগঃ- বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৫(১)	ভবিষ্যত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ- জাতীয় পানি নীতির বিধান অনুসারে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বোর্ড কেবল ১০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে।
১০	১৬(১)	বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা হস্তান্তরঃ- অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পের মালিকানা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হইবে।

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১১	১৯(১)	বার্ষিক প্রতিবেদনঃ- বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হাল অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।
১২	২০	বোর্ডের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ ইত্যাদি উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে।
১৩	২১	বাজেটঃ- বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

বাংলাদেশ পানি আইন - ২০১৩

ক্রমিক নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	**পানির অধিকার ও উহার ব্যবহার** আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত ভূপরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, সামুদ্রিক পানি, বৃষ্টির পানি এবং বায়ুমন্ডলের পানির অধিকার জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের উপর অর্পিত থাকিবে।
২	৪	**জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ**
৩	৭(১)	**আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা আদান-প্রদান** এই আইন ও আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিষদ যেকোন বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার বা আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থার সহিত প্রয়োজনীয় সমঝোতা স্মারক, চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি বা অনুরূপ কোন ইন্সট্রুমেন্ট সম্পাদন করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।
৪	৮(১)	**জাতীয় পানি নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা** সরকার উপধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পানি সম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
৫	৯	**নির্বাহী কমিটি।**
৬	১২	**প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিবার ক্ষমতা।**
৭	১৩	**অপসারণ আদেশ ইস্যু করিবার ক্ষমতা।**
৮	১৫(১)	**জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা অনুমোদন** এই আইন কার্যকর হইবার পর পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২নং আইন) এর অধীন তদকর্তৃক প্রণীতব্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিষদের নিকট উপস্থাপনা করিবে।
৯	১৬(১)	**পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ** আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা উহা নিশ্চিত করিবার জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী, প্রণয়নকারী বা সংস্থা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বেই বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, নির্বাহী কমিটির নিকট আবেদন করিবে।
১০	১৭(১)	**পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা**

ক্রমিক নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
		সরকার নির্বাহী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জলাধার বা পানিধারক স্তরের সুরক্ষার জন্য, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন এলাকা বা উহার অংশবিশেষ বা পানি সম্পদ সংশিষ্ট যেকোন ভূমিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।
১১	১৮	**পানি সংকটাপন্ন এলাকায় পানি সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যবহার ও অব্যাহতি।**
১২	১৯(১)	আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে , সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।
১৩	২০	**জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।**
১৪	২১	**বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সুরক্ষা।**
১৫	২২	**জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।**
১৬	২৫(১)	**বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা** বন্যার জলস্রোতের প্রবাহ নির্বিঘ্ন করিবার লক্ষ্যে যথাযথ অনুসন্ধান ও জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন জলাভূমিকে, জাতীয় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।
১৭	২৬(১)	**জলাধারের সমগ্র পানি আহরণে বিধি-নিষেধ** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন জলাধারের সমগ্র পানি আহরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ব্যক্তিমালিকানাধীন জলাধারের পানি আহরণের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।
১৮	৩৭	**পানির মূল্য অব্যহতির ক্ষমতা।**

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা - ২০১৮

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানি অধিকার-পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।
২	৪(১)	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার- ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবোর জন্য সরবরাহ করিবে।
৩	৫(১)	জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন- ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।
৪	৮(১)	প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি- ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ফরম- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।
৫	৯(১)	অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি- যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
		এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফরম-২.১ এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।
৬	১০(১)	স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের বা আদায়ের পদ্ধতি- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।
৭	৮ম অধ্যায়	প্রকল্প ছাড়পত্র: প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ- (ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক; (খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; (গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
	১৪(১)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ (ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	২১(১)	কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
১২	৯ম অধ্যায়	পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা;
১৩	১০ অধ্যায়	ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
১৪	১১ অধ্যায়	জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;
১৫	১২ অধ্যায়	সুরক্ষা আদেশ;
১৬	১৩ অধ্যায়	প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড্রেজিং উদ্বোধন



দাউদখালী নদী ড্রেজিং, বাগেরহাট





কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাধীন শাহপরীর দ্বীপে উপকূলীয় বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ



বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঝাউবন এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত রক্ষার্থে জিওটিউব দ্বারা নির্মিত বাস্তবায়িত জরুরী প্রতিরক্ষা কাজ



কক্সবাজার জেলার ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা ইউনিয়নে বাপাউবো কতৃক নির্মিত প্রতিরক্ষা কাজ



কক্সবাজার জেলার ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা ইউনিয়নে বাপাউবো কতৃক নির্মিত প্রতিরক্ষা কাজ



টেকনাফ উপজেলার পোল্ডার-৬৮ এর বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে নাফ নদীর ডান তীরে নির্মিত সীমান্ত বাঁধ





টেকনাফ উপজেলার পোল্ডার-৬৮ এর বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে নাফ নদীর ডান তীরে নির্মিত সীমান্ত বাঁধ



গুঠাইলে যমুনা নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ, জামালপুর



আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্পের কাজ, ফরিদপুর



বাঐখোলা ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা, শরীয়তপুর



ম্যারাথন সাইট ভিজিট, সিরাজগঞ্জ টু মাইজবাড়ি



সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চলছে আসন্ন বন্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি, খুদবান্দি প্রকল্প



চর ফলকন ও কামালনগর এলাকার নদী ভাংগন প্রতিরোধে গৃহীত জরুরী ব্যবস্থা, লক্ষীপুর



হাওড়, সুনামগঞ্জ



জিকে প্রজেক্ট



মনু ব্যারেজ



তিস্তা ব্যারেজ



ফেনী রেগুলেটর



মহামায়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মহামায়া লেক ও ইনলেট স্ট্রাকচার এর স্থির চিত্র







বৃক্ষরোপন, সিরাজগঞ্জ






সাগরদাঁড়ীতে কপোতাক্ষ নদ পাড়ে নির্মিতব্য ইকোপার্ক

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারি করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

১. বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

২. পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

৪. বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

৫. বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তর সমূহের বিস্তারিত নিম্নের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

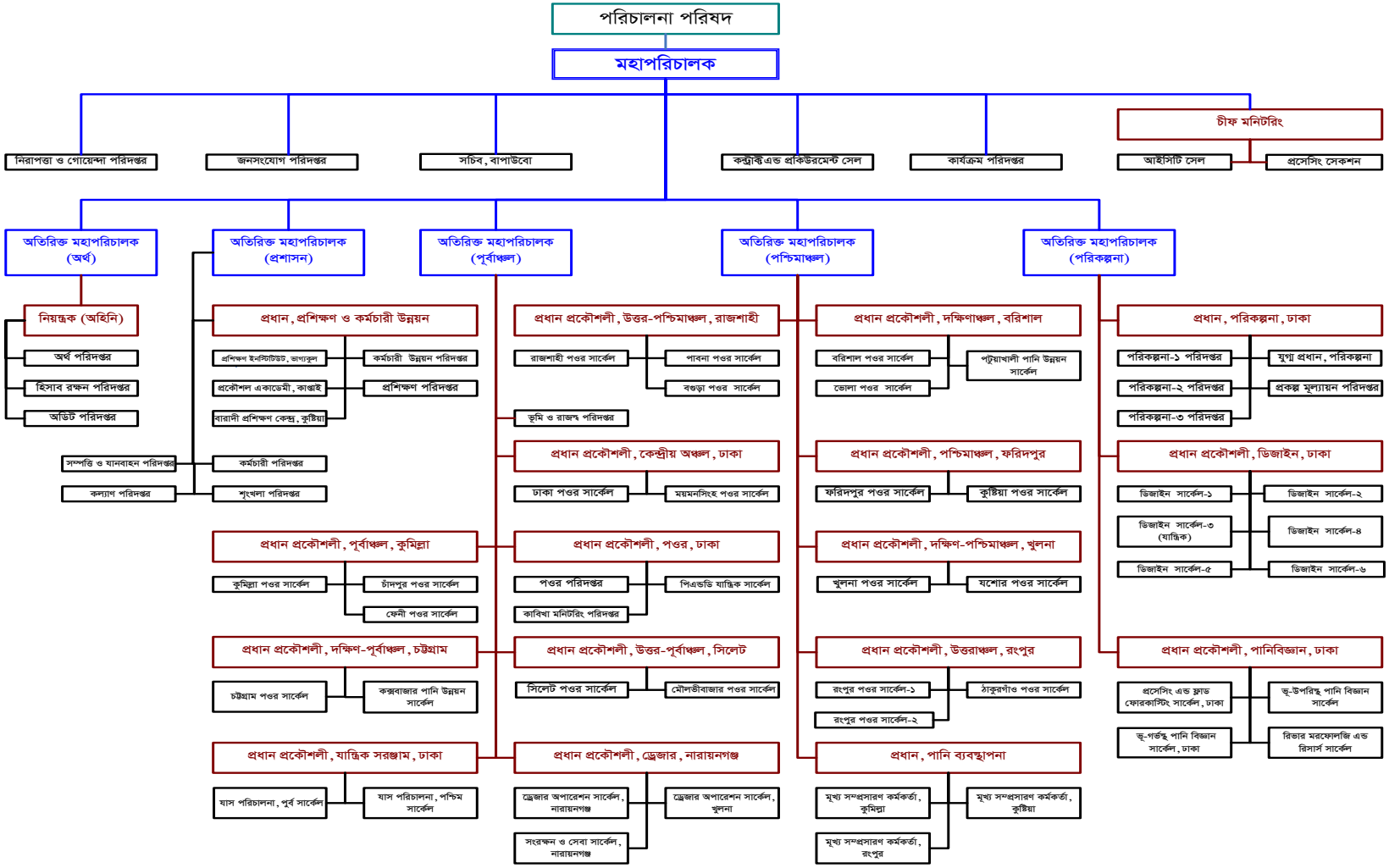

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনবল ছিল ২৪,৩৬৮ জন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে হ্রাস করে ১৮০৩২ এ আনা হয়। পুনরায় ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জন জনবল সম্বলিত Need Based Set-Up এর মধ্যে চূড়ান্ত ভেটিংকৃত ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের গেজেট প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৪	১৩২২৯

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	সেট-আপভুক্ত পদের সংখ্য	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০১৯-২০২০ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২০ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা (আউটসোসিং সহ)
১	১ হতে ৯	১৪০৫	১০৩৫	৮৬	৩৭০	৯৯
২	১০	৯৫৬	৭৫০	০	২০৬	১৪২
৩	১১ হতে ১৬	২২৭৩	২৪৫৯	৪৩২	-১৮৬*	১৭৭
৪	১৭ হতে ২০	৫৫৪৮	৩০২২	০	২৫২৬	১৩৯
	মোট	১০১৮২	৭২৬৬	৫১৮	২৯১৬	(৫৫৭+৮৫৫**) = ১৪১২

*বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান সেটআপ অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০১৮২ টি। ১০১৮২ টি পদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২২৭৩ টি। বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর পদে পূর্বের (১৯৯৮) সেটআপের পদের বিপরীতে বেশ কিছু নিয়মিত জনবল কর্মরত আছে। পূর্বের সেটআপ এবং বিদ্যমান সেটআপ অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর পদে বর্তমানে ২৪৫৯ জন নিয়মিত জনবল কর্মরত আছেন। সে হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীর শূন্য পদের সংখ্যা= (২২৭৩-২৪৫৯) =-১৮৬ টি।

**আউটসোসিং এর পদসমূহ সাকুল্য বেতন ভিত্তিক বিধায় গ্রেড ভিত্তিক বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১০টি ক্যাটাগরীর ৫৫৩ পদ আউটসোসিং এর মাধ্যমে পূরণের জন্যই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ০৯টি ক্যাটাগরীর ৩০২ পদ আউটসোসিং এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে ক্যাটাগরী নির্ধারণের জন্য পুনঃরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১২৮ জন	১০৪ জন	২৩২ জন	-	-	-	নতুন নিয়োগের বিষয়টি কর্মচারী পরিদপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০১৯-২০	৪৭	১১০৭	১৫১৩৮

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	ভারত	৫	৬	৩০
২।	জাপান	২	৩	১২৬
৩।	তুরস্ক	২	২	৯
৪।	নেপাল	১	৩	৯
৫।	চীন	২	৩	২৩
৬।	আমেরিকা	২	৮	৪২
৭।	মালেশিয়া	১	১	৩
৮।	জার্মানী	৩	৫	৭২
৯।	যুক্তরাজ্য	২	৯	৩৯
১০।	সুইজারল্যান্ড	১	১	৪
১১।	কোরিয়া	২	২	৭
১২।	ইটালী	২	৬	৩৮
১৩।	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১	১	৫
১৪।	ফিলিপাইন	১	১	৫
	মোট =	**২৭**	**৫১ জন**	**৪০৯**

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০২০ বছরসমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক, চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এছাড়াও, বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাইলফলক অতিক্রম করায় নিজ অর্থায়নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এহেন প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৮৯টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫৯৫২.৩৯ কোটি টাকা। তন্মাধ্যে, ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে না মর্মে পরিকল্পনা কমিশনকে জানিয়ে দেয়া হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ১৬টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ১০৫টি। তন্মধ্যে ৯৮টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (৯১টি জিওবি ও ৭টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ৭টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প এবং ১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাড়ায় ৭০৩৫.৬০ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮৮.৮৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.০৯% (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। ১২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	অগ্রগতি (অর্থছাড়ের %)
স্থানীয়	৫৯৩৭.০২	৪৮৫৫.৭০	৪৭১০.৯৪	৭৯.৩৫%	৯৭.০২%
প্রকল্প সাহায্য	১০৯৮.৫৮	৮০৮.২১	৭১৩.০৬	৬৪.৯১%	৮৮.২৩%
মোট	**৭০৩৫.৬০**	**৫৬৬৩.৯১**	**৫৪২৪.০০**	**৭৭.০৯%**	**৯৫.৭৬%**

০৩ জুন, ২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মোট ৬২টি প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দের উপযোজন প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও পরিকল্পনা কমিশন হতে অর্থ বিভাগের ২২/০৪/২০২০ তারিখের পরিপত্রের আওতায় নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপযোজন প্রস্তাব বিবেচনা না করে মোট ৫৩টি প্রকল্পে আরএডিপি বরাদ্দের উপযোজন প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়াও, কোভিড পরিস্থিতিতে সীমিত সম্পদের ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অর্থ বিভাগ হতে ৬টি প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির চাহিদার আংশিক অর্থছাড় হয় ও ৪৩টি প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড় হয়নি।

এমতাবস্থায়, ২০১৯-২০ অর্থ-বছর শেষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে ন্যূনতম ১৩২৮.৪৯ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকলেও চাহিদা মাফিক উপযোজন প্রস্তাব অনুমোদন লাভ না করায় ও অর্থছাড় সম্পন্ন না হওয়ায় সে কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ১৩২৮.৪৯ কোটি টাকার পেন্ডিং বিল পরিশোধ করা হলে বাপাউবো'র আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১৮.৮৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫.৯৭% তে উন্নীত হতো।

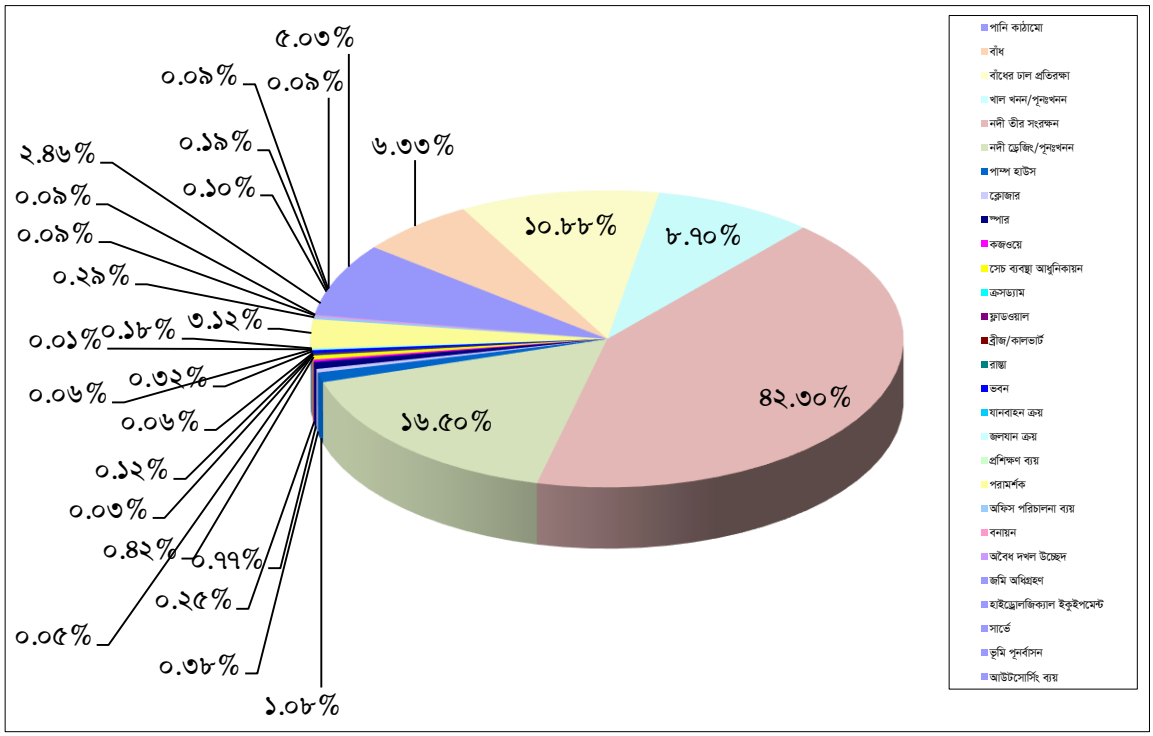

খাতওয়ারী উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয় পরিচালনা ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ১৬৭৬.৬৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১৫৭২.৬৮ কোটি টাকা। পরিচালনা বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

লক্ষ টাকা

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত ও এন্ড এম ঃ	বরাদ্দ	ব্যয়
১	৩২৫৮১৩৭	বাঁধ	৭৫০০০.০০	৭৪৫৬৯.৩১
২	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	৩০০০.০০	২৯৬৯.১১
৩	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৪৬৯৭.৩০	৩৮৯৪.২৭
৪	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	২২১৫.১১	১৯৯১.২৭
৫	৩৮২১১০৩	পৌর কর	৫২২.৩৭	৫০১.২২
		উপমোট (ক)	**৮৫৪৩৪.৭৮**	**৮৩৯২৫.১৮**
৬	৩২৫৭১০৪	জরিপ	১১০০.০০	১০১৩.২২
		উপমোট (খ)	**১১.০০.০০**	**১০১৩.২২**
		সংস্থাপন ঃ		
৭	৩৬৩১১০১১	বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৭৩২০.৬৮	৩৪৬৮২.৩৮
৮	৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৭৬৮৯.৯১	৬৮০৪.১০
৯	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (নিজস্ব আয় সহ)	৩৫৩৯০.৪৫	৩০৪২৬.৪৫
১০	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান বাবদ সহায়তা	৫০.০০	৪৩.৩৪
১১	৩৬৩২	মূলধন অনুদান বাবদ সহায়তা	৬৮০.৬১	৩৭৩.৭৯
		উপমোট (গ)	**৮১১৩১.৬৫**	**৭২৩৩০.০৬**
		সর্বমোট (ক+খ+গ)	**১৬৭৬৬৬.৪৩**	**১৫৭২৬৮.৪৬**

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৩০টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। তবে মার্চ, ২০২০ মাসে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ রোগের বাংলাদেশে প্রাদুর্বাব দেখা দেয়। ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখের পর থেকে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক দেশে লকডাউন পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সকল প্রকল্পেরই বাস্তবায়ন প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এতদসংক্রান্ত বিবিধ কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পেরই কাজের সাইট বন্ধ হয়ে যায় ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাক্রমে কিছু প্রকল্পে আংশিকভাবে কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে মে, ২০২০ মাসের মধ্যে সিংহভাগ প্রকল্পে কঠোর সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কাজ আরম্ভ হয়। এহেন প্রেক্ষাপটে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ৫২৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বোচ্চ ১২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	(বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা				
১	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	৩০৭০.০৭	২৪০৬.৩০
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা				
২	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	৮৮৬২.৩৬	৭৮০১.৭৭
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী				
৩	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০	৪০৭০.০৮	৩৮৬৯.৯০
৪	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০	৪৬৪৬০.০০	৪২৭৪৭.৪৮
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল				
৫	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭নং কাজীর চর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	১০৮০.৯০	১০০৩.৯৯
৬	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০	২৭৭৯৭.৫৮	২৬৩১১.০০
৭	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০	৩১৩১৮.৫৯	২৯৪৩৬.৮১
বিশেষ প্রকল্পসমূহ (সমীক্ষাধর্মী)				
৮	Feasibility for re-excavation of small & medium khals-beels in the country.	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	৪৯৮.০০	২৮৪.৭০
৯	Post project evaluation and impact assessment of 10 BWDB projects.	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২০	৩৪৪.০০	৩২৪.৪৫
১০	Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamati.	মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯	৪৬৯.৫৫	৩৪৮.২৭
১১	Feasibility Study for Protection & Development of Kuakata Sea Beach.	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০	৪৫৫.৬২	৩৩৮.৫৬
১২	Feasibility Study for Protection & Development of Cox'sbazar Sea Beach.	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০	৪৯৮.৫০	৩৭১.২৪

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ নওগাঁ
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪০.৭০ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৩৮.৭০ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	-	৩.৫১ হেক্টর
১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ	-	১টি (হাপানিয়া রেগুলেটর)
ইনলেট নির্মাণ	-	১০ টি
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	-	১০.০০০ কিঃমিঃ
খাল পুনঃখনন	-	১৭.৫৫ কিঃমিঃ
আপ্রোচ বাঁধের স্লোপ প্রতিরক্ষা	-	০.৮০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলায় ভারতীয় সীমান্ত হতে প্রায় ৩.০০ কিঃমিঃ ভিতরে বিল এলাকায় হাপানিয়া নামক স্থানে ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ, ৪৫০ মিটার খাল পুনঃখনন করে রেগুলেটরের পুনর্ভবা নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন ও রেগুলেটর থেকে জবাইবিল পর্যন্ত আরো ১৭.৫৫০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জবাইবিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ১১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটেছে।
- জবাইবিল খালের পানি নিষ্কাশন ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ১৩০.৩৬% হতে ১৯৫.৫৪% এ উন্নীত হয়েছে।
- জবাইবিল খালের পানি ধারণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।

ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প; প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১১-২০১০]

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩১৩.১৯ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৯৪.৩৭ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	-	৪.১৫০ কিঃমিঃ
End Termination	-	০.৪০০ কিঃমিঃ
স্লোপ প্রোটেশশন	-	৪.৫০০ কিঃমিঃ
তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং	-	৬.৮০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতেমনপুরা উপজেলাধীন রামেনওয়াজ লঞ্চঘাট এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকাসহ প্রায় ২১০০ হেক্টর এলাকাব্যাপী সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ও কৃষি জমি রক্ষা পেয়েছে।

- প্রায় ৯৪৩৩৫.২০ লক্ষ টাকা মূল্য সমতুল্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পাকা রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, ফলের বাগান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, ঘর-বাড়ী নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫১.৪০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ নদী পুনঃখননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে যমুনা নদী হতে ২৪৫ কিউমেক পানি সরবরাহ নিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে ১৪১ কিউমেক পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির দূষণ সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা।
- বুড়িগঙ্গা নদীসহ ঢাকা মহানগরীর চারপাশের প্রবহমান নদীগুলোতে সারা বছরব্যাপী নৌযান চলাচলের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় গভীরতা নিশ্চিত করা।
- সেচ ও মৎস্য উন্নয়ন।
- সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- সেডিমেন্ট বেসিন ও গাইড বাঁধ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ - ৮৩.৪৮ হেক্টর
- অফটেক এলাকায় যমুনা নদীর বাম তীরে গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৫৩০ কিঃমিঃ (আং-২৫.০০%)
- সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ - ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-১৫.০০%)
- নদী ড্রেজিং - তুরাগ নদী: ১৯.১৫০ কিঃমিঃ (আং), বংশাই নদী: ২০.৫০০ কিঃমিঃ (আং)
- ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট - ৩টি (এলজিইডি-এর মাধ্যমে)

গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ কুষ্টিয়া
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৯১.৫৮ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৮.৯৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো গড়াই নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষত খুলনা উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা কমানো।
- সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- গড়াই নদী ড্রেজিং (নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা) - ১৩.৩৩ কিঃমিঃ (৯২.৭৯ লক্ষ ঘনমিটার মাটি)
- নদী তীর সংরক্ষণ - ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৪.০৯%)

সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ সিরাজগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫০৯.৯৪ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬১.১৯%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা ২০১১ সালের বন্যার পর সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্টের ভাটিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ হতে মাটি ফেলা শুরু করে নদীর পাড়ের প্রায় ১.৫০ কিঃমিঃ দূরে নদীর অভ্যন্তরে সৃষ্ট চর পর্যন্ত একটি প্রবাহমান স্রোতধারা বন্ধ করে ক্রসবার-৩ নির্মাণ করা হয়। চ্যানেলটি পশ্চিম তীর পেরিয়ে প্রবাহমান স্রোতধারা বন্ধ করার ফলে ভাটিতে প্রায় ৬.০০ কিঃমিঃ নদী এলাকা শুষ্ক হয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে বিপুল পরিমাণ জমি যা বিগত সময়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল তা পুনরুদ্ধার হয়। পরবর্তীতে ভাটিতে ক্রসবার-৪ নির্মাণ করা হয় এবং কয়েক বছরের বন্যায় পলি জমে জমে জায়গা সমূহ কিছুটা উঁচু হয় এবং জমিতে কিছু রবি শস্য যেমন- সরিষা, বাদাম এবং অল্প জমিতে ধানের আবাদ শুরু হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ক্রসবার-৩ এবং ক্রসবার-৪ এর মধ্যবর্তী প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গাইড বাঁধ রক্ষা করা।
- সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সিরাজগঞ্জ লঞ্চঘাট এবং শহরের বিয়ারা ঘাট, ঘোনাপাড়া ও সয়দাবাদ এলাকার কৃষি জমি, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- নদীর গভীরতম স্রোতধারা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা।
- নদী ভাঙ্গন রক্ষার মাধ্যমে অত্র এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন।
- নদী তীর রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বজায় রাখা।
- পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ড্রেজিংকৃত মাটির মাধ্যমে ভরাট করা।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (৪৭.৮১লক্ষ ঘন মিটার মাটি)
- নদী তীর সংরক্ষণ - ৩.২০০ কিঃমিঃ (আং-১৮.৪১%)
- বাঁধ নির্মাণ -৩.২০০ কিঃমিঃ (আং-৯০.০০%)

যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ গাইবান্ধা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৯৯.৩৭ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪২.৭৮%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- যমুনা নদীর ডানতীরেনদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বাগুড়িয়া এবং ফুলছড়ি উপজেলার সিংড়িয়া, রতনপুর, কাতলামারি এবং গণকবর সহ বিভিন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ।
- যমুনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ - ৪.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%)
- বাঁধ পুনর্বাসন - ৫.০০০ কিঃমিঃ
- যমুনা নদী ড্রেজিং - ৬.৩২০ কিঃমিঃ (১৪.৬৮ লক্ষ ঘনমিটার মাটি)

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩৯৮.৯১ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৩৫.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনীয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফূলী নদীর উভয় তীরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাঙ্গন কবলিত এলাকা রক্ষার্থে ৭.০০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করা।
- চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনীয়া উপজেলায় ইছামতি নদীর উভয় তীরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাঙ্গন কবলিত এলাকা রক্ষার্থে ৩.০০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করা।
- চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনীয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় ২.৫০০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করা।
- টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কর্ণফূলী নদীতে ১০.০০০ কিঃ মিঃ এবং ইছামতি নদীতে ৬.০০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গতিপথের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা।
- নদী তীর প্রতিরক্ষার মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব ও বাস্তুসংস্থানের ভারসম্যহীনতা প্রশমন করা।
- নদী তীরবর্তী ভাঙ্গন কবলিত স্থান প্রতিরক্ষা করে পর্যটন শিল্প বিকাশে ভূমিকা রাখা।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ - ৫.৭৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৫০ কিঃমিঃ (আং)

নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ নোয়াখালী
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩২৪.৯৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৩.২২%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনকল্পে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- উপকূলীয় এলাকায় উন্মুক্ত অংশে উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জোয়ারের পানি বাহিত পলি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- লবনাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনপূর্বক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।
- প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন করা।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- পোল্ডার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ- ৪.০০০ কিঃমিঃ
- বামনী ১৯-ভেন্ট রেগুলেটরের ডাইভারশন চ্যানেল খনন-১.৭০০ কিঃমিঃ
- চর লেংটায় বামনী নদীতে ১৯ ভেন্ট স্লুইস নির্মাণ- ১টি (আং-৫১.০০%)
- মহিষমরা খালের উপর ২-ভেন্ট ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ-১টি (আং-২৬.০০%)
- পোল্ডার নং-৫৯/৩সি তে সন্দীপ চ্যানেলে নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ২.০০০ কিঃমিঃ
- খাল পুনঃখনন- ৪০.০০০ কিঃমিঃ

৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।

বাস্তবায়নকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২২৭৯.৫৫ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৭.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪০৮৭ কিলোমিটার নদী, খাল এবং জলাশয় খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষে ২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩৭৫টি উপজেলার ৮৮টি ছোট নদী, ৩৫২টি খাল ও ৮টি জলাশয় পুনরুজ্জীবিত হবে।
- জলাশয়, খাল ও নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে।
- জলাভুমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য নদী ও খালে পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে।
- নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আনুমানিক ৫,২০,০০০ হেক্টর এলাকায় জলাবদ্ধতা, বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- প্রায় ১,৩০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে বার্ষিক প্রায় ৩,৫০,০০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- খাল পুনঃখনন -৮৪৭.৮৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪৫০.৫২০ কিঃমিঃ (আং)(৩১৩.৮৬ লক্ষ ঘনমিটার মাটি)
- নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন - ৩৫৫.১২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫৬১.১৫৫ কিঃমিঃ (আং) (৪৬২.১৮ লক্ষ ঘনমিটার মাটি)
- নদী/খালের তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ- ৭৩২৪টি (২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে সারাদেশে একযোগে নদী, খাল বা তাদের তীরে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম আরম্ভ হয়)

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার ১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ সাতক্ষীরা (উপজেলা- কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর, দেবহাটা, আশাশুনি ও তালা)
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৭৫.২৬ কোটি টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ০২/০৬/২০২০ (ঘূর্ণিঝড় "আম্পান" পরবর্তী প্রথম একনেক সভা)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত পোল্ডার ১, ২, ৬-৮ ও ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর অভ্যন্তরীণ খাল ও বেষ্টিত নদী সমূহ পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে জলাবদ্ধতা নিরসন করা।
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, অবকাঠামোসমূহের পুনঃনির্মাণ/মেরামত করে পোল্ডারসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকা উপকূলীয় ঝড় ও জলোচ্ছাস এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার উচ্চ জোয়ারের পানি পোল্ডার অভ্যন্তরে প্রবেশ রোধ করা।
- পোল্ডারসমূহের অভ্যন্তরীণ খাল সমুহের মাধ্যমে মিঠা পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন, লবণাক্ততা প্রশমন ও গৃহস্থলী কাজে ব্যবহার করা।
- নদী/খাল পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে নৌ যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
- পোল্ডারে ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঁধের ভাঙ্গন রোধ করে এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা।
- পোল্ডার সমূহে বনায়নের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

• নদী ড্রেজিং	-	২০.৫০০ কিঃমিঃ
• নদী পুনঃখনন	-	৬০.৫০০ কিঃমিঃ
• বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	-	১১৩.১২ কিঃমিঃ
• অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	-	৩৪৪.২২ কিঃমিঃ
• রেগুলেটর প্রতিস্থাপন/পুনর্গঠন	-	৬টি
• রেগুলেটর মেরামত	-	২১টি
• ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ আরসিসি ঘাটলা সহ	-	১.৭০০ কিঃমিঃ

মনু নদীর ভাঙন হতে মৌলভীবাজার জেলার সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ মৌলভীবাজার (উপজেলা- মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া)
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৯৯৬.২৮ কোটি টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ২১/০৬/২০২০
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- মনু নদী ভারতের ত্রিপুরা হতে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের কুলাউড়া উপজেলায় প্রবেশ করে কুশিয়ারা নদীতে পতিত হয়েছে।মনু নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১৮৬ কিঃমিঃ। এর মধ্যে ভারত অংশে ১১২ কিঃমিঃ এবং বাংলাদেশ অংশে ৭৪ কিঃমিঃ। মনু নদীর মোট ক্যাচমেন্ট এলাকার মাত্র ৯% বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত। মনু নদী সর্পিলাকার

হওয়ার কারণে এর প্রতিটি বাঁকের এক পাশে চর ও অপর পাশে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। ফলে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

- প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ, চর অপসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন ও ফ্লাড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে মৌলভীবাজার শহরসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অবকাঠামো, বসতবাড়ি, ফসলী জমি নদী ভাঙ্গন ও বন্যার কবল হতে রক্ষা করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ - ৩০.২৪০ কিঃমিঃ (৬৭টি স্থানে)
- নতুন ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ - ২.৫০০ কিঃমিঃ
- বিদ্যমান ফ্লাড ওয়াল পুনর্বাসন - ০.৭৬৬ কিঃমিঃ
- নদী ড্রেজিং (চর অপসারণ) - ১২.১১ কিঃমিঃ (৩৫টি স্থানে)
- বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন - ৮৫.৯১০ কিঃমিঃ



কালিনগর ব্রিজ (উজান), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর। নদী খননের পূর্বের ছবি



কালিনগর ব্রিজ (উজান), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর। নদী খননের পরের ছবি



উজিরপুর, শিবগঞ্জ, মাদারীপুর। নদী খননের পূর্বের ছবি



উজিরপুর, শিবগঞ্জ, মাদারীপুর। নদী খননের পরের ছবি



বেইলি ব্রিজ, শিবগঞ্জ, মাদারীপুর। নদী খননের পূর্বের ছবি



বেইলি ব্রিজ, শিবগঞ্জ, মাদারীপুর। নদী খননের পরের ছবি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও

নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং নদী তীর ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদী তীর সহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৪টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৩.৭১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন,২০২০ পর্যন্ত ৯১৮.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৬ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৭৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা

বাৎসরিক বন্যা মৌসুম

- ২০১৯ সালের বর্ষা মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র বেসিনে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর পানি সবকয়টি স্টেশনে বিপদসীমা অতিক্রম করে জামালপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় বন্যা ভয়াবহ আকার ধারন করে, যা উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল সহ মানিকগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উজানের ঢলে পানি সমতল বৃদ্ধির ফলে গত ১৮ জুলাই, ২০১৯ তারিখে যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ ও ফুলছড়ি স্টেশনে বিপদসীমার যথাক্রমে ১৬৬ সেঃমিঃ এবং ১৫৩ সেঃমিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাছাড়াও, তিস্তা নদীর পানি গত ১২ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ডালিয়া স্টেশনে বিপদসীমার ৫২ সেঃমিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়; যা বিগত ৪০ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করে।
- ২০১৯ সালের বন্যায় সারাদেশে (হাওর অঞ্চল ব্যাতীত) বাপাউবো'র বাঁধের ১৩৭৬টি স্থানে মোট ৪৭৩.৭৪৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ভাঙ্গন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৮২৬টি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩৮.৪৭৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাঁধ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করা হয়।
- ২০১৯ সালের বন্যায় সারাদেশে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত ১২২৯ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ২১০টি স্থানে মোট ৩২.৫২৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে, ১১৫টি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ৯.৬৮১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ভাঙ্গন কবলিত স্থান আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করে ভাঙ্গন মোকাবেলা করা হয়।
- এছাড়াও, নদী তীরে অনেক জায়গা-ই রয়েছে যেখানে অতীতে কখনো নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এরূপ উন্মুক্ত নদী তীরের ৯৬৫টি স্থানে মোট ৩৪০.৯০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর ভাঙ্গন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৬৪৯টি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ৮২.২৫৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিহত করা হয়।
- বন্যা মৌসুমে বাস্তবায়িত জরুরী কার্যক্রমের ফলে ৩৪২টি স্কুল, ১২৭টি মাদ্রাসা, ৩৭৪টি মসজিদ, ৮২টি মন্দির, ২১৮টি বাজার, প্রায় ৪৯০ কিঃমিঃ রাস্তা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ২২টি স্থাপনা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা পায়।

উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "বুলবুল"

- বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ "বুলবুল" প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে গত ১০ নভেম্বর, ২০১৯ দিবাগত রাতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল দিয়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশে আঘাত হানে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রে বায়ুর বেগের মান ১০০-১২০ কিঃমিঃ/ঘন্টা হবার কথা থাকলেও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সুন্দরবন উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর কারণে লোকালয়ে প্রবেশের পূর্বে ঘূর্ণিঝড়টি শক্তি হারিয়ে কেন্দ্রে বায়ুর বেগ ৬০-৭০ কিঃমিঃ/ঘন্টা নেমে আসে। ঘূর্ণিঝড় "বুলবুল" এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় উঁচু জোয়ারজনিত জলোচ্ছ্বাস, ঝড়ো আবহাওয়াসহ উত্তরবঙ্গ ব্যতীত প্রায় সমগ্র বাংলাদেশেই মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়।
- বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এর ১ সপ্তাহ আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জনবলসহ নদী তীর বা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থান নিয়ে প্রয়োজনীয় আগাম প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদন করে। উপকূলীয় পোল্ডারভূক্ত এলাকার অনেকটাই বাপাউবো'র বাঁধ ও আগাম প্রস্তুতির কারণে বন্যা ও নদী ভাঙ্গনজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পায়।

- ঘূর্ণিঝড় বুলবুল-এ বাপাউবো'র ৬৩.০৯২ কিঃমিঃ বাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কেবলমাত্র বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার মাঝিডাঙ্গা এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাঁধের ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে ব্রীচ হয়। ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমের অব্যবহিত পরপরই ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ ব্রীচ ক্লোজ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আঘাত হানার পূর্বে কিছু জরুরী কাজ সম্পাদন করায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়েছে।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা মোকাবেলা

- বাপাউবো'র পরিচালন বাজেট হতে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালে ১০২৩টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে ১০৬.৮১ কোটি টাক ব্যয়ে প্রায় ৮৩৮ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়।
- দেশে কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশে খাদ্য-শস্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে বাপাউবো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লকডাউন পরিস্থিতিতেও হাওর অঞ্চলের বাঁধ নির্মাণ ও শক্তিশালীকরণ কাজ অব্যাহত রাখে।
- এপ্রিল, ২০২০ মাসের ৩য় সপ্তাহ হতে হাওর এলাকায় পাহাড়ী ঢলের পানি এসে নদ-নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রমের পূর্বাভাস থাকলেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামাফিক মাঠ পর্যায়ে বাপাউবো'র তৎপরতায় বন্যা আসার পূর্বেই ১০ মে, ২০২০ নাগাদ হাওর এলাকায় শতভাগ ফসল কাটা সম্পন্ন হয়। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ফসল পাহাড়ী ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "আম্পান"

(ক) পূর্ব প্রস্তুতিঃ

- গত ১৪ মে, ২০২০ তারিখে গভীর বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ পরিলক্ষিত হয়, যা ১৬ মে, ২০২০ তারিখ রাতে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয় এবং তা থেকে মে, ২০২০ মাসের ২০-২২ তারিখের মধ্যে একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র গত ১৪ মে, ২০২০ তারিখে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ পরিলক্ষিত হবার পর থেকেই আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি বিষয়ে নিয়মিত পূর্বাভাস প্রদান করে আসছে।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "আম্পান" ১৬ মে, ২০২০ তারিখেই গভীর নিম্নচাপ থেকে সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয় এবং এটি সাইক্লোন ক্যাটেগরি-৫ পর্যন্ত উন্নীত হয়ে সুপার সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৯ সালে সৃষ্ট উড়িষ্যা সাইক্লোনের পর অদ্যবধি এটিই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সবচেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন।
- ১৭ মে, ২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য দূর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের (যেমন- মানুষকে সতর্ক করা, বেড়িবাঁধ মেরামত ও পাহারা, ধান কাটা তরান্বিত করা, আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা, স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ সহায়তা প্রস্তুতি প্রভৃতি) জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সকল জেলা প্রশাসনকে পত্র প্রদান করা হয়।
- ১৮ মে, ২০২০ তারিখে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা ও বরিশাল জেলার জেলা প্রশাসক এবং বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সভার মাধ্যমে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ করা হয়।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "আম্পান" বাংলাদেশে আঘাত হানে ২০ মে, ২০২০ তারিখ অপরাহ্নে। আম্পানের কারণে ২০ তারিখ সকাল থেকেই সমুদ্র উত্তাল থাকায় স্বাভাবিক জোয়ার অপেক্ষা পানি সমতল অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে অতিক্রমকালীন অবস্থায় উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রায় ১০-১২ ফুট উঁচু জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়।

(খ) ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী গৃহিত পদক্ষেপঃ

- গত ২২ মে, ২০২০ তারিখে মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় হেলিকপ্টার করে সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত জনপদ পরিদর্শন করেন।
- সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় গত ২২-২৪ মে, ২০২০ তারিখে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আম্পানে বাপাউবো'র ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহে পরিদর্শন করেন এবং তা দ্রুত মেরামতের নিমিত্ত জেলা প্রশাসনসমূহের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- গত ২৭-২৯ মে, ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় পিরোজপুর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহে পরিদর্শন, তা মেরামতের কর্মপন্থা এবং তা দ্রুত মেরামতের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।
- সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় গত ০১-০৪ জুলাই, ২০২০ তারিখে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আম্পানে বাপাউবো'র ক্ষতিগস্ত বাঁধসমূহের মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- ২১ মে, ২০২০ তারিখে আম্পান দুর্বল স্থল নিম্নচাপে পরিণত হবার পরপরই বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগোযোগ ও সরেজমিনে কিছু এলাকা পরিদর্শন করে প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করেন। ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(গ) ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য ও গৃহিত পদক্ষেপঃ

- উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে খুলনা বিভাগ,বরিশাল বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগব্যাপী মোট ১১১১টি স্থানে বাঁধ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় ৬৯২.৬৫ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও নদী তীরের দৈর্ঘ্য ২৯৩.৮৫৩ কিঃমিঃ।
- তন্মধ্যে, ৪৭৭টি স্থানে ৮৬.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৭৬.৪৬৭ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাপাউবো কর্তৃক বাঁধ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মেরামত কাজ চলমান আছে।
- বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় ১৪টি স্থানে প্রায় ১৫.০৯৭ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে মোট ৫১.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসন/মেরামত কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী খুলনার কয়রায় হাজরাখালি, রত্না এবং বাগেরহাটের শরনখোলার বগিতে বাঁধ পুনর্বাসন/মেরামতের কাজ শুরু করেছে।
- অবশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্থানসমূহের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হচ্ছে যা উন্নয়ন বাজেট হতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।
- তবে বাঁধের ব্রীচ ক্লোজিং এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের মেরামত কাজ যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬.৮৬৯ কিঃমিঃ এবং সম্ভাব্য ব্যয় ৮৯.৫৯ কোটি টাকা। আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই এ কাজ সমাপ্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পরিচালন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া গেলে যথাসময়ে কাজ সমাপ্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাপাউবো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের

বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, National Water Policy, 1999; BWDB Act, 2000; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১; National Water Management Plan, 2004; Coastal Zone Policy, 2005; Coastal Zone Strategy, 2006; Bangladesh Water Act, 2013; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪; কাবিটা নীতিমালা, ২০১৭; Bangladesh Water Rule, 2018; Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009; Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021; National Sustainable Development Strategy 2010-21; Seventh Five-Year Plan 2016-20; Bangladesh Delta Plan, 2100; Vision-2041 ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণীবিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার স্বল্প মেয়াদভূক্ত কার্যক্রমসমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও টেশসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভীষ্ঠসমূহ হলো (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পির্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, (৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো এবং বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের তালিকা

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	120	105	22	6	5
Land Reclamation and Development Projects	19	12	10	3	10
Integrated Development Project	43	31	19	2	12
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	29	27	3	1	5
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	21	14	11	-	5
Rehabilitation of Coastal Polders	22	18	5	1	1
Haor Rehabilitation Projects	17	14	15	4	5
Others Projects	21	19	3	1	4
Total	**292**	**240**	**88**	**18**	**47**

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সকল অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজন ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দেশের প্রথম শতবর্ষ মহাপরিকল্পনা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ অনুমোদন করেছেন। এটি মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে No Regret পলিসিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামগ্রীক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণেই সীমিত না রেখে তাতে গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরনেও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর ৬ টি অভীষ্ট অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

Flood Risk Management Strategy

- Protecting Economic Strongholds and Critical Infrastructure (indicative flood protection levels for economic strongholds and vital infrastructure are: 1/100 and 1/250 up to 2030; 1/250 - 1/1000 up to 2050, and 1/1000 - 1/2500 by 2100)
- Equipping the FCD Schemes for the Future
- Safeguarding Livelihoods of Vulnerable Communities

Fresh Water Strategy

- Ensure Water Availability by Balancing Supply and Demand for Sustainable and Inclusive Growth
- Maintaining Water Quality for Health, Livelihoods and Ecosystems

Coastal Zone Strategy

- Increase drainage capacity and reduce flood risk at coastal zone
- Balancing water supply and demand for sustainable growth
- Reclaim New Land in the Coastal Zone

River Systems and Estuaries Strategy

- Provide adequate room for the river and infrastructure to reduce flood risk
- Improvement of the conveyance capacity as well as stabilize the rivers
- Provide fresh water of sufficient quantity and quality.
- Maintain ecological balance and values (assets) of the rivers
- Allow safe and reliable waterway transport in the river system

Urban Area Strategy

- Increase drainage capacity and reduce flood risk at urban area
- Enhance urban water security and water use efficiency
- Managing river systems and estuaries in newly developed areas
- Conserve and preserve urban wetlands and ecosystems and promote their wise-use
- Develop effective urban institutions and governance
- Integrated and sustainable use of urban land and water resources

Haor and Flash Flood Areas Strategy

- Protect agriculture and vulnerable communities from flood
- River Management
- Sustainable Haor Ecosystem and Biodiversity Management
- Institutional Development
- Integrated Water/Land Resource Management

Water Strategy for Chittagong Hill Tracts

- Protect of economic zones and towns from flood and storm surge
- Ensure water security and sustainable sanitation
- Ensure integrated river management
- Maintain Ecological Balance and Values (assets) at CHT
- Increase institutional capacity for integrated water resources management
- Develop multi-purpose resources management system for sustainable growth

শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে, যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তন্মধ্যে ২% অর্থায়ন সরকারী খাত হতে এবং ০.৫০% অর্থায়ন বেসরকারি খাতে হতে নির্বাহ করা হবে।

এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে Investment Plan-এ মোট৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর চিহ্নিত মোট ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে ১৭টি কার্যক্রমই বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৮টি এডিপিভূক্ত চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বাপাউবো'র চলমান এবং সমাপ্ত অন্যান্য এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরোক্ষভাবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদ-নদী ও খাল খনন, পোল্ডার পুনবার্সন, নদীর তীর সংক্ষরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, হাইড্রলিক তথ্য সেবা ও আগাম সর্তকীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বনায়ন ইত্যাদি যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানিসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হচ্ছে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর **Investment Plan**-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
১	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in GORAI-PASSUR Basin (Project Code: CZ 1.41)	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।	৫৯১৫৮.০৮	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
২	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (Project Code: CZ 4.1)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়" Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal Zone" শীর্ষক সমীক্ষায় তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সমীক্ষার চুক্তিমূল্য- ১১৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা	সমীক্ষার মেয়াদকালঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ১৫ এপ্রিল, ২০২১
৩	River Bank Improvement Program (Project Code: MR 1.1)	নিম্নোক্ত ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প।	৩০২৬০.০০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২
		যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।	২৯৯৩৬.৬৭	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১
		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৪৬৪৬০.০০	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
৪	Improvement of Drainage Congestion & Flood Control for Chittagong City Corporation Area (Project Code: UA 10.1)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬২০৭৩.৫০	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
৫	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin (Project Code: DP 1.21)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৩৩৫৬০.০০	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
৬	Revitalization & Restoration of Hurrasagar and Atrai Rivers (Project Code: DP 1.3)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ।	১৭৯৪৭.০৫	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২
৭	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.11)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	১৬৫৭৪২.৫৩	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
৮		নিম্নোক্ত ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।	৩২০২৯.৭৭	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।	২৯৩৬০.৬৯	জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২১
		চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	২১৯৩০.৮৩	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১
৯	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in upper Meghna Basin (Project Code: HR 1.1)	নিম্নোক্ত ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হচ্ছে।		
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৪১২৫.৮৪	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প	৭১০৯.০৫	অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১
১০	Expansion and Modernization of Network and Tools for Groundwater Monitoring including Establishment of a National Coordination Mechanism (Project Code: CC 1.45)	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত)	৩৪০৬৫.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
১১-১২	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District (Project Code: CZ 1.30) এবং Development of Water Management Infrastructure in Bhola Island (Project Code: CZ 1.26)	নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হয়েছে/হচ্ছে।		
		ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৫৫০৬৩.৯০	জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
		মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৩৪৩৯০.৬২	ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১
		নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৬০৯৩৮.০৯	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	২৭৭৯৭.৫৮	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০
		ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার	৩১৩১৮.৫৯	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।		
		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প।	৪৩২৫৫.৪২	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুঁলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ড় প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।	৫২৩৩৬.১৫	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
১৩	Study on Integrated Management of Drainage Congestion for Greater Noakhali (Project Code: CZ 1.4)	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।	৩২৪৯৮.৮৫	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
১৪	Drainage Improvement of Dhaka-Narayangonj-Demra (DND) Project Phase-2 (Project Code: UA 1.3)	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।	৫৫৮২০.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০
১৫	Development of Catchment and Sub-catchment Management Plans (Project Code: CH 26.2)	নিম্নোক্ত সমীক্ষা প্রকল্পদ্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	৪৯৫.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে নভেম্বর, ২০২০
		কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প	৪৯৭.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২০
১৬	Flow Control and Water Storage Structures for Water Availability in the Dry season (Project Code: CH 26.5)	নিম্নোক্ত ৩টি সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়েছে/হচ্ছে।		
		সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	৪৯৫.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে নভেম্বর, ২০২০
		কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প।	৪৯৭.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২০
		Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamati	৪৬৯.৫৫	মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯
১৭	Revitalization of Khals all over the Country (Project Code: CC 1.43)	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) ।	২২৭৯৫৪.৬১	নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০



পঞ্চগড়ে বুড়ি তিস্তা নদীর খনন শুরু



কুড়িগ্রামে ৬ নদী-খাল পূণঃখনন শুরু





খাল পূনঃ খনন কাজ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

২০১৯-২০ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০১৯-২০ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৪.৮৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৮২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২০, পর্যন্ত ২৪.১৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ৯.৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প সমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভূট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহে তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্য বহুমূখীকরনের পাশাপাশি শস্যের নিবীড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পূর্নবাসনকৃত ৬টি প্রকল্প সেচধর্মী প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত ৬ টি সেচধর্মী প্রকল্পের মধ্যে জিকে সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এ ২(দুই) টি প্রকল্পের তথ্যাদি সেচধর্মী প্রকল্পের তালিকায় পূর্ব হতেই অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪(চার) টি সেচধর্মী প্রকল্পের (পাবনা জেলার গাজনার বিল, কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল, শিবপুর এফসিডিআই ও নওগা জেলার জবাইবিল এফসিডিআই) ফসল ও সেচের তথ্যাদি মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করত: পরবর্তীতে অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

২০১৯-২০২০ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৯	১৮১১৬৮	১২২৯৬২	৩৭০৯৯৪	৩৭০৪৫৪	২২৩০৪৭	১৭৩২১৪	১১২৭৩৩	১১১১০৭
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১১	১৯৬৪৫২	১২৯৫৪১	২৭৬৭১৫	২৯০২২৯	১৮৩৬৯৬	১৮৮০৫৫	৮৭৩১৬	৯২৫৫৮
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭	২৩০৪৭৭	১১৭১৪৬	২৯৭২৬৩	২৬৬৭৬২	১১২২৬০	৯৪৪৪২	৭৭১৫৮	৬৮৬৪৮
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৬৭৩৫	১০৪৪৩৭	২৯১৬৯৯	২৮১২৫৪	১৭৯৮৮২	১৬৯৪০২	১০৩৮৪৫	৯৭২৬০
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৮৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৩৩৭৫	৪৭৩৩৭৫	৯৯৭৮৫	৯৯৭৬০	৮২১৮৫	৮২৩৩৫
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫১	২৪৬৪৪৮	১৭১৮২৭	৩৫৪৫৪০	৩৫১৩২৭	১৬৯১১৪	১৬৮৮৪০	১৬৮৬৯৪	১৬৮৬৯০
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৮	১৮২৫০৮	৭৯০৯৪	১৭৫৬৯৬	১৬৩২৪২	৫৪১৮৩	৫১৩৮৬	৫৪১৮৩	৫১৩৮৬
৮।	উত্তর-পুর্বাঞ্চল, সিলেট	৩	১১৬৪৯২	৪৭২৪৬	১২৩৩৪৪	১০০৩৯৭	২৫৯৫০	২১২৫২	২৫৯৫০	২১২৫২
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৮	৭৬১৮১	৪৬৭৭৭	১২১০৬৮	১১৬৮২৫	৩৪৭৬০	৩০৫১০	৩৪৭৬০	৩০৩৬০
	সর্বমোট	**১২৭**	**১৮৬৯৪৭২**	**৯৭৩৬৯৪**	২৪৮৪৬৯৪	২৪১৩৮৬৫	১০৮২৬৭৭	৯৯৬৮৬১	৭৪৬৮২৪	৭২৩৫৯৬

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে 'সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]' নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) ১৩ টি সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৪৮.১২০ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২৮.৩৭০ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে জুন, ২০২০ ইং সময় পর্যন্ত ১৩ টি সেচ প্রকল্পে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৮.০০০	১২.০১০	০৮.৫১০	২০.৫২০	
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৪.৫০০	৪.৫০০	৪.২৫০	৩.২১০	৭.৪৬০	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.২১০	০.০০০	০.২১০	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.৮৪০	১.১২০	২.৯৬০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২.৪৫০	২.৪০০	৩.৮৮০	২.৩৩০	৬.২১০	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৬.০০০	১৭.০০০	১৬.০৫০	১১.৯০০	২৭.৯৫০	বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা চলমান থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১৬০	০.১২০	০.২৮০	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	০.৭৫০	৪.৯১০	০.৩২০	০.০০০	০.৩২০	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	৮.১৬০	৮.৩৬০	৩.৭৮০	০.৯৮০	৪.৭৬০	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.৫০০	০.৫০০	০.৩৫০	০.২০০	০.৫৫০	
	মোট	**১৩ টি প্রকল্প**	৪২.৮১০	৪৮.১২০	৪২.৮৪০	২৮.৩৭০	৭১.২১০	

২০১৮-২০১৯ সাল		২০১৯-২০২০ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
৪২.৮১২	৪২.৮৪৪	৪৮.১২০	২৮.৩৭০

মন্তব্যঃ সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম চলিতেছে যাহা ২০১৯-২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে ।

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানির ভিত্তিতেই গঠিত। পরিবেশগত ও গুনগত মানে পানির সহজ প্রাপ্যতা একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "জাতীয় পানি নীতি" ঘোষনা করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ. উন্নয়ন, পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, পানি ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের পর্যায়ক্রমে মালিকানা প্রদান করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (GPWM) ২০০১ সালে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহের

গঠন, উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবীক্ষণ ও নিবন্ধন এর কাজগুলো যৌক্তিকভাবে ও ফলপ্রসূ করণের লক্ষ্যে "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" সরকার কর্তৃক জারী করা হয়।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহনের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন ১৫১টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২০ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১৫১	২০৮০৪৫৯	২৯৪১	২৫৪০	২২৪	১৯৪	৩	৩

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার বাপাউবো, রংপুরে কার্যক্রম



বাপাউবো, মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, রংপুরে মাঠ দিবস কার্যক্রম

দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণতা অর্জনের লক্ষে দেশের বৃহত্তম তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প ও বুড়ি তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকার সেচ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার স্থাপন করা হয়। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের চাষীগনের মান্ধাত্বা আমলের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করিয়া প্রকল্প এলাকার মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সমুহের পরীক্ষা নীরিক্ষা করতঃ উহার লাভজনক ফলাফল প্রকল্প এলাকার চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যেই এই খামারের প্রতিষ্ঠা। খামার টি মূলতঃ একটি ফলিত গবেষণা ও প্রর্দশনী খামার। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই খামারটি অত্র প্রকল্পের সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া আসিতেছে। মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর জেলা শহর হইতে উত্তর দিকে ২০ কিলোমিটার দুরে গঙ্গাচড়া উপজেলাধীন লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নে অবস্থিত। তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে খামারটির কিয়দংশ নদীতে বিলীন হওয়ায় বর্তমানে খামারটির আয়তন ৯.০০(নয়) একর, যাহা দুইটি বকে বিভক্ত, ১ নং বকে ৬.০০(ছয়) একর জমি ও ২ নং ব্লকে ৩.০০(তিন) একর জমি রহিয়াছে। খামারের ৯.০০ (নয়) একর জমির মধ্যে বর্তমানে ৮.০০ (আট) একর জমিতে খামারের পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় চাষাবাদ কার্য্যক্রম পরিচালিত হইতেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের তহবিল স্থানান্তর সাপেক্ষে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষামুলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ১৮০ জন কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। প্রর্দশনী প্লট স্থাপন, চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা , সেমিনার, মাঠ দিবস, লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি বোর্ডের নিজস্ব সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমে প্রকল্পের চাষীগনের নিকট পৌছানো হইতেছে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪,৯২,৪৯০ টাকা রাজস্ব জমা করা হইয়াছে। প্রকল্পের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে IRRI, BRRI, BARI, BINA, BAU, BJRI, SRDI, DAE ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ সহযোগিতায় অত্র খামার বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম চালাইয়া আসিতেছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কমাইয়া নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধি সহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি গবেষণা কার্য্যক্রম অত্র খামারের মাধ্যমে চালানো হইতেছে।



খরিফ-২ মৌসুমের পরীক্ষামূলক উফশী রোপা আমন ধান শস্য কর্তন কার্যক্রম উপস্থিত প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর মহোদয়, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপাউবো, পওর সার্কেল-১/২ বাপাউবো, রংপুর মহোদয়,উপ-সচিব, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন),বাপাউবো, ঢাকা, প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়,মুখ্য সম্প্রসারণকর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর মহোদয়,, অতিরিক্ত পরিচালক(অর্থ পরিদপ্তর),বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, রংপুর, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর এবং ৭০ জনকৃষক/পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধি।

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪ টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউণ্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমূহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সমূহ সংগ্রহ করছে।

পানি বিজ্ঞান-এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৫৬	দিনে ৭ বার-টাইডাল/দিনে ৫ বার- ননটাইডাল
২.	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১২৪	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ	১৮	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০ টি(স্থির) ৬৬ টি (গতিশীল)	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫.	ঘন প্রবাহ	২	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	পলি প্রবাহ	২০	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৭.	বারিপাত	২৭৪	দৈনিক
৮.	আবহাওয়া	৩টি	দৈনিক (১টি বন্ধ)
৯.	বাষ্পায়ন	৩৯	দৈনিক
১০.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৯২৮	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	সাপ্তাহিক

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১৩.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ বিশ্লেষন	১১৭	বাৎসরিক
১৪.	এক্যুইফার পাম্প টেস্ট	২	
১৫.	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	৬	
১৬.	এক্যুইফার অনুসন্ধান	৪	
১৭.	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	২০০	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

নদী-মাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। উত্তরে বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বাহিত পলল ভূমিতে গড়া আমাদের বাংলাদেশ। এখানে ৪০৫টি ছোট-বড় নদ-নদী সমগ্র দেশটিকে মালার মত জড়িয়ে রেখেছে। নদ-নদীসমুহের মধ্যে বড় তিনটি আর্ন্তজাতিক নদী (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা)- সহ মোট ৫৭টি সীমান্ত নদী এবং বাকীগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ অববাহিকা ভিত্তিক অথবা প্রধান নদীর শাখা বা উপশাখা হিসেবে বহমান। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি বাংলাদেশ-ভারত এবং ৩টি (নাফ, সাঙ্গু ও মাতামগুরী) বাংলাদেশ-মিয়ানমার এর আন্তঃদেশীয় নদী।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়া-তত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩১১টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ ষ্টেশন, ৮৪টি নদীর ১১২টি প্রবাহ পরিমাপ ষ্টেশনের মাধ্যমে ২৪৯৯টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ ষ্টেশন, ১৮টি পানির গুনাগুন পরিমাপ ষ্টেশন, ১০০টি স্থির এবং ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনের মাধ্যমে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ ষ্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন কাম বারিপাত ষ্টেশন এবং ৩টি (১টি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ আছে) আবহাওয়া তত্ত্ব ষ্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ইহা ছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি ষ্টেশনে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস প্রতি মাসে ০২ (দুই) দিন প্রতি ঘন্টা অন্তর (সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হইতে রাত ৮ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত) ৩৮টি টাইডাল প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির ষ্টেশনের মাধ্যমে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস, প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার এবং ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনে (বরদিয়া থেকে খুলনার হিরন পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি মাসে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন মোট ৩৫৬টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল ষ্টেশনের মধ্যে ১০১টি পানি সমতল ষ্টেশনে সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২ (দুই) বার (সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা ও বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা) এবং ৭২টি বারিপাত ষ্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমান সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার সময় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরনের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

এক নজরে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নেটওয়ার্ক

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১।	পানি সমতল (Water Level)	৩৫৬	দিনে ৭ বার-টাইডাল/দিনে ৫ বার- ননটাইডাল
২।	প্রবাহ (Discharge)	১২৪	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৩।	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (Quality)	১৮	মাসিক
৪।	লবণাক্ততা (Salinity)	১০০ টি(স্থির) ৬৬ টি (গতিশীল)	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫।	বারিপাত (Rainfall)	২৭৪	দৈনিক
৬।	আবহাওয়া (Metrological)	৩টি (১টি বন্ধ আছে)	দৈনিক
৭।	বাষ্পায়ন (Evaporation)	৩৯	দৈনিক
৮।	পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ (Float Sediment)	২০	সাপ্তাহিক / পাক্ষিক

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১২৭২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপসমূহ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদুপরি ১১৫ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্ব্বোচ্চ ৩৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় ৬৭৪ টি পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বোর্ডের Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP), কম্পোনেন্ট-বিঃ Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ সালে দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে স্থাপিত সকল কূপ হতে স্থায়ীভাবে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় পানির গুনাগুণ পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে স্থাপিত ল্যাবরেটরীকে আরও কার্যকরী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বিঃ SHEWS প্রকল্পের মাধ্যমে একটি Ion-Chromatography সহ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতী ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।





ছবি ১: বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৫০ বৎসরেরও অধিক পুরাতন পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে ও BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পর্যবেক্ষণ কূপ (Clustered Well) এর নমুনা। দেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২২২২ টি পর্যবেক্ষণ কূপ বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে পুরাতন ও অগভীর ১২৭২ টি কূপ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে, ২২২২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার ও টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট কূপসমূহ হতেও স্থায়ীভাবে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ছক ১: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পানিতত্ত্ব বিষয়ক জরীপ ও অনুসন্ধানের আওতায় সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের তালিকা:

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম ও স্টেশন	ষ্টেশন সংখ্যা
১	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২
২	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০
৩	এক্যুইফার পাম্প টেস্ট	২
৪	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	৬
৫	এক্যুইফার অনুসন্ধান	৪
৬	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	২০০

ছক ২: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বানিজ্যিক খনন কাজ ও বানিজ্যিক খনন কাজ (ডিপোজিট) এর আওতায় সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের তালিকা:

নং	কাজের নাম	প্রাপ্ত চাহিদাপত্র	সম্পাদিত কাজের পরিমান
১	ভূ-কারিগরী সমীক্ষা (সাব-সয়েল খনন কাজ)	২৬ টি (বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে)	২০২২৪ ফুট

রিভার মর্ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৭০টি নদীর ১৯২৮টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১ টি নদী, দুই বছর পর পর ১৭টি নদী, তিন বছর পর পর ৪২টি নদী, চার বছর পর পর ৪১টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫৯টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং

সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ৪০টি নদীর ৭৪৭টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এক নজরে অত্র সার্কেলের কার্যক্রম

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	মোট নদ-নদীর সংখ্যা	বছর অনুযায়ী নদ-নদীর সংখ্যা					মোট ক্রস সেকশন	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত নদ-নদী জরীপ কাজে ক্রস সেকশনের সংখ্যা
			প্রতি বৎসর	দুই বছর পর পর	তিন বছর পর পর	চার বছর পর পর	পাঁচ বছর পর পর		
১	ম্যাপিং সেল (বিভাগ), বাপাউবো, ঢাকা।	৪৬	০৬	০৩	১০	১২	১৫	৪৫৬	১৮৩
২	মরফ্লজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া	৬৫	০২	০৬	২৩	১২	২২	৭২২	২৭১
৩	মরফ্লজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ	৫৯	০৩	০৮	০৯	১৭	২২	৭৫০	২৯৩
	সর্বমোট	১৭০	১১	১৭	৪২	৪১	৫৯	১৯২৮	৭৪৭

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ্য টাকায়)	মন্তব্য
১	ম্যাপিং সেল (বিভাগ), বাপাউবো, ঢাকা।	১১টি	১১টি	১৮৩	৮৫.০০	৮৪.৬৬	
২	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।	১৮টি	১৬টি	২৭১	৯৭.৯৫	৯৬.৯৮	
৩	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।	১১টি	১৮টি	২৯৩	১২২.০০	১২১.৯৭	
সর্বমোট		৪০টি	৪৫টি	৭৪৭টি	৩০৪.৯৫	৩০৩.৬১	

প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

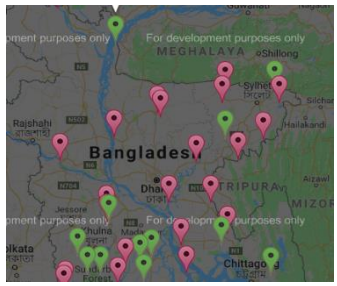

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরন কেন্দ্র এবং নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের পাঁচটি দপ্তর রয়েছে।

অত্র সার্কেলাধীন ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সমূহ সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরন, সঠিকতা যাচাই করন সহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে:

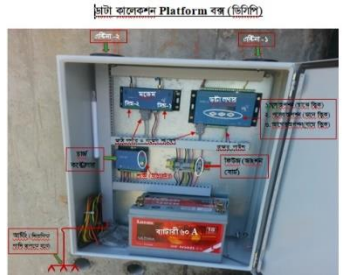

১. Data application Serverঃ হাইড্রোলজিক্যাল, বাপাউবো কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ এই server এ যথাযথ সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরন, সঠিকতা যাচাই করন করা হয়েছে।

২. Data Application Serverঃ প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, গ্রীন রোড, ঢাকা এর আওতাধীন তিনটি ব্রাঞ্চ (১) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, (২) রিভার মরফলোজী প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এবং (৩) গ্রাউন্ড

ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর সকল পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহ Application Server Software এর মাধ্যমে ম্যানুয়ালী এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে।

৩. Data Backup Serverঃ Data application server এর সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ Backup রাখা হয়েছে।

৪. Web Serverঃ ব্যবহারকারীগন www.hydrolgogy.bwdb.gov.bd website visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্ত সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারনা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারনা নিয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অথবা অন-লাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছে।



৫. পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহের ডাটার মূল্য নতুন ভাবে নির্ধারণ করার জন্য বাপাউবোর মহাপরিচালক মহোদয় কেন্দ্রীয়ভাবে মার্চ, ২০২০ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে এবং এ সংক্রান্ত কাজের প্রক্রিয়া চলমান।



৬. বর্তমানে হাইড্রোলজি ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে অটোমেশন পদ্ধতিতে পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহ গ্রহন, প্রদান এবং অর্থ আহরনের কাজটি Online Payment Gateway সেবার মাধ্যমে নেওয়ার কাজটি চলমান।

৭. গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পানি বিজ্ঞান সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্ত সমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২০০ প্রতিষ্ঠান) সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল, প্রবাহ, ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, পলি প্রবাহ, বারিপাত, আবহাওয়া এবং বাষ্পায়ন উপাত্ত সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত গুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। চলতি অর্থ বছরে "RAINFALL IN BANGLADESH YEAR: 2017 & 2018" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়, যাহা বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণসহ ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

খ) গ্রাউণ্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক), ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক), ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), একুয়াইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি উপাত্ত সমূহের ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত-এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। চলতি অর্থ বছরে **"Ground Water Table Hydrograph of 38 districts for the year 2008 to 2018"** শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়, যাহা বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণসহ ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

গ) রিভার মর্‌ফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

রিভার মরফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মর্‌ফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন কার্যক্রম

১. কারেন্ট মিটার রেটিং ল্যাব কর্তৃক ৩৬ টি কারেন্ট মিটার এর সার্ভিসিং এবং রেটিং করণ এবং ২টি কারেন্ট মিটার মেরামত।

২. বিভিন্ন সাইজের ১৮৫ টি কাঠের এবং ১৪০ টি প্লাস্টিকের ওয়াটার লেভেল ষ্টাফ গেজ ক্রয় এবং সরবরাহ।

৩. ৮০ টি রেইনগেজ ক্রয় এবং সরবরাহ।

৪. ২০ টি অটো লেভেল মেশিন, ৪৪ টি লেভেলিং ষ্টাফ, ২৪ টি হ্যান্ড জিপিএস এবং ২১ টি ডিজিটাল ব্যালান্স ক্রয় এবং সরবরাহ।

৫. বিভিন্ন ওজনের ২১ টি কারেন্ট মিটার এর কাউন্টার ওয়েট এবং ২০ টি কারেন্ট মিটার এর সিগনাল কাউন্টার তৈরী ও সরবরাহ।

৬. ক্যাটামারান সার্ভে বোট এর জন্য ২ টি আউটবোর্ড মোটর ক্রয় ও সরবরাহ এবং ৩ টি ক্যাটামারান সার্ভে বোট মেরামত।

৭. পানি বিজ্ঞান এর ডেটা সেন্টার এর জন্য এর বিভিন্ন হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সরবরাহ।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

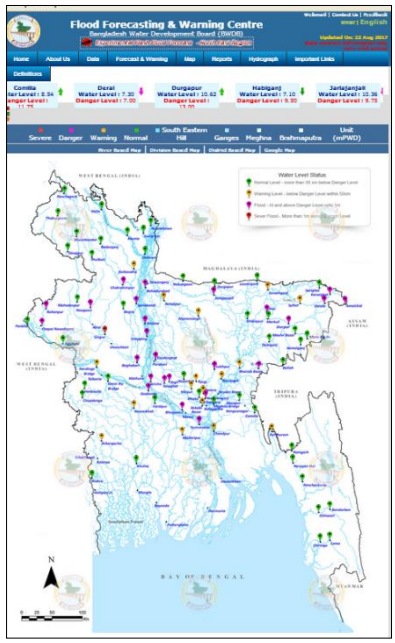

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের **(www.ffwc.gov.bd)** হোম পেজ (মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে)

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক চারটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনাভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও চালু রয়েছে।

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতা মূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে আঞ্চলিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ সহযোগিতা সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূবাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করার বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

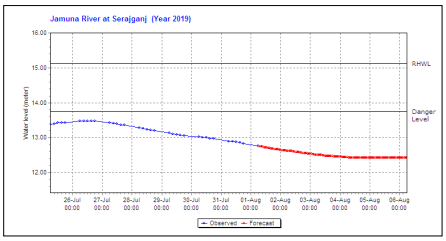

৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র স্টেশন: যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট

জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।





মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয় ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)' প্রকল্পের 'Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP) component এর আওতায় 'Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের মোট ২৬ টি স্থানে ৩(তিন) দিনের সুনির্দিষ্ট তথ্য ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যা প্রচারের সুবিধার্থে একটি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে ।

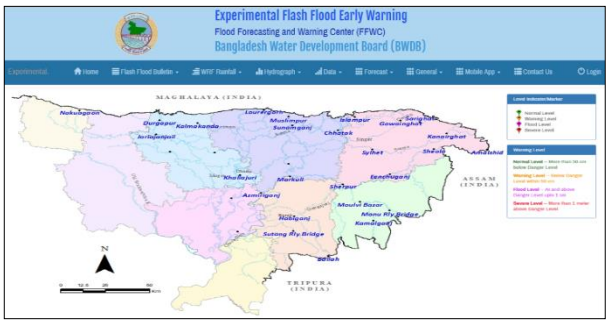

আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা (http://geo.iwmbd.com:2000/flashflood/)

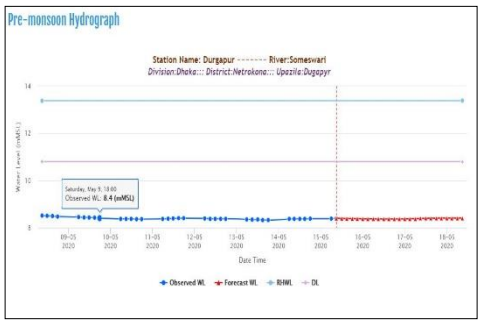

৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র স্টেশন: সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েন্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি http://depts.washington.edu/saswe/flashflood ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।



যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক **University of Washington** এর আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ওয়েব সাইট

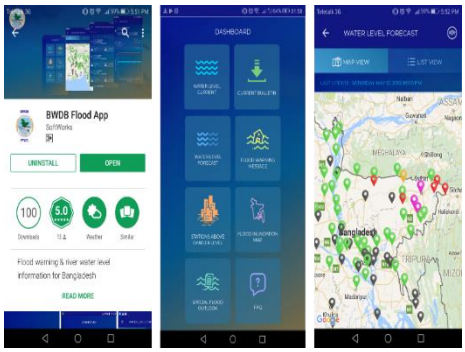

BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ, ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

বন্যা পূর্বাভাস বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে সুচারুভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০১৮ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সহায়তায় অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক BWDB Flood App নামক একটি মোবাইল অ্যাপ পরিসেবা চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে। এটি মূলতঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল ফোন বান্ধব সংস্করণ যার সাহায্যে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল ফোন গ্রাহক কেবল একটি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অতি সহজে বন্যা পূর্বাভাস বার্তা এবং চিত্রসমূহ তার ফোনে পেয়ে যাবেন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্টারনেটভিত্তিক জনপ্রিয় Search Engine সংস্থা Google ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বাপাউবো'র সাথে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি করে। চুক্তির আওতায় Google বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দপ্তরের নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য ও পূর্বাভাসকৃত তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব ওয়েবভিত্তিক মডেল এবং উন্নততর Digital Elevation Map (DEM) এর মাধ্যমে Real time বন্যা প্লাবন মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং Google Alert Service এর মাধ্যমে জনসাধারনের নিকট পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে এই ওয়েবভিত্তিক সেবা চলমান আছে। প্রাথমিকভাবে ২০২০ বন্যা মৌসুমের জন্য পাইলটভিত্তিতে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার প্লাবন মানচিত্র প্রণয়ন ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও বর্তমানে এই সিস্টেমে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের পাশাপাশি গাইবান্ধা, জামালপুর ও টাংগাইল জেলার কিছু অংশে প্লাবন মানচিত্র প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে অধিকতর দক্ষতার সাথে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

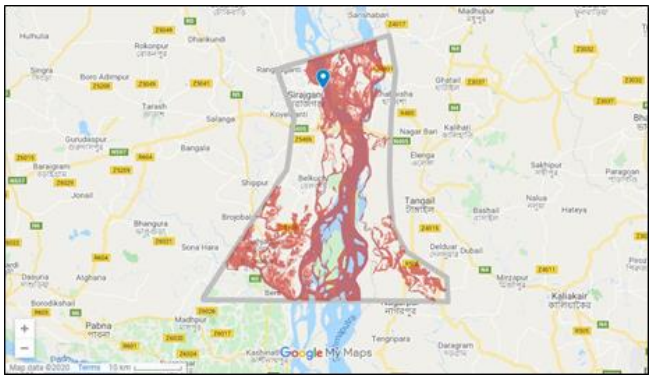

Google এর সিরাজগঞ্জের প্লাবন মানচিত্র

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এ উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সাল হইতে তৎকালীন সিবি এন্ড আই (Communication Building & Irrigation Dept.) তে এস.ডিফয়ার্জ-২৮ ইঞ্চি ও এস. ডি আলেকজান্ডার-৪১ ইঞ্চি নামের দুইটি ড্রেজার দ্বারা বাংলাদেশ ভূখন্ডে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে ১৮টি ১২ ইঞ্চি সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৯৫৯ সালে ড্রেজার গুলো সহ সংস্থা টিইপি ওয়াপদা'র (East Pakistan Water & Power Development Authority) নিকট হস্তান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, সংস্থা টিইপি ওয়াপদা'র নিকট হস্তান্তরের আগে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের বন্যা, সেচ ও পানি নিস্কাশন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে আরও ২(দুই)টি ড্রেজার, এস. ডিসাফিনাতুল হাসান-২৪" ও এস. ডিআমিনুল বাহার-৪৩" উক্ত সংস্থার সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সর্বমোট ৩২টি ড্রেজার আছে। তন্মধ্যে তৎকালীণ ড্রেজার পরিদপ্তরের ২৮টি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের ২টি এবং কেজি ডি আরপি এর ২টি। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সময়কালীন ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ২০০০ সালে লেদারল্যান্ড সরকারের "Orent Grant" এর আওতায় আধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রনিক্যালি কন্ট্রোলড ইঞ্জিন সম্বলিত ৫(পাঁচ) টি ১৮ ইঞ্চি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়। সেই সময়ে তৎকালীন নেদারল্যান্ড সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে ১টি ৬ ইঞ্চি ড্রেজার উপহার হিসাবে প্রদান করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিয়ন্ত্রনে ড্রেজারের যাবতীয় পরিচালনা হয়ে আসছে। ড্রেজারের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ভেড়ামারা, খুলনায় ৫ (পাঁচ) টি পরিচালন বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন সংস্থা ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলায় চন্দনা বারাশিয়া নদী পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের নাব্যতা রক্ষাকল্পে ড্রেজিং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের নির্দেশনা দেন। ১৯৯৮ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী পাইলট সেকশনে ড্রেজিং করা হয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের নেদারল্যান্ড এর আর্থিক সহায়তা প্রকিউরমেন্ট অব ড্রেজারস এন্ড এসিলারি ইকুইপমেন্ট ফর রিভার ড্রেজিং ফর ফ্লাড প্রটকেশন অব বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় এস.ডি শীতলক্ষ্যা-১৮", এস.ডি ব্রক্ষ্মপুত্র-১৮", এস.ডি মহানন্দা-১৮", এস.ডি নবগঙ্গা-১৮" ও এস.ডি চিত্রা-১৮" ড্রেজার ক্রয় করা হয়।

২য় বার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের ভরাট হওয়া নদ-নদী পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা রক্ষাকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীতব্য/গৃহীত নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্বলিত প্রকল্প সমূহে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে নদী ড্রেজিং কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত করণের জন্য অনুশাসন দিয়েছেন, যেন নদীতে জাগ্রত ডুবো চর ড্রেজিং এর মাধ্যমে অপসারিত হওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ তীরে আঘাত করে নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে। ইতোপূর্বে ড্রেজার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত স্ব-আয়ে পরিচালিত একটি পরিদপ্তর ছিল। তবে বর্তমানে নিড বেসড সেট আপ অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ড্রেজারের জনবলের বেতন-ভাতাদি বোর্ডের সংস্থাপন বাজেট থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। ড্রেজার কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৪৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৬৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করা হয়।

ড্রেজার, বাপাউবো এর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য ড্রেজিং কার্যক্রমঃ

১. বাপাউবো এর অধীনে ভেড়ামারাস্থ জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেল ড্রেজিং কাজ।

২. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে ভেড়ামারা বৈদ্যুতিক সাবষ্টেশন নির্মাণের জন্য পদ্মা নদী হতে পলি অপসারন করে পি.জি.সি.বি এর অনুকূলে ভূমি উন্নয়ন কাজ।

৩. বিআইডব্লিউটিএএর আওতাধীন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া বাঘাবাড়ী ফেরী রুটের নাব্যতা রক্ষার ড্রেজিং কাজ।

৪. সুরমা নদী খননের মাধ্যমে সুনামগঞ্জের দোয়াবা বাজার উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভূমি উন্নয়ন কাজ।

৫. বাপাউবো এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট রক্ষায় নদীতে গতি পথ পরিবর্তনের ড্রেজিং কাজ।

৬. বাপাউবো এর আওতাধীন ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং ফর রিভার সিস্টেম অব বাংলাদেশ, সিরাজগঞ্জ এর ড্রেজিং কাজ।

৭. পি.জি.সি.বি এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কাজ।

৮. পি.জি.সি.বি এর আওতাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কাজ।

৯. পি.জি.সি.বি এর আওতাধীন চাঁদপুর ১৫০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কাজ।

১০. আদমজী ইপিজেড এর ভূমি উন্নয়ন কাজ।

১১. বিআইডব্লিউটিএ এর আওতাধীন ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ খনন কাজ।

১২. মংলা বন্দরে জেটি সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ, গোয়াল পাড়া পাওয়ার হাউজের সম্মুখে ভৈরব নদী খনন কাজ, মেঘনা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও সামিট সুরমা গ্যাস কোম্পানির জেটির সম্মুখে ড্রেজিং কাজ এবং কালনী কুশিয়ারা নদী খননের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করে দুঃস্থ পুর্নবাসন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ।

১৩. বি.সি.আই.সি এর আওতাধীন যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি ও জিয়াফার্টিলাইজার কোম্পানি এর অফটেক চ্যানেল এর ড্রেজিং কাজ।

ড্রেজার, বাপাউবো এর সাম্প্রতিক কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ড্রেজারের অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি (৯টি ২৬", ২টি ২০", ১৬টি ১৮", ১৩টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপডায়াল) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশন ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২টি (সচল ২২টি), টাগবোট ১৫টি (সচল ৭টি, মেরামতধীন ৮টি), হাউজবোট ৩২টি (সচল ২১টি, মেরামতাধীন ৩টি, মেরামত অযোগ্য ৮টি) রয়েছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে যাহার আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২০৯.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে ড্রেজার কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলাধীন জিকে ইন টেকক্যানেল খনন, কুষ্টিয়া জেলাধীন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী ও পার্শবর্তী এলাকা সংরক্ষণের নিমিত্তে পদ্মা নদী ড্রেজিং, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং (১টি প্যাকেজ), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন গুজিয়াকাই খাল খনন, ভৈরব ব্রীজ হতে কুলিয়ারচর পর্যন্ত মেঘনা নদী ড্রেজিং এবং কুষ্টিয়া জেলাধীন গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ, কালনী কুশিয়ারা নদীব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং (২টি প্যাকেজ), বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্পের অধীন তুরাগ নদী ড্রেজিং, কিশোরগঞ্জ জেলাধীন হাটুরিয়া খাল ড্রেজিং, হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন রক্তি নদী ড্রেজিং এবং পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডালিয়া উপজেলার পোনা নদী খনন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেজার কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৩৮.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ড্রেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ/খুলনা প্রায় ১০০.৮০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন সাইজের/ক্ষমতার ২১টি ড্রেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্র পানি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭টি ২৬", ২টি ২০" ডিসচার্জ ডায়ার ড্রেজার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত নতুন ৮টি ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১টি ড্রেজার টেস্ট ট্রায়াল সম্পাদন পূর্বক গ্রহনের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষত দারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বিভিন্ন পওর বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিপরীত র‍্যাক দপ্তরে জমা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী। নিম্নে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	২৫৩.৭০	০.০০
২।	জলযান ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	১২৭.৬০	০.০০
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ বাবদ প্রাপ্তি	১১৭.৮৬	০.০০
৪।	বিবিধ আয় বাবদ প্রাপ্তি	৪৩.৮৫	০.০০
	মোট	৫৪৩.০১	০.০০

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
				সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২৩৮	১,৮৬৭.১০	১৭২	১৭১	৪৩১.১০	০	-	কলাম ৫ এ বর্ণিত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তিসমূহ ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরসহ পূর্ববর্তী বছর সমূহের।
মোট ঃ	২৩৮	১,৮৬৭.১০	১৭২	১৭১	৪৩১.১০	০	-	

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকা ঃ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে নাই।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ অর্থবছর সমাপ্তির পর ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত স্মারকের চাহিদানুযায়ী ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হলো না।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৬৫	০৭	১১	১২	৩০	৩৫

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) ঃ

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৩১	৪৪	২৭	১০২	৬০

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০১৯	০৪	০৪	০০	যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক পদে নিয়োজিত ১৭ জন ব্যক্তিকে বোর্ডের স্থায়ী পদে নিয়মিতকরণের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছে।	-	-
২।	আগস্ট ২০১৯	০৩	০৩	০০	-	-	-
৩।	সেপ্টেম্বর ২০১৯	০৩	০৩	০১	-	-	-
৪।	অক্টোবর ২০১৯	০৯	০৬	০৩	-	-	-
৫।	নভেম্বর ২০১৯	০৩	০১	০১	-	-	-
৬।	ডিসেম্বর ২০১৯	০২	০২	০০	-	২০,০১,৮৬,৬০২.০০	৮৯,২৩,২৬৯.৪০
৭।	জানুয়ারি ২০২০	০৩	০২	০১	-	৬৮,৬১,১৭২.০০	-
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০২০	০৯	০৮	০১	-চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ পতেঙ্গা মৌজায় ৪.৫১ একর ভূমি বাদীর অনুকূলে অবমুক্তির আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছে। -দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক চাকুরীচ্যুত ১২১জন ব্যক্তিকে আত্মীকরণ করতে হয়নি। -৮৯ সিপিএফভুক্ত কর্মকর্তাকে জিপিএফ ও পেনশনে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়নি।	-	-
৯।	মার্চ ২০২০	০৮	০৬	০২	-ওয়ামিপ- এর প্রকল্প খাতে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান (অর্থনৈতিক)-কে স্থায়ী পদে আত্মীকরণের আইনগত	-	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছে।		
১০।	এপ্রিল ২০২০	-	-	-	-	-	-
১১।	মে ২০২০	-	-	-	-	-	-
১২।	জুন ২০২০	১৬	১৫	০১	-৪টি দেওয়ানী মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিকানা সত্ত্ব অটুট রয়েছে।	৫,০৩,৬৬,৩৭৫.০০	-
মোট:		**৬০**	**৫১**	**৯**	-	**২৫,৭৪,১৪,১৪৯.০০**	**৮৯,২৩,২৬৯.৪০**

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত মোট ১০২টি মামলা বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং মোট ৬০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থবছরে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ৫৮.৮২%। অন্যদিকে সারণী-২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ৬০টি মামলার মধ্যে ৫১টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ৯টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৮৫% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় (৮৫.০০%-৭৯.৪৪%) ৫.৫৬% বেশি। এ মামলাগুলোর রায় পক্ষে হওয়ায় ২৫,৭৪,১৪,১৪৯.০০ (পঁচিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। অন্যদিকে বাদীর দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশন থেকে উদ্ভুত বোর্ডের আপীল মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় ৮৯,২৩,২৬৯.৪০ (উননব্বই লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত উনষাট টাকা মাত্র) টাকা আদায়পূর্বক বোর্ডের রাজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোন টাকা কোন বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০১৯-২০২০ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ১১২৬.৬৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০১৯-১৯ সালের জের (Carried over)	= ৫৭০.৪৪ হেঃ
২০১৯-২০ সালের কার্যক্রম	= ৫৫৫.৭৯ হেঃ
মোট	= ১১২৬.৬৭ হেঃ

(ক) জুন' ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	১০৬১.১১	৯৪.১৮
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৯৬০.৪২	৮৫.২৪
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৮৫৫.২৯	৭৫.৯১
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৪২৪.৫৫	৩৭.৬৮
৫।	তহবিল প্রদান	৪২৪.৫৫	৩৭.৬৮
৬।	দখল প্রাপ্ত	৩৩০.২১	২৯.৩১

(খ) জুন' ২০২০ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৭২৬.৯৭	৬৪.৫২%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৬৬.৫৬	৫.৯১%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	২.৯৬	০.২৬%
	মোট	৭৯৬.৪৬	

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ২৬১২টি OTM এবং ২৬৯টি LTM দরপত্র e-GP পদ্ধতিতে আহবান করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত এর Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRPIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এণ্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগনকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-contract management বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। নিচের লেখচিত্রে এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে বাপাউবো এর e-GP ব্যবহার প্রবণতা বর্ণিত হলেঃ

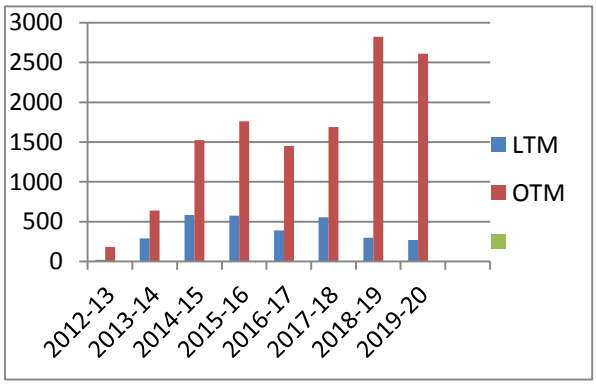

বাপাউবো এর **e-GP** ব্যবহার প্রবণতা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে Personnel Management Information System (PMIS), On-line Recuitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway and SMS Gateway Service System, Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System, Finger Print Based Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, APR Monitoring System, Online Training Management System, Online GAD System, Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project (SIMS), Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছেঃ

- ২০১৮-১৯ এর অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
- বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল সমূহের প্রায় ১০০০ পুরানো নক্সা ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ই-নথি কার্যক্রমের উপর ৮১ জনকে ৪টি ব্যাচে ৮দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ ঢাকা শহরের সকল অফিসে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্বাঞ্চল এর আওতাধীন ২১ টি শহরে বাপাউবোর সকল দপ্তরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পশ্চিমাঞ্চল এর আওতাধীন ৪২ টি শহরে বাপাউবোর সকল দপ্তরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পানি ভবনে অবস্থিত ডাটাসেন্টারের জন্য কম্পিউটার সার্ভার এবং স্টোরেজ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পানি ভবনে আইপি ক্যামেরার সার্ভেলেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- পানি ভবনে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- পানি ভবনে ব্যবহারের জন্য ১২০০ আইপি ফোনের অত্যাধুনিক সফ্ট সুইচ ভিত্তিক সিস্টেম বিটিসিএলের সহযোগিতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বসানোর উদ্যেগ নেয়া হয়েছে।
- বাপাউবোর জন্যে নিজস্ব ASN এর ৫৫২ আইপি ব্লক লিজ নেয়া হয়েছে।
- নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, পাবনা, পটুয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, নাটোর, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলাগুলিতে ল্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system বাপাউবো এর উপর সফ্টওয়ার তৈরী করা হয়েছে।
- ড্রেজার সমূহের ফুয়েল ইনটেক মনিটরিং এর জন্য অনলাইন সিস্টেমের পাইলটিং করা হবে।
- সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাপাউবোর কার্যক্রমের প্রতিবেদন ভিত্তিক একটি মোবাইল ও ডেক্সটপ এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, জমি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেণ্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বণ্ডদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং, জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

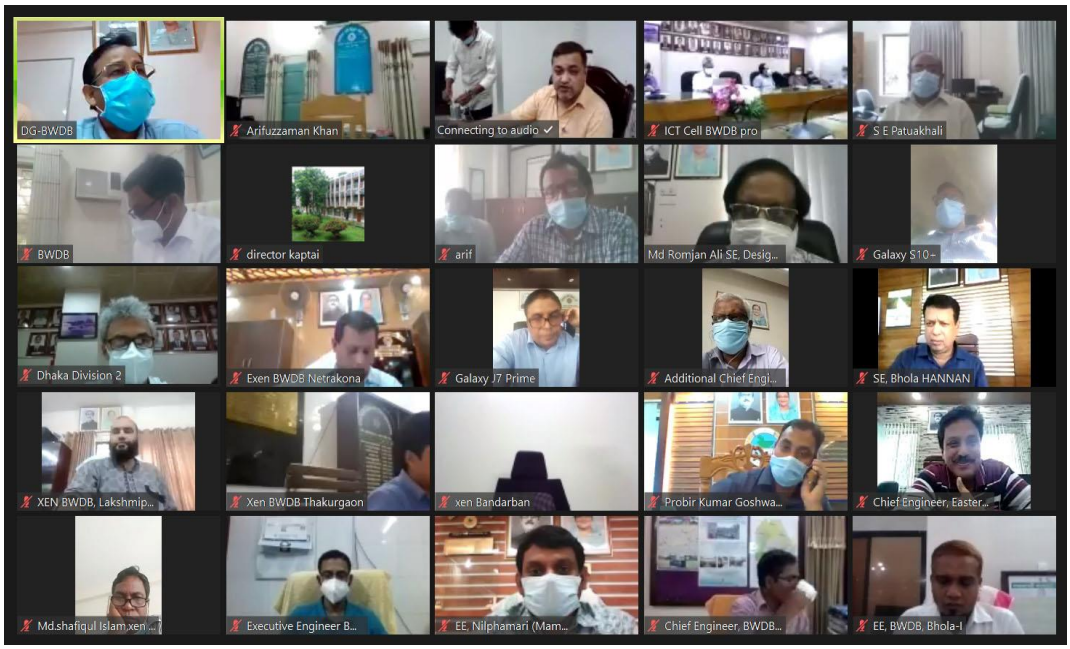

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে **Zoom Meeting** এর মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠান।



পাওয়ার রুম, পানি ভবন



সার্ভার রুম, পানি ভবন

ইনোভেশন কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহকে অধিকতর সহজ, সময়োপযোগী জনবান্ধব ও ডিজিটালাইজ করার জন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতাদের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করণ এবং তা থেকে গুরত্বের বিবেচনায় সেবা সহজীকরণ উদ্যোগ বাছাই করা হচ্ছে। জনগণের দোর গোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে বাপাউবোর ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) এর ডাটাবেইজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর সার্ভিস সমূহকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত রোড ম্যাপ হতে দুইটি সার্ভিস Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System বাপাউবো এর উপর সফটওয়ার তৈরীর চুক্তি করা হয়েছে। সরকারের ইনোভেশন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় বাপাউবোর সকল জনবল নিয়োগ এর কার্যক্রম অন-লাইনে চলমান আছে ইহা ছাড়াও বাপাউবোতে ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বাপাউবোর ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল এবং উৎসাহিত করার জন্যে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন সময়ে সভা, ২ ও ৫ দিনের আভ্যন্তরিন এবং ৫ দিনের বৈদেশিক ইনোভেশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল ভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System- GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (Development Priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Businessও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের মন্ত্রণালয়ের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম এখনো আরম্ভ হয়নি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৩ জুলাই, ২০২০ তারিখে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২১ জুলাই, ২০২০ তারিখে ৯টি জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও ৬টি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্য

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৮৭৭টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১৩০টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫১৪টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১২১টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি, সমীক্ষাধর্মী- ১০৫টি ও ভবন নির্মাণধর্মী- ১টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুণ্ডরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়ের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহিত ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদী বেসিন ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি নদী বেসিনে বিভক্ত করে সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৬১ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৪.৯৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫৭৮৮ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৬,৩৫৩ কিলোমিটার

বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১১০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের আরম্ভ হয় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা বেসিনে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি দিয়ে বক্ষপুত্র ও যমুনা নদীর পানি সবকয়টি স্টেশনে বিপদসীমা অতিক্রম করে জামালপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় বন্যা ভয়াবহ আকার ধারন করে, যা উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল সহ মানিকগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ২০১৯ সালের বন্যা মৌসুম হতেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কার্যক্রমের অধিকতর সমন্বয়, মনিটরিং ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে ডিজিটাল ম্যাসেজিং প্লাটফর্ম Whatsapp তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাপাউবো (সদর দপ্তর ও মাঠ দপ্তর) এবং জেলা প্রশাসন এর কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ম্যাসেজিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এই গ্রুপে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজের মনিটরিং এবং কাজ বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা অধিকতর গতিশীলতার সাথে নিশ্চিত হয়। পরিচালন বাজেটের আওতায় আপদকালীন জরুরী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, বাপাউবো, স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০১৯ সালের বন্যা মৌসুমের সফল মোকবেলা সম্ভব হয়। ঘূর্ণিঝড় "বুলবুল" ও ঘূর্ণিঝড় "আম্পান" সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে মোকাবেলা করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাপাউবো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চাহিদা মাফিক বরাদ্দ না পেলেও অর্থ-বছরের প্রারম্ভ থেকেই ওভারপ্রোগ্রামিং করায় এবং শুষ্ক মৌসুম আরম্ভের পূর্বেই সিংহভাগ দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করায় সন্তোষজনক অগ্রগতির কারণে জানুয়ারি, ২০২০ মাসে এডিপি বরাদ্দের ১.৫০ গুণেরও বেশি আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে বৈশ্বিক মাহামারী কোভিড-১৯ রোগের বাংলাদেশে প্রথম সংক্রমণ ধরা পরে এবং রোগটির সংক্রমণ রোধে ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখের পর থেকে ৩০ মে, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক সারা দেশে লকডাউন পরিস্থিতি বিরাজ করে। লকডাউন পরিস্থিতিতে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন প্রবলভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়। এতদসংক্রান্ত বিবিধ কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পেরই কাজের সাইট বন্ধ হয়ে যায় ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাক্রমে কিছু প্রকল্পে আংশিকভাবে কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশে খাদ্য-শস্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে বাপাউবো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লকডাউন পরিস্থিতিতেও হাওর অঞ্চলের বাঁধ নির্মাণ, শক্তিশালীকরণ কাজ করে হাওরের শতভাগ ফসল কাটা নিশ্চিত করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে মে, ২০২০ মাসের মধ্যে সিংহভাগ প্রকল্পে কঠোর সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কাজ আরম্ভ হয়। অর্থ-বছরের প্রারম্ভে ওভার প্রোগ্রামিং করার ফলশ্রুতিতে অর্থ-বছর শেষে সন্তোষজনক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা সমূহের অর্জন সম্ভব হয়। অর্থ-বছরে ৩০টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ ১২টি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়, যার মধ্যে ১টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ২০টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার হারগিলা বাজার সন্নিহিত যমুনা নদীর মৃতপ্রায় চ্যানেলের উপর ১২০০ মিটার দীর্ঘ ক্রসড্যাম নির্মাণ ও তাতে প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রায় ১২০০০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এতে যমুনা নদীবক্ষ হতে প্রায় ৫০০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ৬.০৪২ কিমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এলাকার প্রায় ১৬,১৯৪ হেক্টর জমিতে বিদ্যমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি সাইক্লোন শেল্টার, ১টি ডেইরি ফার্ম ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বর্পূণ স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলায় ভারতীয় সীমান্ত হতে প্রায় ৩.০০ কিঃমিঃ ভিতরে বিল এলাকায় হাপানিয়া নামক স্থানে ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ, ৪৫০ মিটার খাল পুনঃখনন করে রেগুলেটরের পুনর্ভবা নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন ও রেগুলেটর থেকে জবাইবিল পর্যন্ত আরো ১৭.৫৫০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জবাইবিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ১১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটেছে। "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পে ৪.০০ কিঃমিঃ যমুনা নদী ড্রেজিং করে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজিপুর উপজেলায় বাঐখোলা নামক স্থানে ১টি ক্রসবার নির্মাণ করা হয়েছে ও মেঘাই স্পার-১ এর ভাটিতে নিচু জমি ভরাট করে স্থানীয় পর্যায়ে চিও-বিনোদন ও পর্যটনের নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে।পদ্মা নদী হতে কুমার নদে সারা বছর পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে ফরিদপুর জেলার মদনখালীতে কুমার নদের উৎসমুখে পদ্মা নদীর পরিবর্তিত বেড লেভেল এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান ১৯৮৩-৮৪ সালে নির্মিত রেগুলেটরের অতিরিক্ত হিসেবে ৬-ভেন্টের ১টি রেগুলেটরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে কুষ্টিয়া জেলা শহরের সন্নিকটে গড়াই নদী প্রায় পূর্ণ প্রশস্ততায় ড্রেজিং করে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদী তীরবর্তী প্রায় ১.৬০ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ২০০৯ সালে সংঘটিত উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "আইলা" তে বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে নলিয়ান নদীর সৃষ্ট চ্যানেলে দীর্ঘ

১০ বছর পর সিইআইপি-১ প্রকল্পের আওতায় নদীর ১৭৫ মিটার প্রশস্ত চ্যানেল গত ২৭/০২/২০২০ তারিখে ক্লোজ করে দীর্ঘদিন ধরে পানিবন্দী বিস্তীর্ণ জনপদে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা হয়। প্রায় ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের নলিয়ান ক্লোজারটির সেকশন ডেভেলপমেন্ট ও স্লোপ প্রোটেকশন সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে খুলনা জেলায় আঠারোবাকি নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদী, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় যমুনা নদী, ফরিদপুর জেলায় কুমার ও মরা কুমার নদ, যশোর জেলায় ভৈরব নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, নরসিংদী জেলায় আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শাখা নদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর জেলায় পদ্মা নদী, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী ড্রেজিং করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের প্রথম শতবর্ষমেয়াদী মহাপরিকল্পনা "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" এর আওতায় গৃহিত প্রকল্প "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় দেশব্যাপী ১৫০০ কিঃমিঃ এরও বেশি ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে সারাদেশে একযোগে নদী, খাল বা তাদের তীরে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। এর ফলে উক্ত এলাকার নদী ও খালগুলো নাব্যতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি তা সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে। নদী/খাল পুনঃখননের ফলে তাদের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যার ঝুঁকি ও প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় সেনা স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে নির্ধারিত এলাকার ভূমি উন্নয়ন, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাইকার ঋণ সহায়তায় হাওর এলাকায় পুরাতন ১৫টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং নতুন এলাকাকে বন্যা ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে ১৪টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃক নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর-কে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের প্রথম সুপার ডাইক নির্মাণাধীন আছে, যা উপর দিয়ে নির্মিতব্য মোটরেবল পেভমেন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটনের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যত ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ মোকাবেলায় ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পসমূহ আধুনিকায়নের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় ফেনী জেলায় অবস্থিত মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোর উন্নয়ন তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৫১	৬৮
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৮২	৪৩
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১৪২	২৬
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	১৬০	৬৫
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	২৩৫	১১০
৬	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	৩১.১১	১৮.৪৬
	ডুবন্ত বাঁধ	৩১.০০	৫৬.৫০
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	২৯.৮৯	২৩.৭৭
৭ (১)	উপকূলীয় বাঁধ (বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)	১৬৮.৮৭	৬৬.৮৬
৭ (২)	ডুবন্ত বাঁধ (বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ)	৮৩৮.১৬ (১০২৩ পিআইসি) ৩১.০০ (প্রকল্পের আওতায়)	- ৪.০০ (প্রকল্পের আওতায়)
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৬৩.২৬	১৫৫.৪৪

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
	সেচ খালের ডাইক	২২৪.৬৫	-
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	২৫.৬৪	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	৭৩.৪৭	-
১০	বাঁধের ঢাল স্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৪০.০১	৩৭.০৪
১১	বাঁধের ঢাল অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	১৩.৪১	৭.৮০
১২ (১)	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	১.৭০	-
১২ (২)	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৪৪৭.৯৩	৮৩১.১১
১২ (৩)	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
১২ (৪)	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৭০.৮৯	৮৩.০০
১৩	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	২৯২.৫২	৩২.৭০
১৪	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৩.০৪	২.৫০
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	৮৩.৪৮	২৩২.৬৬
১৬	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৫৮.১৭	১৪৪.৭৮
১৭	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত/ শক্তিশালীকরণ (কিলোমিটার)	৪.০৭	৪.৮৫
১৮	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার) (জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	১১০.৭২	৭.২২
১৯	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	১১৬০.৫২	
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	১৭৭.৪০	৯৪.৩৮
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	০.৪১	১৪.৫০
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৫৭৭.৩১	৭০৬.৩০
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	০.৬০	-
২০	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	১
২১	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	-	২ (শিমরাইল, আদমজীনগর)
২২	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	-	-
২৩	ক্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)		
	হাওর অঞ্চল (অস্থায়ী)	১৩৫	-
	উপকূলীয় অঞ্চল	৭	৯
	অন্যান্য	৫	-
২৪	ক্রসড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	১ (জামালপুরঃ হারগিলা)	-
২৫	ক্রসবার নির্মাণ (সংখ্যা)	১ (সিরাজগঞ্জঃ বাঐখোলা)	
২৬	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	৩০	
২৭	গ্রোয়েন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৮	গ্রোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	-	-
২৯	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৫	-
৩০	কজওয়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	১০	১১
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৩২	২০

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.০৭	১৪.৫০
৩৩	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	০.৭১	-
৩৪	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১২	২৩
৩৫	ভূমি উন্নয়ন (ঘনমিটার মাটি লক্ষ/হেক্টর এলাকা)		৫২.৩১/১৪৯.৩২
৩৬ (১)	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় (সংখ্যা)		১
৩৬ (২)	মোটর সাইকেল ক্রয় (সংখ্যা)		৯
৩৭	জলযান ক্রয় (সংখ্যা)		৪
৩৮	বনায়ন (গাছ সংখ্যা)		৩,৯৫,২৫২
৩৯	সম্পাদিত সমীক্ষা (সংখ্যা)	৪	৪
৪০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিলোমিটার)		৮.৬০ [৭.০০ (জামালপুরঃ হারগিলা ক্রসড্যাম) + ১.৬০ (কুষ্টিয়াঃ গড়াই)]
৪১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	১১,২০০ (নওগাঁঃ জবাইবিল)	-
৪২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	-	-

এক নজরে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৮৭৭	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৪.৯৬	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১৩০টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.৩৫	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৪৫.৮১	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১২৮৭	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২৫১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	১৭.২২৪	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬৩৫৩	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার) খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে) গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫৭৮৮ ২৬২৫ ৭৯৪০	কিলোমিটার কিলোমিটার কিলোমিটার
সেচ খালের ডাইক	৩৬১২	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৮৫	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০২	কিলোমিটার

হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫৪৮৮	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৩	টি
ক্লোজার	১৪১৩	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৭৩৭	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কণ্ডয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪১	সেট
নদী পুনঃখনন	১৩২০	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	৮২৩	কিলোমিটার

উপসংহার

গত এক দশকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ঈর্ষনীয় সাফল্য বাংলাদেশকে আরো বেশি উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সরকারের ভিশন-২০২১ এর বাস্তবায়ন অভিযাত্রায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ার রোডম্যাপ সরকার গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নবান্ধব জনমুখী সরকার সামাজিক সুরক্ষা বলয় সুদৃঢ়করণ ও এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, যা প্রতিনিয়তই বর্ধিত হচ্ছে। একটি নদী বিধৌত ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ায় বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সংরক্ষিত নদী তীর, নাব্য নদী/খাল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো এর সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

রাস্তা, ব্রীজ ও অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরিতে বাঁধ ও সংরক্ষিত নদী তীর অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায়ও রয়েছে এর অন্যতম ভূমিকা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ জনপদেরই যোগাযোগ অবকাঠামোসহ দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ফলে। রাস্তায় একটি গর্ত থাকলে বা কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে চলাচল করা যায় অথবা বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একটি পোল্ডার/বাঁধ/নদী তীরের একটি নাজুক অংশই তৎসংলগ্ন জনপদের বন্যার বা নদী ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাতে ক্ষতিগস্ত হয় মানুষ, গৃহপালিত পশু, কৃষকের ফসল এবং সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অন্যান্য অবকাঠামোও। একইসাথে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়াসহ সামাজিক বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়। সরকারকে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে হয়। সংশ্লিষ্ট জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে; যা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হতো, সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৭৩.৬৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলানায় অতিরিক্ত প্রায় ১১০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুষম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-

ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে।বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেবল বাঁধের অভ্যন্তরে বন্যার পানির প্রবেশকেই বাঁধা দেয় না, বরং বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করলে তা জন-জীবন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরণের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাণ্ডেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন সহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে সমুন্নত রাখতে কৃষি, পানি ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ডেল্টা প্ল্যানভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৮০%ই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করবে। সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তত্ত্বধায়নে প্রত্যেক জেলায় ছোট নদী ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচি এবং নদী, খালে বা তাদের তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাজ চলমান রয়েছে। বাপাউবো'র কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০২০ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড



সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, বাপাউবোর মহাপরিচালক এ. এম আমিনুল হক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম মাদারীপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প পরিদর্শন ও নদীভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, বাপাউবো মহাপরিচালক এ. এম. আমিনুল হক পূষ্পস্তবক অর্পণ করেন।



টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনসহ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ.কে.এম এনামুল হক শামীম।



নড়িয়া, শরিয়তপুর



নড়িয়া পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রক্ষায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ.কে.এম এনামুল হক শামীম।



ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের বাজড়ায় নদী ভাঙ্গন রোধে বাশ-বল্লি দ্বারা প্যালাসাইটিং ও জিওব্যাগ ডাম্পিং।



শুরেশ্বর দরবার শরিফ এলাকার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভাংঙ্গন প্রতিরোধ কার্যক্রম।



খুদবান্দি প্রকল্প, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।



ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্পের কাজ।



লনা জেলার দাকেপ উপজেলার পোল্ডার নং ৩১ এর শিবসা নদীর পাড়ের, ঝালবুনিয়ায় আম্পান এর আঘাতে লন্ডভন্ড বাঁধ মেরামতের কাজ।



মেঘাই স্পার-১, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।



শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা।

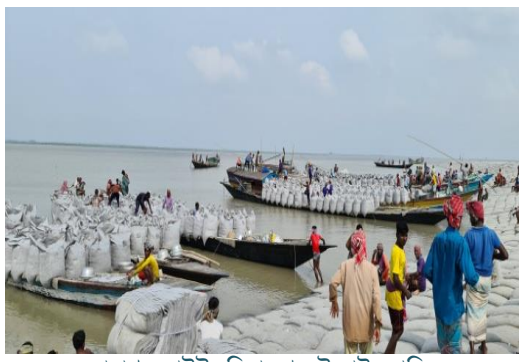

ম্যারাথন সাইট, সিরাজগঞ্জ টু মাইজবাড়ি।



পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

www.warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরনেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশনপ্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;

৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;

৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;

৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

৯. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিকও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

১০. পানি সম্পদ, সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি -কে পরামর্শ প্রদান;

১১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তেতা হালনাগাদকরণ;

১২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;

১৩. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপিএর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

১৪. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

১৫. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা।

১৬. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

১৭. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৮. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

১৯. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান;

২০. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;

২১. বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

২২. পানি আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

২৪. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ;

২৬. ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংখ্যা	শূন্য পদ
গ্রেড ১-৯ গ্রেড ১০	৪২ ২	৩৩ ২	১০
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৪২	০০
সর্বমোট:	৮৭	৭৭	১০

শূন্য পদগুলির মধ্যে ৫ টি ১-৯ম গ্রেড ভুক্ত কর্মচারী,যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া, পদোন্নতির জন্য ৫টি ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ সংরক্ষিত আছে।

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

জেলা পর্যায়ে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে চাহিদাকৃত ১০টি ক্যাটাগরিতে ৬৯৩ জন জনবলের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৬৩ জেলায় ৭টি ক্যাটাগরিতে ৪৪১ জন জনবলের পদ সৃজনের বিষয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করেছে। এছাড়া আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে অবশিষ্ট ৩টি ক্যাটাগরিতে ২৫২ জন জনবলের আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে। পরবর্তীতে, অর্থ মন্ত্রণালয় ০৭ টি বিভাগীয় শহরে ০৭ টি কার্যালয়ের জন্য ৫৬ টি পদ সৃজনের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। বর্তমানে, বিষয়টি প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্তসচিব কমিটিতে প্রক্রীয়াধীন রয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৯-২০ সালের উন্নয়ন ও রাজস্ববাজেট (লক্ষ্য টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	উৎস
Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process	৪০০.০০	জিওবি
পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ	৪০০.০০	জিওবি
বেতন ভাতাদি	৬১৪.২৯	জিওবি
অন্যান্য	৬১৯.৭১	জিওবি
উপমোট	১২৩৪.৫০	জিওবি
সর্বমোট	২০৩৪.৫০	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৯-২০২০ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন

শিল্প খাতে পানি ব্যবহার সংক্রান্ত "Industrial Water Use policy" এর খসড়া প্রনয়ন

শিল্পখাতে ক্রমবর্ধমান পানি ব্যবহারে পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো হ্রাস পাচ্ছে এবং শিল্পবর্জ্যের কারণে পানি দূষণ বাড়ছে। ফলে সার্বিক পানি নিরাপত্তায় ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নির্দিষ্ট অভীষ্ট-২ এ পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পানি নিরাপত্তা সমৃদ্ধ শিল্প প্রবৃদ্ধি, যা শিল্পখাতে পানির ব্যবহার পরিমিত করবে এবং শিল্পবর্জ্য জনিত পানি দূষণ হ্রাস করবে- সেজন্য নীতিগত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন জীবনধারণ, জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পানি দূষণ ও পানিবাহিত রোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ও যথাযথ মানের সুপেয় পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের সর্বাধিকার সুরক্ষিত করার সক্ষমতা। শিল্প পণ্যেও উৎপাদনের সকল পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ, দ্রবীভূতকরণ, ধোয়া, ঠান্ডা করা, পণ্য পরিবহন, পণ্যে পানি যুক্তকরণ, বা শিল্প কারখানায় পয়ঃনিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি-শিল্পখাতে পানি ব্যবহারের সংজ্ঞার আওতাভূক্ত। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিলক্ষ্য অর্জনে শিল্পায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়ারপো 'শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি' (Industrial Water Use Policy) প্রণয়ন করেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৯/০১/২০২০ তারিখে এ নীতির ইংরেজি খসড়াটি অনুমোদিত হয়েছে। আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা ও তৎপরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নীতিটির বাংলা ভাষান্তর করা হচ্ছে। শিল্পখাতে পানি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশভোগীর জন্য এ নীতি দিক-নির্দেশনামূলক হবে।

জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৭ অনুযায়ী জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ গাইডলাইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে।

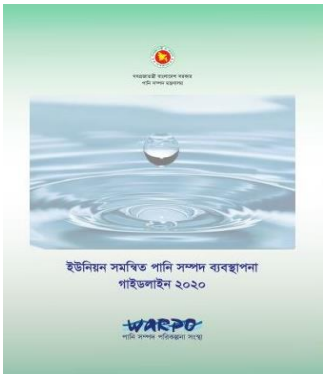

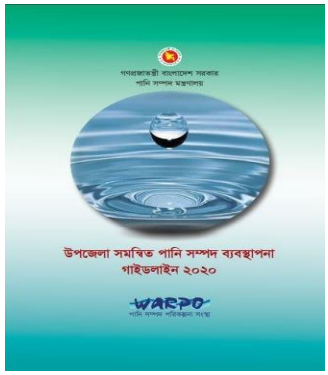

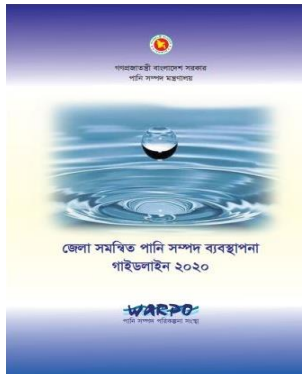

(ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ এবং (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০

'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি)

উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে জাতীয় 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' সংযুক্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট (ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ূ, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত) বিষয়ে অদ্যাবধি এনডব্লিউআরডিতে ৫৫৭ টি এবং আইসিআরডি-তে ৫৬৩ টি উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এই উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। এই উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণ এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় গুরত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কর্তৃক পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি- এর উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে মোট ০৬ (ছয়) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এতে মোট ৯১৬৪৩.০০ (একানব্বই হাজার ছয় শত তেতাল্লিশ) টাকা আয় হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ

এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কম্পিউটার ও তথ্য শাখায় ই-জিপি এর আওতায় ০১ (এক) টি ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি প্রক্রিয়াধীন আছে ।

ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসিএর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০২০ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ২৭৬ টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৯-২০২০, জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩৪ (ত্রিশ) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি। ২০১৯-২০অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক ছাড়কৃত প্রকল্প সমূহের তালিকানিম্নে দেওয়া হলো:

- নোয়াখালী জেলাধীন চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) এর আওতায় নলেরচর ও ক্যারিং চরে নির্মিত অবকাঠামো সমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন;
- গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন কামারজানি ইউনিয়নের গোঘাট এবং সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের খানাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্রহ্মপুত্রনদের ভাঙ্গন হতে রক্ষা;
- পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার লক্ষ্মিপুর ইউনিয়নের চত্রা বিল খননের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)- অর্জন;
- হবিগঞ্জ জেলার খোয়াই রিভার সিস্টেম উন্নয়ন;
- সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩, ৫ এবং ১৫ পুনর্বাসন;
- খুলনা জেলার পোল্ডার নং ৩৪/২- এর অংশ (আমিরপুর-ভান্ডারকোট-বালিয়াডাঙ্গা উপ-প্রকল্প), ৩০, ৩১ (অংশ) ও ৩১ এর পুনঃসংস্কার;
- সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৭/১, ৭/২এবংখুলনা জেলার পোল্ডারনং- ১৩-১৪/২, ১৪/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প;
- চটগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী ইউনিয়নের দিয়ারকূল মৌজায় কাজী ফামস কতৃক ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা;
- সুগন্ধা নদীর ভাংগন হতে ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা ও নলছিটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা রক্ষা;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এম ই) আধুনিকায়ন ও উন্নতিকরন;
- পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা;
- পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন পোল্ডারনং-৫৫/২জি এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলাধীন সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- Bangladesh-China Power Company (Pvt.) Ltd. (BCPCL) এর আওতাধীন Payra 1320 MW Thermal Power Plant (১ম ও ২য়) ফেইজ এর পরিচালনার জন্য পানির উৎস আব্দারমানিক নদী থেকে পানি উত্তোলন;

- সুনামগঞ্জ জেলার সদর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, তাহিরপুর, দক্ষিন সুনামগঞ্জ, দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলাধীন নদী তীর সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা;
- কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার ১টি উপজেলার বিভিন্ন নদী ভাংগন কবলিত স্থান রক্ষার্থে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, ওয়েভ প্রটেকশন ও নদী ড্রেজিং/খাল পূনঃখনন;
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অথায়ন;
- বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরকাউয়া ও চাদমারী এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা;
- ভোলা জেলার ভোলা সদর, দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ পুনর্বাসন প্রকল্প;
- চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের অবকাঠামোর পুর্নবাসন এবং নদী ভাংগন প্রতিরোধে ড্রেজিং সহ প্রতিরক্ষা কাজ;
- ৬৪ জেলার অভ্যন্তরসহ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পূনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়);
- খুলনা জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভৈরব-রূপসা ও হামকুড়া-গ্যাংরাইল নদী সিস্টেম পূনঃখনন/ড্রেজিংসহ বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত স্হানে তীর প্রতিরক্ষা;
- লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন বড়খেরী ও লুধুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ;
- মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরে বাচামারা বাজার এবং হরিরামপুর উপজেলাধীন পদ্মা নদীর বাম তীরে বাহাদুরপুর, রামকৃষ্ণপুর ও ধূলসরা এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করণ;
- নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সন্দীপ চ্যানেলের ভাঙ্গন হতে মুছাপুর ক্লোজার, রেগুলেটর এবং সংলগ্ন এলাকা রক্ষার জন্য মুছাপুর রেগুলেটরের ডাইভারশন চ্যানেল ও সন্দ্বীপ চ্যানেলের বামতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ;
- পঞ্চগড় জেলায় তালমা, চাওয়াই, করতোয়া, পাথরাজ ও ঘোড়ামারা নদীর বিভিন্ন স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ;
- শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীরে সুরেশ্বর দরবার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালী করণ;
- বরিশাল জেলার বগরখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ডাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষা;
- আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাধ, নদী-তীর ও খাল রক্ষাকল্পে সবুজায়ন;
- রাজবাড়ী জেলার পাংশা, কালুখালী, রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা;
- পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভাটিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টংগীবাড়ী উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্মৃতি বিজড়িত গোপালগঞ্জ হতে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্তনৌ-রুট পুনর্রুদ্ধার ও সৌন্দর্যবধন;
- বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলাধীন বাপাউবোর পোল্ডার নং-৪৩/১ এর অন্তর্গত আমতলী-সুবন্দী-চাওড়া এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরন;
- নেএকোণা জেলার পূবধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

২০১৯-২০ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

"Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। নীতি ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য এই সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় ৪৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা।

"পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় ৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্যেসমূহ হলো:

- বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়নে বিশেষ করে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ এবং ফোর্স-মোড (force mode) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র প্রদান।
- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর তথ্য প্রদান সহজ ও উন্নততর করা যা বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- প্রকল্পটি সামগ্রিক ও সমন্বিত ভাবে পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবে।

২৩ জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- QCBS পদ্ধতি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও পরামর্শক সেবার চুক্তি স্বাক্ষর: ২৬/০৯/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে;
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের প্রাথমিক খসড়া ওয়েব-পোর্টাল তৈরি হয়েছে;
- অনলাইন ডাটা ডিসেমিনেশন টুলস প্রণয়ন ও এনডব্লিউআরডি টুলস সমূহ হালনাগাদকরণ চলমান;
- ডাটা ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন এর খসড়া, প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে;
- ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি পত্রের ওয়েব পোর্টালের আবেদনের ছক চূড়ান্ত হয়েছে;
- ৩ টি ১০ দিনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে ১৯ মার্চ ২০২০ হতে ২১ এপ্রিল ২০২০ সময়কালের ২৫ (পঁচিশ) টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর স্থগিতাদেশ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে;
- যানবাহন ভাড়া সম্পন্ন (ই-জিপি: ওটিএম); এসি ক্রয়ের (আরএফকিউ) এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ক্রয়ের (ই-জিপি: ওটিএম) কাজ চলমান;
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Final Inception Report ও Draft Design Report, Draft Testing and Operational Plan Report, Draft Interim Report দাখিল করা হয়েছে। Draft Report সমূহ সংশ্লিষ্টদের নিকট মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;
- ১১/১২/২০১৯ তারিখে ইনসেপশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- পিআইসি-র ২টি সভা (০৬/১০/২০১৯ ও ১১/০৩/২০২০) এবং পিএসসি-র ২টি সভা (২১/১০/২০১৯ ও ০৪/০৬/২০২০) সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ও Swiss Agency for Development Cooperation (SDC) এর অর্থায়নে ৩ টি জেলা রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাপাই নবাবগঞ্জে "Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় মোট ১৫৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান আছে। Participatory Rural Appraisal (PRA) Hydrological investigation & Modelling এর মাধ্যমে ৩ টি জেলাতে মৌজা ভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির উৎস চিহ্নিতকরণ, খাতওয়ারী পানির চাহিদা নিরূপণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং পানির অবস্থা, প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততার ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের সাথে "Research on River bank erosion dynamics using Numerical Modeling and Deep learing Technique" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ২৭ জুলাই, ২০২০। এ প্রকল্পের আওতায় হাইড্রোডিনামিক এবং মরফোলজিক্যাল মডেল তৈরি করা হয়েছে। এই মডেলের মাধ্যমে নদীর পাড় ভাঙনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ অত্যান্তকরে Deep learing Techniques ব্যবহার করে Erosion Prediction Tool তৈরি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পলি ব্যবস্থাপনার কৌশল তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটএর সাথে "Research on Sediment Distribution and Management in South-West Region of Bangladesh" শীর্ষক একটি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পলি ব্যবস্হাপনা বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। ১৮ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বের, ২০২০ এ শেষ হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ডেল্টা মডেল (BDM) নামক একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের open boundary তে পানির স্তর এবং উত্তরাঞ্চলের open boundary তে পানির প্রবাহ ব্যবহার করে মডেলটি তৈরি করা হয়েছে। কুতুবদিয়া চ্যানেলের ৪টি পয়েন্টের সংগৃহীত প্রাথমিক পানি স্তরেরভিত্তিতে মডেলটির calibration এবং কুতুবদিয়া চ্যানেলের ৫০ কিমিঃ Upstream এর একটি পয়েন্টের সংগৃহীত সেকেন্ডারি পানির স্তরেরভিত্তিতে validation করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে মডেলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। এ গবেষণা প্রকল্পের একটি গুরত্বপূর্ন আউটপুট হচ্ছে পলি ব্যবস্থাপনার ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (IDM), খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) কর্তৃক "Research on Water Security Assessment in South-West Coastal Region of Bangladesh" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প

"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে সমগ্র দেশের ৫৪ টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, মৌজা ভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির উৎস চিহ্নিতকরণ, খাতওয়ারী পানির চাহিদা নিরূপণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং পানির অবস্থা, প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততার ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হবে।

"ওয়ারপো ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িতহলে ওয়ারপো ভবনের ১০ তলা সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িতহলে ওয়ারপোর বর্ধিত জনবলের অফিস কক্ষ বরাদ্দ করা সম্ভব হবে।

বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রমসমূহ

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম

বর্তমানে SDG ৬.৪.১ এবং SDG ৬.৪.২ এর লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য ওয়ারপো কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ Proposal for Study Project (PSP) হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া,ওয়ারপোতে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে সংশিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২৩ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (১.প্রস্তাবিত প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান। ২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম) ওয়ারপো শতকরা আশিভাগভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানিসম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।পানিকেন্দ্রিক উক্ত মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৫০ ও ১০০ বছরের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থনীতির দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের কৌশল প্রণয়নের যে নতুন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থাপিত হয়েছে, ওয়ারপো প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রনয়নে তা অনুসরণ করা হচ্ছে। জিইডি এবং ওয়ারপো ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প পরিকল্পনায় উভয়েই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ বর্নিত কৌশলগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এর investment Plan এ বর্নিত ওয়ারপো সংশিষ্ট প্রকল্পগুলো বাছাইপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ের প্রস্তাব বর্তমানে চলমান রয়েছে।

Glossary of Water and Water-Related Terms শীর্ষক বই প্রণয়ন

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Integrated Water Resource Management- IWRM), Water Justice, Water Governance, পানি নিরাপত্তা (Water Security), পানি কূটনীতি (Water Diplomacy), পরিবেশের জন্য পানি প্রবাহ (Environmental Flow), পানি ব্যবহারের দক্ষতা (Water Use Efficiency), Water Stress, Water Scarcity, Industrial Water Use, Water Balance Model - এ রকম বহু শব্দ পানি সম্পদ খাতের বিভিন্ন Academic discipline-এ বিভিন্নভাবে interpret করা হয়। এ সকল শব্দ বা ধারণার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা ও ব্যাখা এবং হালনাগাদ তথ্যাদিসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত সকল পর্যায়ের পেশাজীবি ও শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) প্রণয়ন করেছে Glossary of Water and Water-Related Terms। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক বিগত ২৫ জুন, ২০২০ তারিখে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

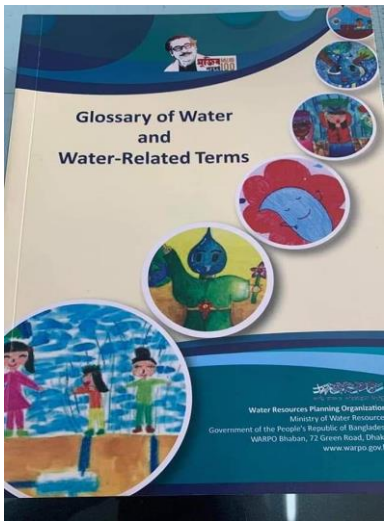



Glossary of Water and Water-Related Terms এর মোড়ক উন্মোচন

বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের বাৎসরিক বিবরণী (জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ মেয়াদে)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Fifteenth Training Course on "Oceanography: Principles and Applications"	২৩ ফেব্রুয়ারি- ১৩ জুলাই, ২০১৯	NOAMI, Hatirpool	০১
২	Capacity Building Program On "System Thinking and Stakeholder Engagement"	১৫-১৬ জুলাই, ২০১৯	WARPO& UNESCAP	১৪
৩	Consultation Workshop on Technology Transfer	২০ আগস্ট, ২০১৯	AHYDTECH Water Resources (BD) Ltd	২৫
৪	"Capacity Building of Environmental Statistics in Bangladesh"	২৭ আগস্ট - ২৯ আগস্ট, ২০১৯	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭	০১
৫	কর্মচারীদের নির্ধারিত কাজের দায়িত্ব নির্ধারণ, কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, উত্তম চর্চা, দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২
৬	Training on SRH-2D model under project titled, "Research on River Bank Erosion Dynamics Using NumericalModeling and Deep Learning Techniques"	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ও ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	DWRE, BUET & WARPO	২০
৭	Microsoft Project (3rd Batch)	২২ - ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
৮	Training on Future Planning Tools for Project Planning and Management	২৯ - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩০
৯	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন, নথি ব্যবস্থাপনা, ই-নথির ব্যবহার, ওয়ারপো'র প্রবিধানমালা, পোশক-পরিচ্ছদ বিষয় নির্দেশনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	১৭ অক্টোবর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২
১০	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১৭ অক্টোবর- ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৩
১১	Training on Time Series Data Collection, Monitoring and Processing	২২ অক্টোবর -০৪ নভেম্বর, ২০১৯	CEGIS	০৮
১২	Using Underground Models to make water management decisions	১৭-২০ নভেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	০১
১৩	'বাংলাদেশে শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি' (খসড়া) পর্যালোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য কর্মশালা	২৪ নভেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৭০
১৪	Training on Data Quality (Time Series and Spatial-Data Processing, Checking AndPreparation for any Project works) for WARPO Officials	২৫ নভেম্বর ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	CEGIS	১০

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৫	ডাক ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ব্যবহার, সভা সেমিনার আয়োজনে ভূমিকা, কর্মক্ষেত্রে উত্তম চর্চা, দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আলোচনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ নভেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২
১৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস) সফটওয়্যার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	০৬-০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	WARPO	২৪
১৭	Capacity building training on climate change adaptation in the water sector	০৮ -১২ ডিসেম্বর, ২০১৯	CEGIS	০১
১৮	Negotiation Skills and English Proficiency Training Course(1st Batch)	০৮ -২২ ডিসেম্বর, ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১
১৯	Inception Workshop on "Study on Online Processing and Tracking of Water Resources Project Clearance and No Objection Certificates for Groundwater Abstraction"	১১ ডিসেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৭৮
২০	সুশাসন, ন্যায় বিচার ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা ও নেতৃত্ববোধ, কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত উপস্থিতি, দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২
২১	Training on Delft-3D model under project titled, "Research on Sediment Distribution andManagement in South-West Region of Bangladesh"	১৭ - ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	IWFM, BUET & WARPO	২০
২২	Workshop: Hydro Synomillia: Thinking of Water, Together (Basin Water Allocation, Environmental Flow Guideline, Water-wise urban development)	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	২৯
২৩	Training on Groundwater Sustainability	৩০-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩০
২৪	User Training on ADP/RADP Management System (AMS)	২ জানুয়ারি, ২০২০	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	০২
২৫	Training on ArcGIS andRemote Sensing for WARPO Officials	৫ -১৬ জানুয়ারি, ২০২০	CEGIS	২৯
২৬	QGIS training under project titled, "Research on River Bank ErosionDynamics Using Numerical Modeling and Deep Learning Techniques"	১৪ জানুয়ারি, ২০২০	DWRE, BUET& WARPO	২০
২৭	Inception Workshop on "Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision Making Process"	১৬ জানুয়ারি, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৮৫
২৮	বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ ও বানান, এপিএ এর সান্মাষিক অর্জন, সিটিজেন, চার্টার, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবারপত্র, যন্ত্রপানি ব্যবহার ও	২৬ জানুয়ারি, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	নিরাপত্তা গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ			
২৯	১২৮তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)	২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১
৩০	ই-নথি বিষয়ক ০২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ	০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ হতে ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০২
৩১	নারী ও শিশু উন্নয়ন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত উপস্থিতি, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২
৩২	Training on Water Governance	১১-১২ মার্চ, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩০
৩৩	Workshop on "Blue Economy: Data Driven Integrated Management of Water Resources and Waste"	১৫ মার্চ, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৫৩
৩৪	Training on Environmental Flow	২৯-৩০ জুন, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩০
৩৫	কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে করণীয়, সিটিজেন চার্টার, ওয়ারপো'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন নীতিমালার হালনাগাদ বিবরণী, ওয়ারপো বিধিমালা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ জুন, ২০২০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৪২

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	ট্রেনিং/কর্মশালা/ কনফারেন্স/সেমিনার/মিটিং এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম এবং সংগঠন সংস্থা
১	মোঃ মাহমুদুল হাসান মহাপরিচালক	Staff development Training of IWRM Project	১৬-২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯	ভারত ; Swiss Red Cross & DASCOH
২	মোঃ রেজাউল করিম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Staff development Training of IWRM Project	১৬-২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯	ভারত ; Swiss Red Cross & DASCOH
৩	ফাহমিদা আক্তার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	"The Project for Establishment of National SpatialData Infrastructure (NSDI) for Bangladesh"	১৮ জানুয়ারি হতে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	জাপান
৪	মোঃ ইকরাম উল্লাহ্ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Study tour under project titled,"Study on developing operational shadow prices for water to support informed policy and investment decision making processes"	২০ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ব্রাজিল; Ministry of Water Resources

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	ট্রেনিং/কর্মশালা/ কনফারেন্স/সেমিনার/মিটিং এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম এবং সংগঠন সংস্থা
৫	মোহাম্মদ আলমগীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Study tour under project titled,"Study on developing operational shadow prices for water to support informed policy and investment decision making processes"	২০ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ব্রাজিল; Ministry of Water Resources
৬	মোঃ জামাল হায়দার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Study tour under project titled,"Study on developing operational shadow prices for water to support informed policy and investment decision making processes"	২০ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ব্রাজিল; Ministry of Water Resources
৭	এরশাদ শেখ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Study tour under project titled,"Study on developing operational shadow prices for water to support informed policy and investment decision making processes"	২০ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ব্রাজিল; Ministry of Water Resources

মোট কোর্স: ০৩ টি, অংশগ্রহনকারী: ০৭ জন।

২০১৯ - ২০২০ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ আরিফ আবেদিন চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত Hohai University, China তে চলমান মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মায়মুনা কাজী জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় আগষ্ট ১৫, ২০১৯ হতে এপ্রিল ১৫, ২০২৩ পর্যন্ত জাপানের University of Tokyo তে চলমান PhD প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন।

ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ন তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। ১. হার্ড কপি ২. ডিজিটাল কপি ৩. তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ ৪.সহায়ক রিডিং স্পেস ৫. জার্নাল ৬. ফটোকপি ৭. হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশান সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপো"র " ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রুপান্তর এর মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৯- ২০২০ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৮৭টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং RAJUK, Stamford, University, ADB, IWM, BWDB, UAP, CEGIS, BADC, LGED, DU, NRCC এর প্রতিনিধি সহ ১৮জনবিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগন প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

বিগত ২০১৯- ২০২০ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, নিউজলেটার ও জার্নাল সমূহঃ

১. Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective, Planning Commission, March 2018.

২. Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2018, Planning Commission, December 2018.

৩. SDG Needs Assessment and Financing Strategy: Bangladesh Perspective, Planning Commission, June 2017.

৪. Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation Review (July 4-6, 2018), Planning Commission, November 2018.

৫. Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective, Planning Commission, January 2017.

৬. A Handbook Mapping of Ministries by Targets in the Implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20), September 2016.

৭. Indicators of Sustainable Development Goals.

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ, পরিকল্পনা কমিশন, ডিসেম্বর ২০১৭.

৯. Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017, eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world, Planning Commission, June 2017.

১০. Annual Drug Report Bangladesh 2018, Department of Narcotics Control.

১১. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৯, দেশকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর.

১২. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of Khowai River System in Habiganj District, BWDB, June 2019.

১৩. Development Project Proforma/Proposal (DPP) Protection of Goghat at Kamarjani Union under GaibandhaSadar Upazila, Khanabari at Sreepur Union under Sundargonj Upazila & Adjacent Area from Erosion of Brahmaputra River in Gaibandha District, BWDB, October 2018, Recast June 2019.

১৪. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of Protection Project at MoulvibazarSadar, Rajnagor&Kulaura Upazila from erosion of Manu River, BWDB, March 2019.

১৫. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of River Bank Protection Work to Protect the Infrastructures Constructing at Noler Char & Caring Char under Char Development & Settlement Project-IV (CDSP-IV) in Noakhali District from the erosion of Meghna River, BWDB, January 2019, Refined May 2019.

১৬. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of Karatoya River Improvement Project, BWDB, March 2017, Recast August 2018.

১৭. Development Project Proforma/Proposal (DPP) Rehabilitation of Polder No. 3, 5 and 15 in Satkhira District, BWDB, June 2019.

১৮. Development Project Proforma/Proposal (DPP) Rehabilitation of Polder No. 34/2-Part (Amirpur-Bhandarkot-Baliadanga sub-project) 30, 31 (part) & Polder No. 31 in Khulna District, BWDB, June 2019.

১৯. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮, ২০১৯.

২০. Mathematical Model Study for Integrated Development and Sustainable Management Plan of Lower Meghna River AlongBhola Island, Interim report, IWM, September 2019.

২১. Mathematical Model Study for Integrated Development and Sustainable Management Plan of Tentulia River, Interim report, IWM, September 2019.

২২. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Monthly Progress Report, BWDB, September 2019.

২৩. বিকশিত শিশুঃসমৃদ্ধ বাংলাদেশ, শিশু বাজেট ২০১৯-২০, অর্থমন্ত্রণালয়, জুন ২০১৯.

২৪. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, বাৎসরিক বাজেট ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়.

২৫. Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 1-Strategy, Planning Commission, October 2018.

২৬. বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, বাৎসরিক বাজেট ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়.

২৭. ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা হালচিত্র ২০১৯, অর্থমন্ত্রণালয়, জুন ২০১৯.

২৮. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১৯.

২৯. সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি, বাৎসরিক বাজেট ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়.

৩০. মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবী সমূহ (পরিচালন ও উন্নয়ন) বাৎসরিক বাজেট ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়.

৩১. বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন) বাৎসরিক বাজেট ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়.

৩২. মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো, ২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়.

৩৩. রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট সংক্ষিপ্তসার, অর্থ মন্ত্রণালয়.

৩৪. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Monthly Progress Report, BWDB, October & November 2018, May & June 2019.

৩৫. Hydro Diplomacy: sharing water across borders, Ganesh Pangare, 2014.

৩৬. Technical Feasibility Study of Embankment-cum-road and Water Management Systems for Economic Zone-4 at Sonadia-Ghotibhanga Islands, Cox's Bazar, Interim Report, IWM, December 2018.

৩৭. Feasibility Study for Flood Control, Drainage and Irrigation System at Gowainghat in Sylhet District, Interim Report, BUET, December 2018.

৩৮. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Monthly Progress Report, BWDB, December 2018, January 2019, & September 2019, BWDB, October 2019.

৩৯. Watershed empowering citizens, WASH and IWRM: Experience of Bangladesh, DORP, 2019.

৪০. Climate Tribune, vol. 3, issue 12, Dhaka Tribune, December 2019.

৪১. Annual Report, serial no. 46/18-19, RRI, July 2018-June 2019.

৪২. বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা ইত্যাদির বাংলা নাম, ২০১৯, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০১৯.

৪৩. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (এই আইন ও বিধিমালা জানুয়ারি ২০১৯ সন পর্যন্ত সংশোধিত) বিজিপ্রেস, জানুয়ারি ২০১৯.

৪৪. গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধনী ২০১৮), এপ্রিল ২০১৬.

৪৫. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Monthly Progress Report, January 2020, BWDB, February 2020.

৪৬. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Annual & Quarterly Progress Report, (October-December) 2019, BWDB, January 2020.

৪৭. Integrated Assessment for the Bangladesh Delta Plan 2100: Analysis of selected interventions, BUET, 2019.

৪৮. Industrial Water Use Policy (Draft), WARPO.

৪৯. Glossary of Water and Water-Related Terms, WARPO, 2020.

৫০. জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, ওয়ারপো.

৫১. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, ওয়ারপো.

৫২. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, ওয়ারপো.

ওয়ারপোতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্হাপন করা হয়েছে। বিগত ১৫/০৩/২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার বঙ্গবন্ধু কর্নার এর উদ্বোধন করেন। এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মাহমুদুল ইসলাম ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব বদরুন নাহার সহ ওয়ারপোর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।





বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন: ১৫/০৩/২০২০

বঙ্গবন্ধু কর্নারে রক্ষিত বইয়ের তালিকা:

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১ ও ২) (ড: রতন লাল চক্রবর্তী);

২. বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবন (অনিন্দ শুভ্র);

৩. মুজিব মানেই মুক্তি (সুজাত মনসুর);

৪. অসমাপ্ত আত্মজীবনী (শেখ মুজিবর রহমান);

৫. ছোটদের বঙ্গবন্ধু (ভুইয়া মুহাম্মদ)

৬. জনক তুমি বাংলাদেশ (ইসহাক কাজল);

৭. লাহোর টু গোপালগঞ্জ (আহমেদ রিয়াজ);

৮. বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ-ব (সুজাত মনসুর);

৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (শেখ মুহম্মদ ইব্রাহিম);

১০. স্বাধীনতার মহানায়ক (এম আর এ তাহা);

১১. মার্চ থেকে ডিসেম্বর (গোলাম কবির);

১২. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ (খাবীরুজ্জামান)

১৩. বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা (মোতাহার হোসেন);

১৪. একজন মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে (আনোয়ারুল আলম);

১৫. বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১ (সাখাওয়াত হোসেন);
১৬. মুক্তিযুদ্ধ কিছু কথা কিছু স্মৃতি (সামাদ সিকদার);
১৭. একাত্তরের বদ্ধভূমি (মো: জয়নাল আবেদিন);
১৮. একাত্তরের কালবেলায় (শহীদ আখন্দ);
১৯. মুক্তিযুদ্ধেও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি (জয়নাল আবেদীন);
২০. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (খাবীরুজ্জামান);
২১. বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (এম আনোয়ারা)
২২. বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন (ড: আনু মাহমুদ)
২৩. কারাগারের রোজনামচা (শেখ মুজিবর রহমান);
২৪. মুক্তিযুদ্ধেও ১০ নাটক (কুমার প্রীতীশ);
২৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (মোদাচ্ছের হোসেন);
২৬. মাদার অফ হিউম্যানিটি শেখ হাসিনা (এম আনোয়ারা);
২৭. মুক্তিযুদ্ধ একান্তর যাপিত জীবন (বাছেত খান);
২৮. আমার দেখা নয়া চীন (শেখ মুজিবর রহমান);
২৯. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর হমান (এম আনোয়ারা);
৩০. স্বাধীনতার চার দশক (শামসুজ্জামান শামস);
৩১. হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী (শহীদুল হক খান);
৩২. একুশের কিশোর গল্প (শামসুজ্জামান শামস);
৩৩. বাঙ্গালীর হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু (শামসুজ্জামান শামস);
৩৪. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক মার্চের ভাষন (হাবিবুর রহমান খান);
৩৫. ছোটদের বঙ্গবন্ধু (হাবিবুর রহমান খান);
৩৬. বঙ্গবন্ধু হত্যার ফাসির রায় জেগে ওঠো বাংলাদেশ (শহিদুল হক খান);
৩৭. গেরিলা নারী (হাবিবুর রহমান খান);
৩৮. মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্য ও গ্রন্থপঞ্জি (সাহিদা বেগম);
৩৯. ভাষার জন্য ভালোবাসা (শহিদুল হক খান);
৪০. অশ্রুঝরা রক্তাক্ত ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ (হাবিবুর রহমান খান);
৪১. মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প (শামসুজ্জামান শামস);
৪২. বায়ান্ন থেকে একাত্তর (শামসুজ্জামান শামস);
৪৩. বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংগ্রাম ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন (মো: আজিজ খান);
৪৪. মুক্তিযুদ্ধের সমাজতত্ব (শাহেদ মন্তাজ);
৪৫. মুজিব ট্রাজেডি (মোঃ মনজুরুল হক);
৪৬. একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালীর অহংকার (মাহমুদুল হক জাহাঙ্গীর);
৪৭. বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন (জুলফিকার নিউটন মেনন);
৪৮. ঐতিহাসিক মুজিব নগর সরকার ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রাম (মো: আনোয়ার খান);
৪৯. বাঙ্গালির অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মো: আনোয়ার খান) ;
৫০. বিশ্ব নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মো: আজিজ খান);
৫১. মানবতার জননী শেখ হাসিনা (জাহিদুল কবির চৌধুরী);
৫২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (এনায়েত রসুল);

৫৩. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (এস এম আনোয়ার);
৫৪. শ্রেষ্ট বাঙ্গালী (কালাম ফয়েজী);
৫৫. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট (শেখ হাফিজুর রহমান);
৫৬. বঙ্গবন্ধু এবং শেখ পরিবারের ইতিহাস (খালেক বিন জয়েনউদ্দিন);
৫৭. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (আসলাম সানী);
৫৮. জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খালেক বিন জয়েনউদ্দিন);
৫৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ট গল্প (মোহাম্মদ জিল-ুর রহমান);
৬০. একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা (বাছেত খান);
৬১. জয় বঙ্গবন্ধু জয়তু শেখ হাসিনা (আনিস আহামেদ);
৬২. হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান (মো: জিল-ুর রহমান);
৬৩. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া কবিতা (খালেক বিন জয়েন উদ্দিন);
৬৪. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন রাষ্ট্রতত্ব ও বাঙ্গালীর স্বশাসন (ড: আব্দুল ওয়াহাব);
৬৫. হায় বঙ্গবন্ধু এ-কি করলাম (অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম);
৬৬. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (গাজীউল হক);
৬৭. মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস (আবু সাইদ কামাল);
৬৮. মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প (আবু সাইদ কামাল)
৬৯. মুক্তিযুদ্ধের গল্প (মহীবুল আজিজ);
৭০. সার্বভৌমত্ব শেখ মুজিব (ফজলুল হক সরকার);
৭১. কেমন করে স্বাধীন হলাম (আলম তালুকদার);
৭২. মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প (সারওয়ার উল আলম);
৭৩. কালোঘোড়া (ইমদাদুল হক মিলন);
৭৪. জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু (মোস্তাক হোসেন);
৭৫. ছোটদের বঙ্গবন্ধু (খায়রূল আলম মনির);
৭৬. বাঙ্গালীর হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু (খায়রূল আলম মনির);
৭৭. আমাদের জাতীর পিতা (খায়রূল আলম মনির);
৭৮. রক্তাক্ত ১৫ই আগষ্ট (খায়রূল আলম মনির);
৭৯. চিরঞ্জীব শেখ মুজিব (খায়রূল আলম মনির);
৮০. বঙ্গবন্ধু মননে সৃজনে (ড: বাকী বিল-াহ বিকুল);
৮১. বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালরি স্বপ্ন (নূহ উল আলম লেলিন);
৮২. স্বাধীনতার অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মহসীন চৌধুরী);
৮৩. বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু (মহসীন চৌধুরী);
৮৪. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (খায়রূল আলম মনির);
৮৫. কিশোরদের বঙ্গবন্ধু (মহসীন চৌধুরী);
৮৬. যেভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ পেলাম (এ. কে. এম. মোজাম্মেল হক);
৮৭. মুক্তিযুদ্ধের গল্প (ফারুক আহমেদ মেহেদী);
৮৮. বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব (শামিম আরা স্মৃতি);
৮৯. মুক্তিযুদ্ধের সেরা গল্প (হুমায়ুন কবির ঢালী);
৯০. নির্বাচিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প (মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম);

৯১. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের গল্প (মফিদা আকবর);
৯২. বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও ভাষন সংকলন (মনোয়ার হোসেন চৌধুরী);
৯৩. ইতিহাসের পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (মফিদা আকবর)
৯৪. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম (গোলাম কাদের);
৯৫. বাংলার অমৃত সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী);
৯৬. রক্ত যখন দিয়েছি (মমতাজ উদদীন আহমদ);
৯৭. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন (নূহ-উল-আলম লেনিন);
৯৮. প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধু প্রসংগ বাংলাদেশ (মমতাজ উদদীন আহমদ);
৯৯. বাঙ্গালী ও বঙ্গবন্ধু (মোনায়েম সরকার);
১০০. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা (জাফরুল আহসান);
১০১. মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প (মফিদা আকবর);
১০২. সোনার ছেলের সোনার দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ (সিদ্দিক হোসেন চৌধুরী);
১০৩. ৬ দফা বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা (গোলাম কাদের);
১০৪. যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা (কম্যান্ডো মোঃ খলিরুর রহমান);
১০৫. স্বাধীনতার মহানায়ক (এম আর এ তাহা);
১০৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম);
১০৭. বত্রিশ অথবা বাঙ্গালীর ঠিকানা (সুজাত মনসুর);

উত্তম চর্চা

ওয়ারপোতে অনুশীলনকৃত উত্তম চর্চা সমূহের শিরোনাম:

- বয়োজেষ্ঠ / প্রতিবন্ধীবান্ধব সিঁড়ি
- বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ
- Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
- সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ
- পরিবেশবান্ধব অফিস কক্ষ
- ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র
- মহিলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক ওয়াশরুম
- হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)
- আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

শিরোনাম: বয়োজ্যেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধী বান্ধব শিরোনাম

বয়োজ্যেষ্ঠ বা সিনিয়র সিটিজেন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বয়োজ্যেষ্ঠ/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহজে ওয়ারপো ভবনে প্রবেশের জন্য ওয়ারপোর দাপ্তরিক ভবনের প্রধান প্রবেশ দ্বারে সাধারণ সিঁড়ির পাশাপাশি বয়স্ক/প্রতিবন্ধী সহায়ক বিশেষ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে ওয়ারপো ভবনে প্রতিবন্ধী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যের সহযোগীতা ছাড়া সহজ প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



বয়স্ক/প্রতিবন্ধী সহায়ক বিশেষ র‍্যাম্প

শরোনাম: বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অন্যতম অনুসঙ্গ যথাসময়ে অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ত্যাগ। ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনায়নপূর্বক সুস্থ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো ভবনের নিচ তলায় প্রধান প্রবেশদ্বারে Biometric Fingerprint Machine স্থাপন এর মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ ও দাপ্তরিক কাজ শেষে ভবন ত্যাগ করার পূর্বে Fingerprint machine এ এ্যান্ট্রি করেন। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করা সহজতর হয়েছে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



বায়োমেট্রিক **Fingerprint** মেশিন

শিরোনাম: Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য দেশের একমাত্র Apex Planning Organization হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণপ্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দেশের পানি সেক্টরের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি)। এছাড়াও রয়েছে পরিকল্পনার কাজে

ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও ইন্সট্রুমেন্ট এবং অফিসে ব্যবহৃত মুল্যবান উপকরণাদি। অফিসভবন এবং এর আনুসঙ্গিক নিরাপত্তা জোরদারকরণের অংশ হিসাবে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ওয়ারপো ভবনের প্রবেশ পথে এবং প্রত্যেক লেবেলের গুরুত্বপূর্ণস্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক Close Circuit Camera স্থাপন করা আছে। এতে করে ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে যাতে করে যদি কোন অবৈধ কার্যক্রম, চুরিডাকাতি হলে অপরাধী শনাক্তকরনের কাজ সহজতর হবে, সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



Close Circuit Camera

<u>শিরোনাম: সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ</u>

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিরসণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সর্বোচ্চ ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী যেমন "সোলার প্যানেল" স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দেওয়া। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কার্যক্রম (ই-নথি ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-মেইল, ইত্যাদি) বিদ্যুতের ওপর দারুনভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অফিস কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্বারা ফ্যান, লাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি চলে। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কাজের জন্য যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন তার একটি অংশের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ওয়ারপো ভবনে উপযুক্ত স্থানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। Solar Panel এর মাধ্যমে ওয়ারপো থেকে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তা ওয়ারপো ভবনে ব্যবহার এর পাশাপাশি সরাসরি National Grid এ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ এর বিকল্প হিসাবে গ্রীণ এনার্জি তথা সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



সোলার প্যানেল

শিরোনাম: পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস কক্ষ

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বপোরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



পরিবেশবান্ধব অফিস ভবন

শিরোনাম: ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

ওয়ারপোর একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহার যোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরি দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

শিরোনাম: মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

ওয়ারপোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাইভেসি ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সুন্দরভাবে দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন করতে পারে।

শিরোনাম: হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণদায়িত্ব। "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" এবং "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে । মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্তভান্ডার ভূ-পরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এযাবৎ এনডব্লিউআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্ত (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষন করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

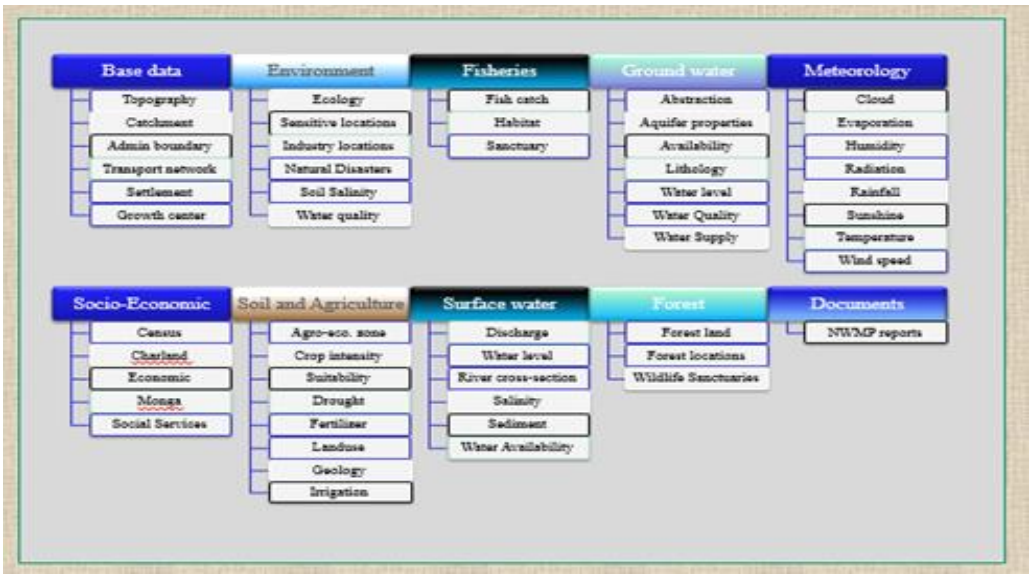

জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস

শিরোনাম: আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি সাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহায্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সমপাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

উপসংহার

দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো তার সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় পানি ব্যবস্হাপনা পরিকল্পনা (২০০১), বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮; জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০ ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে পানি খাতে সমন্নয়, শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে পানির বিকেন্দ্রীকরণ সহ পানির প্রাপ্যতা, চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষে ওয়ারপোর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে।



River Research Institute

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.rri.gov.bd

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই)

পরিচিতি

নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ।এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ।অসংখ্য বিনুনি শাখা - প্রশাখাসহ পদ্মা, ব্রম্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা -এ ৩টি প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ । উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। নদী ভাঙ্গন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।এমতাবস্থায়, ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এ রূপান্তর করে এবং ১৯৭৮ সালে বাপাউবোর অধীনে ন্যস্ত করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউটএর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা - বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাপাউবোর অধীনে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউটএর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০সালে ৫৩ নং আইন বলে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রন হতে আলাদা করে ১৯৯১ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

১. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

২. পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৩. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;

৪. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

৫. উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং

৭. উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনষ্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	সদস্য
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটউট	সদস্য-সচিব

নগই'র প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট-এর সকল কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর
২. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
৩. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিজ্ঞানীদের সুযোগ দেয়া হয়। এ বৎসর একজন বিজ্ঞানী ডুয়েটে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছেন। প্রতি বছর নগই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/কনফারেন্স/প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ইনষ্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জনএবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ১৯৫ জন।

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	সরকারি অনুদান	১৪৬৫.৩০	সংস্থাপনঃ ○ কর্মকর্তাদের বেতন ○ কর্মচারীদের বেতন ○ ভাতাদি ○ পণ্য ও সেবা ব্যবহার ○ মূলধন ব্যয় ○ অব্যয়িত অর্থ	 ২৩৮.১৪ ৩৪৪.১৫ ৫৪০.২৭ ২৮১.৮৭ ২৪.২২ ৩৬.৬৫
২	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	৬৬.১৭	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	৪৭.৯৩
৩	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	১৯.০০	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা	১০.৯১
৪	অন্যান্য	৩৮.২১	উদ্বৃত্ত	৬৪.৫৪
মোট		১৫৮৮.৬৮	মোট	১৫৮৮.৬৮

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২) প্রকল্প

নগই, ফরিদপুর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২) প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত (১ম সংশোধন) প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৬৬.৮১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

- নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ল্যাবরোটরীসমূহের আধুনিকায়ন;
- পুরাতন অকেজো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- হাইড্রলিক্স রিসার্চ সুবিধা উন্নয়ন এবং
- নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

উক্ত প্রকল্পের ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ ৩৯ টি তন্মধ্যে ২৭ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সবকয়টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হবে। এখন পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজগুলো হতে Wave Generator, Tide Generator, Portable type BOD and COD analyzer, Microwave digester for Atomic Absorption Spectrometer (AAS), Hydraulic rotary drilling rig, CHNS analyzer, GPS with RTK, Total station, Menard pressure meter, Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP, Ultrasonic Water Level Sensor, Soil Triaxial testing apparatus, Concrete Crushing Machine, Total Organic Carbon analyzer, Thermal and Soil Resistivity meter etc. ক্রয় করা হয়েছে এবং Construction of Water Treatment Plant and Construction of Shed for installing new machines etc. কাজগুলো চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ০২টি টিমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাগণ Pre Shipment Inspection এর নিমিত্তে UK এবং Singapore ভ্রমণ করেন। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের অধীনে নিম্নবর্ণিত in-HouseTraining অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

- Application of GIS and Remote sensing in Water Resources Engineering.
- Training on River Basin modeling.
- Hydraulic Modeling using Arc GIS package.
- Training courses on Geo SWMM model.
- Physical and Modeling aspects of all the processes in the hydrological cycle.
- Training on PPR particularly on Goods.
- An Overview of Development Project Proposal & Public Procurement Rules (PPR).

- Hydraulic Modeling using HEC-RAS.
- Fundamentals of Physical Modelling of River and Coastal Hydraulics.
- Training on Etiquette and manner.

নগই'র সুবিধাদি

১) **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার × ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার × ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওয়ার্কে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

২) **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার × ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম সহ ফ্লুম বেড রয়েছে।

৩) **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্রো এন্ড জিও - কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা - নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

৪) রেস্ট হাউস ঃ নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেষ্ট হাউস রয়েছে।

৫) অডিটোরিয়াম/কনফারেন্স ঃ নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

৬) জেনারেটর ঃ নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুটি পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে এগুলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

৭) লাইব্রেরীঃ নগইতে সুবিশাল একটি আধুনিক লাইব্রেরী রয়েছে, যেখানে দেশী বিদেশী ষোল সহস্রাধিক বই, জার্নাল ও সাময়িকী রয়েছে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইহা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN1606-9277। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে এই জার্নালের ভলিউম ১৪, নং-০১ (২০১৮) প্রকাশিত হয়; এতে নগই ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের প্রণীত ১০ (দশ) টি গবেষনা পত্র স্থান পায়। এছাড়া নগই এর বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর প্রতি বৎসর Annual Report প্রকাশিত হয়।

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১) **রিভার এন্ড কোষ্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদীভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী পুনরুদ্ধার, নদীর পলল ব্যবস্থাপনা, নদী খনন ও নদীর মোহনা ও উপকূলীয় সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে বিদ্যমান ভৌত মডেল পরিচালন সুবিধাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কোষ্টাল এলাকার ভৌত মডেল পরিচালনের জন্য 2D ও 3D ওয়েভ মেকার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মধ্যে স্থাপন করা হবে।

২) **হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমেবিভিন্ন হাইড্রলিক অবকাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, বাঁধ, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণসহ নকশা প্রণয়ন কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

৩) **ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ** এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে। নগই ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেদেশের বিভিন্ন ছোট বড় এবং টাইডাল ও নন টাইডাল নদীতে সেতু ও ব্যারেজ নির্মান এবং হাওর অঞ্চলে সড়ক নির্মান প্রকল্পের Hydro-morphological study সম্পাদন করেছে।

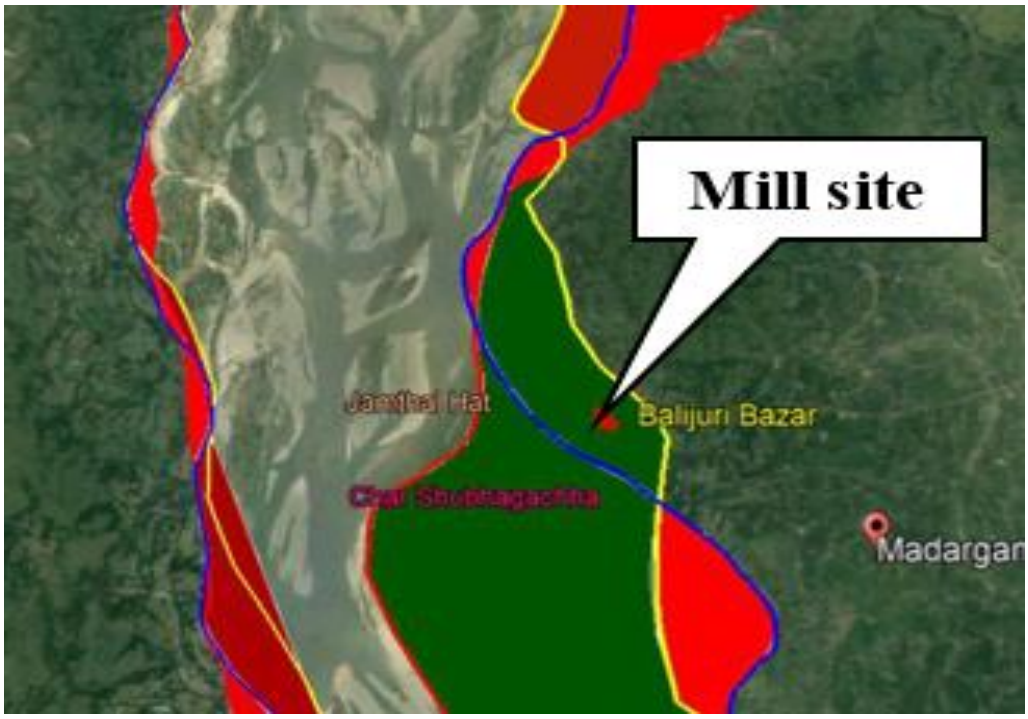

Position of the Sheik Hasina Jute Textile Mill site with respect to Jamuna left bank line of 1984, 1996 and 2016

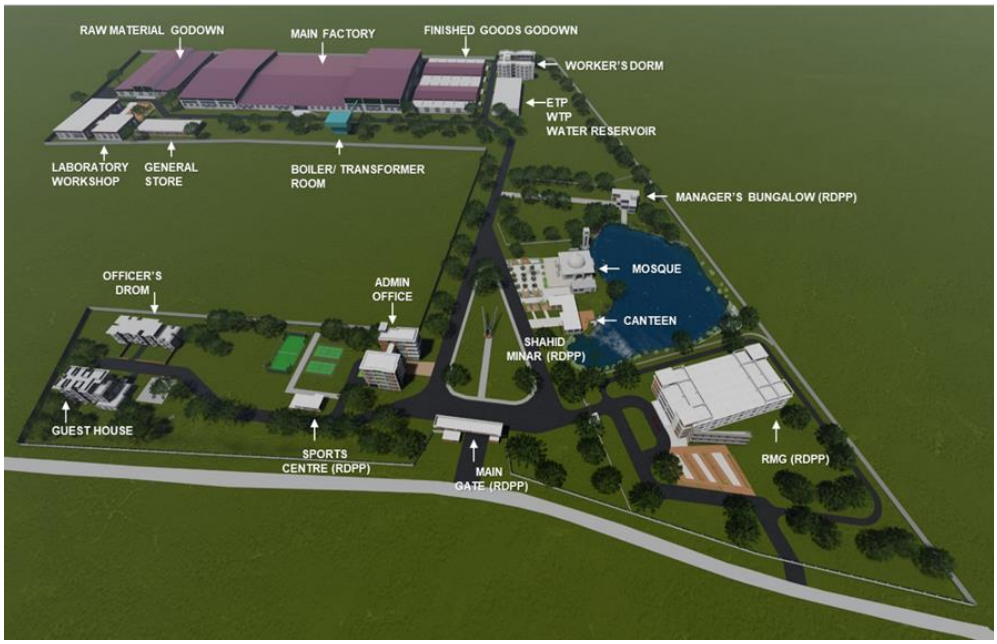

Figure: Master Plan of the proposed Sheikh Hasina Specialized Jute Textiles Mill Project

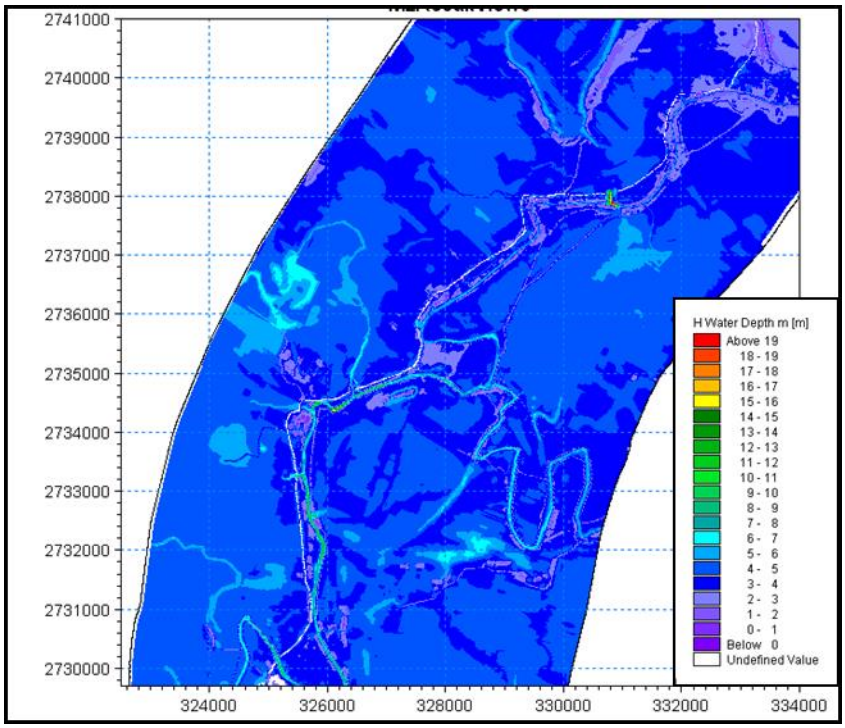

Figure: Flood depths around the proposed Dirai-Sullah road for 50-year discharge

২০১৯-২০ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- "Physical Model study for Supporting Design of the Proposed Bangabandhu Railway Bridge (East Guide Bund) upstream of Existing Bangabandhu Multipurpose Bridge over the River Jamuna" শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে শেষ হয়েছে।
- সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের alignment ও road opening নির্ধারণের জন্য Topographical, Hydrological and Morphological Study কাজটির Final Report ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে দাখিল করা হয়েছে।
- "ESIA of the Sheikh Hasina Jute Textile Mill Project" শীর্ষক স্টাডি কাজটির Ieterim Report জুন' ২০২০ মাসে দাখিল করা হয়েছে।
- "Coastal Processes in Bangladesh and its Socio-ceonomic Impacts" শীর্ষক গবেষণা কাজটি শুরু হয়েছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

২০১৯-২০ অর্থবছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

- সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার ৩৯৭টি প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত বালি, পাথর, সিমেন্ট ও কংক্রীট নমুনা ৩৩২টি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ।
- সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ১৭১৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ

১. **"INVESTIGATION OF GEOTECHNICAL REASONS FOR BANK FAILURE ON DAULATDIA AND PATURIA SIDE OF PADMA RIVER OF BANGLADESH"** শীর্ষক দুই বছর মেয়াদী (১৭-১৮ ও ১৮-১৯ অর্থ বছর) গবেষণা প্রকল্পটি সম্পাদনপূর্বক মার্চ ২০২০ খ্রি. এ রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে গবেষণা কার্যক্রমটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

লক্ষ্যঃ

১. তীর ভাঙ্গনের ধরণ এবং ভূ-প্রকৌশলগত ইতিহাস জানা;
২. ফিল্ড এবং গবেষণাগারে ভূ-প্রকৌশলগত অনুসন্ধান;
৩. ভূ-প্রকৌশলগত কারণ সমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুপারিশ।

পাটুরিয়া সাইডের তীর ভাঙ্গনের ভূ-প্রকৌশলগত কারণসমূহ-

১. মাটির particle size তারতম্যের কারণে;
২. মাটির স্বাভাবিক আদ্রতার পার্থক্য;
৩. মাটির saturation বৃদ্ধির প্রবণতা;
৪. মাটির pore pressure বৃদ্ধির প্রবণতা;
৫. মাটির shearing strength কমার প্রবণতা;
৬. মাটির density-র পার্থক্য;
৭. মাটির স্তরের permeability-র পার্থক্য;
৮. শুষ্ক মৌসুমে study area-তে ভূ-গর্ভস্থ পানির উঠা-নামার বিভিন্ন gradient এর কারণে;
৯. Permeable মাটির স্তর বেশি থাকায় seepage বেশি হওয়ায়;
১০. ফেরি এবং লঞ্চ ট্রাফিকের ফলে ঢেউ সৃষ্টির মাধ্যমে তীরের মাটিকে hit করে। অন্যদিকে মাটিতে pore pressure থাকার ফলে তীর ভাঙ্গে;
১১. তীরে traffic load ও unload হওয়ায় overpressure এর ফলে bank failure হয়;

দৌলতদিয়া সাইডের তীর ভাঙ্গনের ভূ-প্রকৌশলগত কারণসমূহ-

১. মাটির particle size তারতম্যের কারণে;
২. মাটির স্বাভাবিক আদ্রতার পার্থক্য;
৩. মাটির saturation বৃদ্ধির প্রবণতা;
৪. মাটির pore pressure বৃদ্ধির প্রবণতা;
৫. মাটির shearing strength কমার প্রবণতা;
৬. মাটির density র পার্থক্য;
৭. মাটির permeability-র পার্থক্য;
৮. নন-কোহেসিভ Soil Layer বেশি থাকায় এবং তাদের SPT-Values ১৫ এর কম থাকায় বর্ষা মৌসুমের সময় তরলী করন হয়ে দৌলতদিয়ার আফসার শেখের পাড়া ভাঙ্গছে।
৯. Recession Period এ Surface Water level এর সাথে Ground Water level fall করে না বলে।
১০. Recession Period এ Confining Pressure থাকে না বলে এবং Slope খাড়া থাকে বলে।
১১. Hydraulic Condition এর flow Concentration এর Velocity বৃদ্ধির ফলে।
১২. শুষ্ক মৌসুমে Study area তে ভূ-গর্ভস্থ' পানির উঠা নামার বিভিন্ন Gradient এর কারণে।

১৩. ফেরি এবং লঞ্চ ট্রাফিকের ফলে ঢেউ-সৃষ্টির মাধ্যমে তীরের মাটিকে hit করে। অন্যদিকে মাটিতে Pore Pressure থাকার ফলে তীর ভাঙ্গে।

১৪. তীরে traffic load ও unload হওয়ায় overpressure এর ফলে তীর ভাঙ্গে।

<u>সুপারিশ সমূহঃ</u>

১. Study area-তে যে কোন bank protection work এর জন্য বিশদভাবে ভূ-প্রকৌশলগত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন;

২. ফেরিঘাটের protection work এর design-এ wave action-কে বিবেচনায় আনতে হবে;

৩. Study area-তে bank protection এর কাজের জন্য মাটির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে;

৪. Low water level পর্যন্ত sand drain দিতে হবে;

৫. River bank এর slope কমপক্ষে আনুভূমিক ৩ এবং উলম্ব ১ হওয়া প্রয়োজন।

৬. Water level এর ওঠানামাকে design এ special attention দেওয়া প্রয়োজন;

৭. নদী তীর রক্ষার্থে যে কোন কাজ করার আগে বিস্তারিতভাবে soil investigation করতে হবে।



দৌলতদিয়া ঘাট, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী

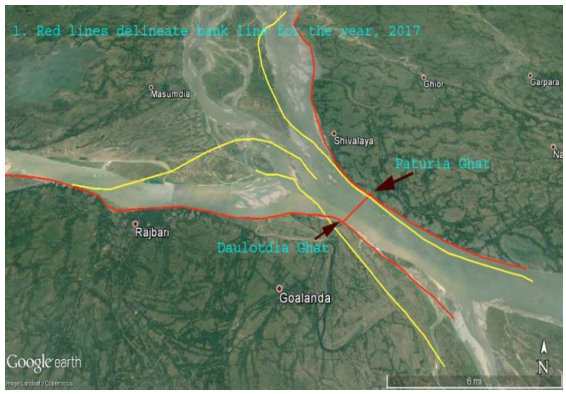

গবেষণা এলাকা (দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া সাইড)



ফিল্ডে নমুনা সংগ্রহ ও **in-situ** পরীক্ষা



ল্যাবরেটরিতে মৃত্তিকা নমুনার **triaxial shear** পরীক্ষা

২. **"CHARACTERIZATION OF SOILS AROUND THE ARIAL KHAN RIVER OF BANGLADESH"** শীর্ষক দুই বছর চার মাস মেয়াদী গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। নিম্নে গবেষণা কার্যক্রমটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

উদ্দেশ্যঃ

গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য মাটির প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য বের করা এবং উক্ত মাটির জন্য কেন তীর ভাঙ্গে। সমীক্ষাটির সঠিক উদ্দেশ্য হলঃ

১. পানি বিজ্ঞান এর সাথে মাটির প্রকৌশলগত ধর্ম
২. মাটির ধর্ম অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যকরন
৩. তীরের ঢালের স্থায়িত্ব বিশ্লেষণ
৪. সেটেলমেন্ট (বসে যাওয়া) বিশ্লেষণ
৫. সামাজিক প্রভাবের ধারণা
৬. তীর ভাঙা প্রতিকারের সুপারিশমালা

গবেষণা তথ্যঃ

সময়কালঃ দুই বছর চার মাস (মার্চ/২০২০ থেকে জুন/২০২২)

সম্ভাব্য মোট খরচঃ ৫২,৪৫,০০০.০০

অর্থায়নঃ গবেষণা খাত, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (GoB)

গবেষণার বর্তমান অবস্থা

গবেষণাটি ২৩ মার্চ/২০২০ অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে।

৩. **"DEVELOPMENT OF SUITABLE TECHNOLOGIES FOR REMOVAL OF MANGANESE FROM GROUND WATER IN HOUSEHOLD, COMMUNITY AND MUNICIPAL LEVELS"** শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

উদ্দেশ্যঃ

বর্তমান গবেষণাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে household, community and municipal পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি বের করা এবং সে অনুযায়ী ডিজাইন মডিফিকেশন করা যেন বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণ খাওয়ার জন্য এবং রান্না-বান্নার জন্য জীবানুমুক্ত, পরিস্কার, নিরাপদ ও সুপেয় পানি পেতে পারে।

প্রয়োজনীয়তাঃ

মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের সঠিক কার্যকলাপের জন্য ম্যাঙ্গানিজ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে অতিরিক্ত ঘনত্বের ম্যাঙ্গানিজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা Neurological Function কে প্রভাবিত করে। এছাড়াও এর সঙ্গে Lever, Kedney এবং Lung Damage এর সম্পর্ক আছে। পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং বাংলাদেশের স্টান্ডার্ড মান হচ্ছে ০.১ মিলি গ্রাম/লি.। এক্ষেত্রে স্নায়ুজনিত ক্ষতি (Neurological damage) থেকে রক্ষার জন্য পানিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ০.৪ মিলি গ্রাম/লি.। বাংলাদেশের অধিকাংশ টিউব ওয়েল এর পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.৪ মিলি গ্রাম/লি. এর চেয়ে বেশী। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণ যেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং বাংলাদেশের স্টান্ডার্ড অনুযায়ী খাওয়ার জন্য এবং রান্না-বান্নার জন্য পানি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা জরুরি।

গবেষণাটির সার্বিক অগ্রগতিঃ

অতিরিক্ত ঘনত্বের আয়রন এবং আর্সেনিক স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর বিধায় বর্তমান গবেষণাটির মাধ্যমে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের সাথে সাথে আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের প্রতিও গুরত্ব দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে কন্টাক্ট অক্সিডেশন মেথড এর মাধ্যমে ল্যাবরেটরীতে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে অদ্যাবধি ৯০% ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারন করা সম্ভব হয়েছে। আরও অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য ডিজাইন মডিফিকেশন করা হয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি (খাবার পানির জন্য নগই ক্যাম্পাসে নির্ধারিত একমাত্র টিউবওয়েল) থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারনের সাথে সাথে আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (প্লান্ট) তৈরী করা হয়েছে। মূল পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.৮৭ মিলি গ্রাম/লি. এবং পরিশোধিত পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.০২ মিলি গ্রাম/লি.অর্থাৎ এ পর্যন্ত ৯৭% ম্যাঙ্গানিজ অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গবষেণাটির কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে।



চিত্র: অনুষ্ঠিত সেমিনারের একাংশ



চিত্র: **Contact Oxidation Method** দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ অপসারণ

৪. **“ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙন রোধ, ভূমি পুনঃরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প**

“ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙন রোধ, ভূমি পুনঃরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি” শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটির কার্যক্রম বিগত অক্টোবর’২০১৭ হতে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুরে চলমান আছে যা জুন’২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে স্বল্প খরচে নদীর ভাঙন রোধসহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং একই সাথে ভূমি পুনঃরুদ্ধারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ইতোমধ্যেই প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা এবং সিরাজগঞ্জে প্রকল্পটির বেশকিছু প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিম্নের ছকে যে সকল স্থানে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর কাজ করা হচ্ছে তার বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	স্থান	প্যাকেজ নং	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলের ডিপিপি অনুমোদন কি.মি.
১	কোনাগ্রাম, বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী	RRI/HR/Raj-1	২.০ কি.মি.
২	নারুয়া বাজার, বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী	RRI/HR/Raj-2	০.৭ কি.মি.
৩	কামারখালী বাজার, মধুখালী, ফরিদপুর	RRI/HR/F-1	২.৭ কি.মি.
৪	চন্দ্রপাড়া, সদরপুর, ফরিদপুর	RRI/HR/F-2	১.১ কি.মি.
৫	দোয়ারিকা ব্রীজ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	RRI/HR/Ba-1	০.৫ কি.মি.
৬	দোয়ারিকা ব্রীজ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	RRI/HR/Ba-2	২.০ কি.মি.
৭	পূর্বধলা, নেত্রকোনা	RRI/HR/N-1	২.৫ কি.মি.
৮	পূর্বধলা, নেত্রকোনা	RRI/HR/N-2	২.০ কি.মি.
৯	পূর্বধলা, নেত্রকোনা	RRI/HR/N-3	২.০ কি.মি.
১০	পূর্বধলা, নেত্রকোনা	RRI/HR/N-4	১.৫ কি.মি.
১১	পূর্বধলা, নেত্রকোনা	RRI/HR/N-5	১.৫ কি.মি.
১২	এনায়েতপুর,সিরাজগঞ্জ	RRI/HR/Si-1	১.২ কি.মি.

ক্রমিক নং	স্থান	প্যাকেজ নং	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলের ডিপিপি অনুমোদন কি.মি.
১৩	খরনিয়া বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনা	RRI/HR/Ku-1	১.৫ কি.মি.
১৪	চাঁদগড়, ডুমুরিয়া, খুলনা	RRI/HR/Ku-2	১.৫ কি.মি.
১৫	দীঘলিয়া, তেরখাদা, খুলনা	RRI/HR/Ku-3	২.০ কি.মি.
১৬	রূপসা, দীঘলিয়া, তেরখাদা, খুলনা	RRI/HR/Ku-4	১.৮ কি.মি.

উপরোক্ত ছকে বর্ণিত পরীক্ষামূলক ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর কাজ করায় নদীর তীর রক্ষার উদ্দেশ্যে অনেকাংশে সফল হয়েছে। অনেক স্থানে পলি পড়ে ভাঙন স্থল সুরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর প্রভাবে, ভূমি পুনঃরুদ্ধার ও নৌ-পথ সুগমের বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির আওতায় একটি গবেষণা চলমান আছে এবং নদীর ব্যান্ডেলিং নির্মিত স্থানে ব্যান্ডেলিং পূর্ব ও ব্যান্ডেলিং পরবর্তী hydro-morphological data, সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত hydro-morphological data, মাটি ও পানির নমুনা বিশ্লেষণ করে Tidal, Non-Tidal ও Flasy নদীতে ব্যান্ডেলিং নির্মাণের জন্য একটি ম্যানুয়েল তৈরি করা হবে। তাছাড়া নদীর পরিবেশের উপর ব্যান্ডেলিং প্রভাব নিরূপনের জন্য পানির Biological পরীক্ষার এর কাজও চলছে।



চিত্রঃ ভদ্রা নদীতে নির্মিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং, খর্নিয়া বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনা।



চিত্রঃ কংস নদীতে নির্মিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং, পূর্বধলা, নেত্রকোনা।



চিত্রঃ আড়িয়াল খাঁ নদীতে নির্মিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং, চন্দ্রপাড়া, সদরপুর, ফরিদপুর।



চিত্রঃ নিতাই নদীতে নির্মিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং, পূর্বধলা, নেত্রকোনা।



যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী পদ্মা/গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির স্বল্পতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

- অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;
- আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;
- দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
- উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং উপরোক্ত দেশসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান আছে।

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) সভা মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

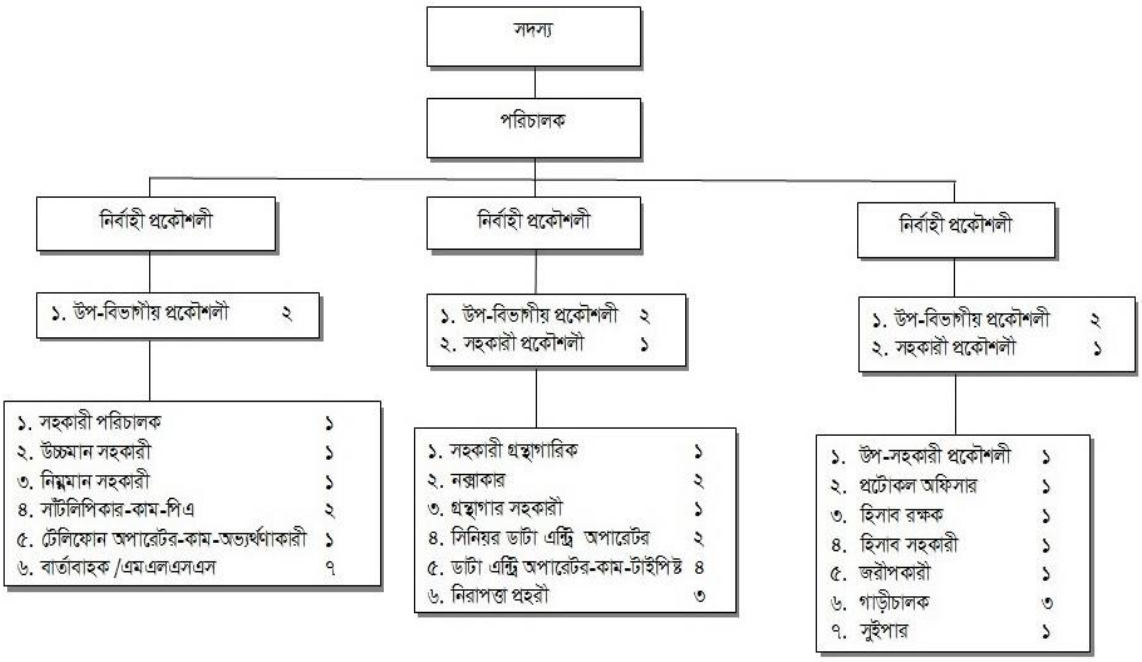

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২০ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
সরকার কর্তৃক নিজ বেতনক্রমে নিয়োগযোগ্য	১	১	০
৪র্থ	১	০	১
৫ম	৩	৩	০
৬ষ্ঠ	৬	৪	২
৯ম	৩	১	২
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	১	২
১৩তম	৩	০	৩
১৫তম	৫	০	৫
১৬তম	১০	৪	৬
২০তম	৭	২	৫
আউটসোর্সিং/চুক্তি ভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	৪৮	২১	২৭

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি
১০।	ফ্যাক্স মেসিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইসলামি দেশসমূহের সংস্থা ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০১৯ সালের শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৭৩তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

২০২০ সালের শুকনো মৌসুমেও (০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০২০ সালের শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৭৪তম সভা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।



২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ফিডার ক্যানেলের প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন।



২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৭৩তম বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন স্বাক্ষর।



২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৭৪তম বৈঠক

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

এপ্রিল, ২০১৭ ও অক্টোবর, ২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, সচিব পর্যায় ও কারিগরী পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হয়ে দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহের প্রেক্ষিতে মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

আগস্ট, ২০১৯ এ বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের আলোচনার প্রেক্ষিতে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তবর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির খসড়া প্রস্তুতের জন্য পানির লভ্যতা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.বি. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বিওপি রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ দু'দেশ কর্তৃক যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান আছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা, পুনর্ভবা, ফেণী, খোয়াই, সুরমা ইত্যাদি নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবহিত হয়ে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পূর্ববর্তী বৈঠকসমূহে বিনিময়কৃত আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য দু'দেশের বাস্তবায়নাধীন/পরিকল্পনাধীন তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পনাধীন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংক্ষণমূলক কাজের তালিকা বিনিময় করে। বৈঠকে দু'দেশের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীকে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর কিছু কিছু স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

আগস্ট, ২০১৯ এ বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের আলোচনার প্রেক্ষিতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার আরো উজানের ০৮টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহের জন্য *"Proposal for Enhanced Cooperation in Hydro-Meteorological & Morphological Data Sharing from India within the Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) Basins for better Flood Forecasting and Management in Bangladesh"* শীর্ষক একটি কনসেপ্ট নোট অক্টোবর, ২০১৯ মাসে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জলবিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনরায় আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পরে মর্মে অবহিত করেছেন।

যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত আছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস-মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে এপ্রিল, ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত বন্যা প্রতিরোধ, খরা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ এবং ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ বিষয়ে দু'পক্ষ সম্মত হয়।

ব্রহ্মপুত্র/ইয়ালুজাংবু নদের চীনে অবস্থিত ৩-টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ বিষয়ে *"Provision of Hydrological Information of the Yaluzangbu/Brahmaputra River in Flood Season by China to Bangladesh"* শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) ও এর Implementation Plan দু-পক্ষ কর্তৃক ০৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের সভা

০৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ফেনী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন, বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা, গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে ভারতের সহযোগিতা, নদী দূষণ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব (বর্তমানে সিনিয়র সচিব) জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং ভারতীয় পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব ইউ পি সিং।



০৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক



০৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
-	২০১৯-২০২০	-	-

এছাড়া, কমিশনের কর্মকর্তাগণ গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৯-২০২০	০৪	১২

অন্যান্য কার্যক্রম

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির সচিবালয় এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইসলামি দেশসমূহের সংস্থা ওআইসি (OIC) এবং (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) - এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি (BANCID) এর একটি সভা ০৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং চেয়ারম্যান, BANCID এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় BANCID এর জাতীয় কমিটি নবায়ন, বিশ্ব পানি দিবস ২০২০ উদযাপনে BANCID কর্তৃক সেমিনার আয়োজন, BANCID এর বার্ষিক Newsletter ২০১৯ এর প্রকাশনা বিষয়ক আলোচনা হয়।

BANCID Study and Publication Sub-Committee এর সার্বিক সহযোগীতায় বার্ষিক Newsletter ২০১৯ প্রকাশিত হয়।

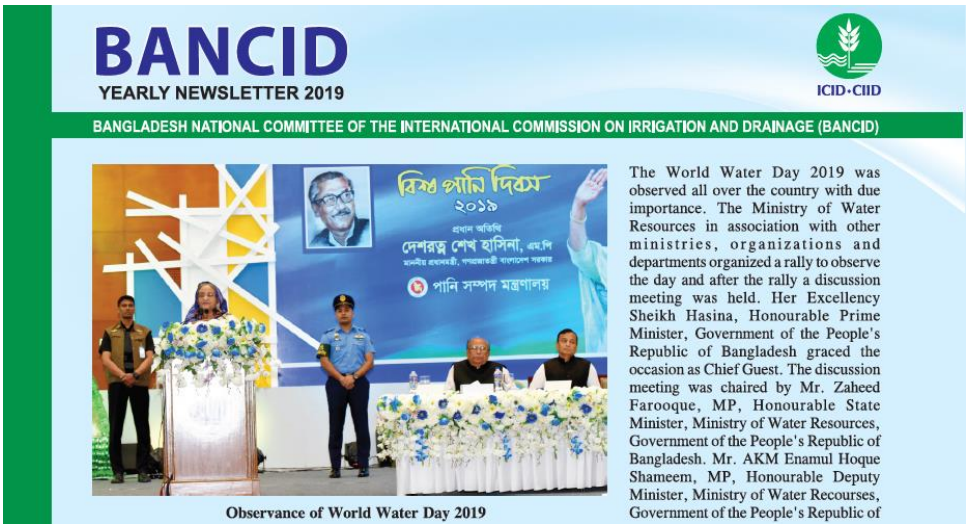
BANCID
YEARLY NEWSLETTER 2019
ICID·CIID
BANGLADESH NATIONAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (BANCID)
Observance of World Water Day 2019
The World Water Day 2019 was observed all over the country with due importance. The Ministry of Water Resources in association with other ministries, organizations and departments organized a rally to observe the day and after the rally a discussion meeting was held. Her Excellency Sheikh Hasina, Honourable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as Chief Guest. The discussion meeting was chaired by Mr. Zaheed Farooque, MP, Honourable State Minister, Ministry of Water Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. AKM Enamul Hoque Shameem, MP, Honourable Deputy Minister, Ministry of Water Recourses, Government of the People's Republic of

BANCID এর বার্ষিক Newsletter ২০১৯

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৫২৫.০০ লক্ষ টাকা	২৯২.৪৬ লক্ষ টাকা	অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা না হওয়ায় এবং বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত ২২৭.৫৪ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক করোনা মহামারি জনিত সমস্যার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া, গবেষণা সংক্রান্ত কাজ শুরু করতে না পারা, যৌথ নদী কমিশন এর দপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ৭২ গ্রীন রোডস্থ পানি ভবনে স্থানান্তরের নিমিত্ত নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ এবং অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা ইত্যাদি কার্যক্রম করতে না পারা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বদলী জনিত কারণে ব্যয় কম হওয়ায় উক্ত টাকা উদ্বৃত থাকে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রায় ৭০% নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্য বিদ্যমান ফাইল প্রদানের পদ্ধতির কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সহজীকরণ করা হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতের ফারাক্কায় এবং বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রাপ্ত ১০ দিনের গড় প্রবাহ (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে সময়কালের) সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রতি ১০ দিন অন্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- অত্র কমিশনের লাইব্রেরীকে Interactive Library Information System with Local Area Networking এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরীতে রুপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান, অতিপুরনো ডকুমেন্ট/রিপোর্টসমূহ স্ক্যান কপি করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির দ্রুত অনুসন্ধান করাও সম্ভব হচ্ছে।
- Electronic Attendance System ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট সবসময় হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।



বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.dbhwd.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

ভূমিকা

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড়সহ বিভিন্ন জলাভূমি নিয়ে গঠিত নদী মাতৃক দেশ বাংলাদেশ। গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ আমাদের এ জন্মভূমি। বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এ অঞ্চলের মানুষের জীবনেরই অংশ। বাংলাদেশের ভূ-বৈচিত্র্যের এক অনন্য দিক হচ্ছে হাওর। দেশের উত্তর-পূর্বাংশে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, ও নেত্রকোণা জেলার নিম্নভূমি নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত। অনুন্নত যোগাযোগ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ত সুযোগের কারণে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হাওরের জেলাগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। হাওর অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঐ এলাকার জন মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "হাওর উন্নয়ন বোর্ড" গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালে উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে একটি রিজুলিউশনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ অধিদপ্তর দেশের হাওর ও জলাভূমির প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও হাওর অঞ্চলে গৃহিত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে আসছে।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৭৩টি এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৪৫টি সর্বমোট ১১৮টি পদ সমন্বিত অনুমোদিত জনবল কাঠামো রয়েছে। অনুমোদিত নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় পূর্বতন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড হতে অস্থায়ীভাবে পূরনকৃত ২৯ জন এবং প্রেষণে নিয়োগকৃত ৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দিয়ে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯" চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনুমোদিত জনবল, পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত	শূন্য পদ
১.	মহাপরিচালক	-	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
২.	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৪	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ)	৫	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	পরিচালক (পরিকল্পনা ও আইসিটি)	৫	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকৌশল বিভাগ)	৫	০১	-	০১
৪.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৬	০১	-	০১
	উপ-পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ)	৬	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা, আইসিটি)	৬	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	উপ-পরিচালক (সুনামগঞ্জ, আঞ্চলিক কার্যালয়)	৬	০১	-	০১
	উপ-পরিচালক (কিশোরগঞ্জ, আঞ্চলিক কার্যালয়)	৬	০১	-	০১
	উপ-পরিচালক (নেত্রকোনা, আঞ্চলিক কার্যালয়)	৬	০১	-	০১
৫.	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	৬	০১	-	০১
৬.	প্রোগ্রামার	৯	০১	-	০১

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত	শূন্য পদ
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	০১	-	০১
৮.	সহকারী পরিচালক	৯	০৭	০২ (প্রেষণে নিয়োজিত)	০৫
৯.	সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	০১	-	০১
১০.	সহকারী প্রকৌশলী	৯	০২	-	০২
১১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	১০	০১	-	০১
১২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯	০১	-	০১
১৩.	হাইড্রো মরফোলজিস্ট	৯	০১	-	০১
১৪.	হাইড্রোলজিস্ট	৯	০১	-	০১
১৫.	উপ-সহকারী পরিচালক (কৃষি/মৎস্য)	১০	০২	-	০২
১৬.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	০৩	-	০৩
১৭.	মাঠ কর্মকর্তা	১০	০৪	-	০৪
১৮.	ডাটা কালেক্টর	১৪	০২	-	০২
১৯.	সার্ভেয়ার	১৬	০৪	-	০৪
২০.	হিসাবরক্ষক	১৪	০১	-	০১
২১.	ড্রাফটসম্যন	১৩	০১	-	০১
২২.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	০৯	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০৬
২৩.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	০৩	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	-
২৪.	ব্যক্তিগত সহকারী	১৬	০৪	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০১
২৫.	হিসাব সহকারী	১৬	০৩	০২টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০১
২৬.	স্টোর কিপার	১৬	০১	-	০১
২৭.	গাড়ী চালক	১৯	০৬	০৪টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০২
২৮.	স্পীড বোট চালক	২০	০৩	-	০৩
২৯.	ইঞ্জিন বোট চালক	২০	০৩	-	০৩
৩০.	ইলেকট্রিশিয়ান	২০	০১	-	০১
৩১.	মেকানিক	১১	০১	-	০১
৩২.	বার্তাবাহক	২০	০৪	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০১
৩৩.	অফিস সহায়ক	২০	২৫	০৯টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	১৬
৩৪.	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	০৫	০২টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০৩
৩৫.	পরিচ্ছন্নকর্মী	২০	০৫	-	০৫
		মোট	১১৮	৩৭	৮১

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	২৭৭.০৭	১২৪০.০০	১৯২.০৩	১২৩৯.৯০

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ৫টি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ঃ-

১. "Classification of Wetlands of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

২. "Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

৩. "Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিরূপন এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

৪. "Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর এলাকার উল্লিখিত ৬টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ডিসেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৯ পর্যন্ত ।

৫. "Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ শতক আয়তন পর্যন্ত পুকুরসহ দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মানচিত্র প্রস্তুত, টাঙ্গুয়ার হাওর সংলগ্ন ১২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লাইডার সার্ভে করা এবং জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, কৃষি, বন ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন বিবেচনায় জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে :

১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় চলমান "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)(১ম সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ''Comprehensive feasibility study for sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel and connected rivers etc.) in Different Hydrological Regions of Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষা কাজটি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এ সমীক্ষার আওতায় দেশের ৮১টি বিশেষ নদী (যার উৎপত্তি কোন জলাভূমি থেকে) পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এতে এসব নদী খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচকাজ সম্প্রসারণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে এসব এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০০ কোটি মানুষের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর মহাপরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো

স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ৪০টি সংস্থা ১১০টিরও অধিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র/সেক্টরভিত্তিক হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১: পানি সম্পদ, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১৬		
১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭ লক্ষ টাকা ।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত অগ্রগতি: ৫৭%
প্রকল্পের নাম: কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুন ২০১৪-জুন ২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪২৪৭৩ লক্ষ টাকা।	নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	ভৌত অগ্রগতি: ২০%
প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৮৭২৯ লক্ষ টাকা	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার,, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯টি উপজেলায় বিস্তৃত ৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা করা।	ভৌত অগ্রগতি: ৭১.৫০%
প্রকল্পের নাম: পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪০৬৫ লক্ষ টাকা।	ক) হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ; খ) বিভিন্ন আধুনিক হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়; গ) সমগ্র দেশের বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নদীবাহিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা, বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস এর বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন; ঘ) পানি সম্পর্কিত অন্যান্য দূর্যোগের পূর্বাবাস/আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঙ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	ভৌত অগ্রগতি: ৩০%
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদাবাদের ঝুকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৯৯ লক্ষ টাকা।	বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে মোহনগঞ্জ জেলার ফসল রক্ষা।	-
প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) বাস্তবায়নকাল: ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২০০০০০ লক্ষ টাকা	দেশের ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে দেশের জলাধার সংরক্ষণ এবং ও পরিবেশের বিরূপ প্রভাব নিরসন।	ভৌত অগ্রগতি: ৫৭% আর্থিক অগ্রগতি: ৩৭.৫%

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪০৬৫ লক্ষ টাকা	মূল উদ্দেশ্য হলো আবহাওয়া এবং নদ নদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং যুগপোয়োগী তথ্যাদি কৃষকগণের নিকট পৌছানো এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত উৎস ব্যবহার বিষয়ে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	প্রশিক্ষণ-১৪৪১ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা ৫টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ৭০টি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজার ভিজিট ১১০জন। আর্থিক অগ্রগতি: ৮.২৮%
৩। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: Study for Investigation of Groundwater and Surface water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts. বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর ২০১৫- জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৮১.৯০ লক্ষ টাকা	এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০% আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%
প্রকল্পের নাম: Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework. বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৬৬০ লক্ষ টাকা	দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০% আর্থিক অগ্রগতি : ৯৯.৬৮%
প্রকল্পের নাম: Comprehensive Feasibility study for sustainable Restoration and protection of wetlands in different hydrological regions of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৯৮ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নির্দিষ্ট ৮১ টি জলাভূমির খনন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি: ৪০% আর্থিক অগ্রগতি: ৩০%।
৪। যৌথ নদী কমিশন		
প্রকল্পের নাম: Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project. বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১.৮৫ লক্ষ টাকা	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা কার্যক্রম।	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন		
প্রকল্পের নাম: Detailed Study on 48 Rivers for building Database and Conservation of Rivers from Population Illegal Occupation and other abused of rivers (1st Phase) Project. বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০২৮ লক্ষ টাকা	৪৮ টি নদীর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেস তৈরী, অবৈধ দখল থেকে নদী রক্ষা।	ভৌত অগ্রগতি: ৪০% আর্থিক অগ্রগতি: ৩৬%

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
৬। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP)	ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, Component of HILIP project	ভৌত অগ্রগতি: ৭৯% আর্থিক অগ্রগতি: ৭১.৩৬%
প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৪- জুন ২০২২ প্রাক্কলিতব্যয়: ৮৫৮২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩২১৭৬ লক্ষ টাকা+ প্রকল্প সাহায্য ৫৩৬৪৯ লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য: বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। কার্যক্রম: ১২০ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ৯৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৯৮ কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৮৮৭ মি. ব্রীজ, ৮৯০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ২০০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	ভৌত অগ্রগতি: ৪৬.০%, উপজেলা সড়ক-৫৫ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক-৭২ কি.মি. গ্রাম সড়ক-৭৫.২০ কি.মি. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ-৭৪ কি.মি. খাল পুন:খনন-৪০ কি.মি. বিল খনন-২২টি হাট-৭টি ও ল্যান্ডিং ঘাট-৭টি। আর্থিক অগ্রগতি: ৪০.১৪%
৭। আবহাওয়া অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: আবহাওয়ার তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদার করণ (কম্পোনেন্ট এ) বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২০১৫ লক্ষ টাকা	আগাম বন্যা প্রতিরোধে অগ্রিম সতর্কবাণী পদ্ধতি উদ্ভাবন।	–
উন্নয়ন ক্ষেত্র ২: কৃষি, মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৬		
৮। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা	কৃষিকাজে পশুশক্তি ও শ্রমিকের মারাত্মক সংকটের কারণে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শষ্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শষ্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার সক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রকল্প সমাপ্ত
প্রকল্পের নাম: সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮। নতুন phase এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রধান উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য: ১) কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষকদের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে শেখানো ২) কৃষক সংগঠন তৈরি এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বাজার নিয়ন্ত্রকগণের সাথে সংযোগ স্থাপন ৩) কৃষক নির্ভর সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সংলাপকে জোরদার করা।	প্রকল্প সমাপ্ত

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৩০০.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৪- জুন ২০২০।	উদ্দেশ্য: ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা; ২) কৃষি যান্ত্রিককরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের, কৃষক গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা; ৩) বসতবাড়ী ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফল, সবজি বাগান স্থাপন, মহিলা, ছাত্র ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনা বৃদ্ধি করা; ৪) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ভৌত অগ্রগতি: প্রদর্শনী-২৬০৫টি, কৃষক-কৃষাণী, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩০২ ব্যাচ, কৃষক গ্রুফ গঠন ১১৮টি, কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৬ ব্যাচ, কৃষি মেলা ৫টি, পাওয়া টিলার বিতরণ ১১৮টি, হ্যান্ড স্প্রেয়ার বিতরণ ৭০৮টি, ফুট পাম্প ১১৮টি, এলএলপি বিতরণ ১৬৮টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৬টি, পাওয়ার থ্রেসার ১১৮টি। আর্থিক অগ্রগতি: ৮%
প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় পাট চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০০.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০ পর্যন্ত।	১) হাওর এলাকায় পাটের আবাদ ৫% বৃদ্ধি। ২) উচ্চ ফলনশীল ও খাটো জাতের পাট চাষে উন্নত প্রযুক্তির বিস্তার। ৩) প্রকল্প এলাকায় পাট চাষে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
প্রকল্পের নাম: বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫০০.৬২, বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১।	১) দেশের তিনটি পাহাড়ী জেলাসহ উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ীর পাশের জমিকে আধুনিক চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা; ২) দেশীয় ও রপ্তানীযোগ্য ফসলে ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন; বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং নতুন হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন বৃদ্ধি; ৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	ভৌত অগ্রগতি: প্রদর্শনী ৮৩১৫০টি, প্রশিক্ষণ ৯৬২৪ ব্যাচ, শিক্ষা সফর ৯৮ ব্যাচ, ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি। আর্থিক অগ্রগতি: ১৯৮৩৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম : সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: মার্চ-২০১৫-জুন ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪৮৫.০০ লক্ষ টাকা।	১) টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজি ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।	ভৌত অগ্রগতি: কৃষক প্রশিক্ষণ ২৪৫০ ব্যাচ, সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ২০০০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ প্রদর্শনী স্থাপন ১৩৭৭৬টি। মাঠ দিবস ৫০০ টি। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১৭০টি, কৃষি মেলা ১০০টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, এক্সপোজার ভিজিট ৬ ব্যাচ, কর্মশালা ২৫টি। আর্থিক অগ্রগতি: ৬৭.২০%
প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (সম্প্রাসরণ অধিদপ্তরের অংশ)। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭- ২০২২ প্রকল্প ব্যয়: ২৬৪৫ লক্ষ টাকা	বর্ষাকালে ছোট নদীর কিনারে, জলাশয় ও জলাবদ্ধ এলাকায় কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদি দ্বারা তৈরীকৃত ভাসমান বেডে বীজতলা, শাকসব্জী চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা।	ভৌত অগ্রগতি: কৃষক প্রশিক্ষণ ৭০ ব্যাচ, সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬৩ ব্যাচ, এসএএও

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
		প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ প্রদর্শনী স্থাপন ২৪৭৩টি। আর্থিক অগ্রগতি: ২২.৬০%
প্রকল্পের নাম: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প।	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাঠ ফসল ও গুদামে খাদ্য শষ্য রক্ষা করা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করা।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০%, আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%
প্রকল্পের নাম: চাষি পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০%, আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%
প্রকল্পের নাম: খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩-জুন২০২০।	উন্নত পদ্ধিতে পানি ব্যবস্থপনার মাধ্যমে কৃষিতে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও খরচ কমানো ইত্যাদি।	আর্থিক অগ্রগতি: ৬০৬.৮৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: Citrus Development Project	মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, আবাদ বৃদ্ধি করা, আমদানী কমানো এবং ভিটামিন সি এর চাহিদা পূরণ ইত্যাদি।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০%, আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%
৯। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই)		
প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (গবেষণা অংশ)। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭- ২০২২, প্রকল্প ব্যয়: ৩৬৫১ লক্ষ টাকা	গবেষণার মাধ্যমে ভাসমান বেডে বীজতলা, শাকসব্জী চাষাবাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	ভৌত অগ্রগতি: ২৫%
১০। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন		
প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিতব্যয়: ১৫৬৯৩ লক্ষ টাকা।	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং সেচযন্ত্রের ২০০ জন মালিক/ম্যানেজার/চালক ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৯২% আর্থিক অগ্রগতি: ৯২.৩৯%
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১৯- জুন ২০২৪, প্রাক্কলিতব্যয়: ২৯২৮৬ লক্ষ টাকা।	ক) খাল খনন/পুন:খনন, ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়নের মাধমে ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ১৬,৬২৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও আগাম বন্যা হতে ফসল রক্ষা এবং ৪৯,৮৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন করা; খ) আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি; গ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র বিমোচন করা।	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৫- ২০২০ প্রাক্কলিতব্যয়: ১৩,৫৩৭ লক্ষ টাকা।	৩১০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (২৫ কিউসেক ১০টি, ১২.৩ কিউসেক ১০টি, ১০টি, ১০ কিউসেক ১০টি এবং ৫০ কিউসেক ৫টি ফ্লোটিং পাম্প) তৈরীকরণ: ৩০টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, ১৩৩টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৮৭% আর্থিক অগ্রগতি: ৭৭.৫৬%
১১। কৃষি বিপনন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: ইম্প্রুভমেন্ট অব স্টোরেজ ফ্যালিটিজ এন্ড এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সিস্টেম ইন হাওর এরিয়া	কৃষকের উৎপদিত শষ্য/ফসল পচন থেকে রক্ষা করা, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা।	ডিপিপি সংস্থা পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৩ : পরিবহন, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১৬		
১২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮,১৭৩.২৫ লক্ষ টাকা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য: ২১ কি:মি:।	প্রকল্প সমাপ্ত
প্রকল্পের নাম: বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।	আজমিরীগঞ্জ উপজেলাকে হবিগঞ্জ জেলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা ও সিলেটসহ দেশের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।	প্রকল্প সমাপ্ত
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩,২৫২.৫৭ লক্ষ টাকা। মোট ১৭ কি:মি: রাস্তা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রকল্প সংশোধন করে ব্রীজ বাড়ানো হয়েছে।	ভৌত অগ্রগতি: ৮৮.২০% আর্থিক অগ্রগতি: ৮৬.৭৮%
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬১১৯ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে আন্ত:উপজেলা সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৬০% আর্থিক অগ্রগতি: ৫৫%
প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা।	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলায় আন্ত:সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য:২৯.১৫ কি:মি, ১৮কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হবে।	ভৌত অগ্রগতি: ৯৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৯০.১১%
প্রকল্পের নাম : মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মান এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯,২৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুইটি নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ৪.৮ কি:মি: রাস্তা ও অবশিষ্ট ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেরী ঘাট তৈরি হবে। সময় বাড়ানো প্রয়োজন।	ভৌত অগ্রগতি: ৯৮.৭৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৯৬.৭৩%
প্রকল্পের নাম : দিরাই-শাল্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭ খ্রি। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১,৯৯০ লক্ষ টাকা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার সাথে শাল্লা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। হাওরের উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে এবং ফিস পাস, বোট পাস ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে।	ভৌত অগ্রগতি: ৭৬% আর্থিক অগ্রগতি: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৮-২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১,০০৬ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৭.০% আর্থিক অগ্রগতি: ৬.৪৫%
১৩। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ		
প্রকল্পের নাম: অভ্যন্তরীন নৌ-পথের ৫৩ টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়: ২৪টি নৌপথ)। বাস্তবায়নকাল: ২০১২- ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯২৩০০ লক্ষ টাকা।	নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করা।	আর্থিক অগ্রগতি: ৬০%
প্রকল্পের নাম : ১০টি ড্রেজার, ক্রেন বোট, টাগ বোট, অফিসার্স হাউজ বোট ও ক্রু হাউজ বোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। বাস্তবায়নকাল : ২০১৬- ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪৫৬০ লক্ষ টাকা	নৌচলাচলপথে লঞ্চের নিরাপদ চলাচলের জন্য যথাযথ সামগ্রী, সংকেত প্রদান চিহ্ন ইত্যাদি স্থাপন।	প্রকল্প সমাপ্ত
প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাধি সমন্বিত সমীক্ষা প্রকল্প।	ক) নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করা; খ) যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাবাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা; গ) কার্গো লোডিং ও আনলোডিং এর সুবিধা, যানজট দূরীকরণ, নিরাপত্তা বিধান; ঘ) হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ন নদীসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপকরণ; ঙ) নৌচলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন।	ডিপিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাধি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	ক) নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করা; খ) যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাভাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা; গ) কার্গো লোডিং ও আনলোডিং এর সুবিধা, যানজট দূরীকরণ, নিরাপত্তা বিধান; ঘ) হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ন নদীসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপকরণ; ঙ) নৌচলাচল সহায়ক যন্ত্রপতি স্থাপন।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহে সারাবৎসরের জন্য নাব্যতা উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ছাড়াও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, হাওর ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাধি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাভাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
১৪। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। বাস্তবায়ন কাল ২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৭৬৩৪ লক্ষ টাকা।	বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার পল্লী অঞ্চরে রাস্তা ও বাজারঘাট উন্নয়ন	প্রকল্প সমাপ্ত

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৭-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৩৮ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে রাস্তা ও সেতু নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের সমীক্ষা।	.প্রকল্প সমাপ্ত
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৪: মৎস্য, মোট প্রকল্প সংখ্যা: ০৬		
১৫। মৎস্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১১৩১ লক্ষ টাকা।	স্থানীয় মৎস্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।	ভৌত অগ্রগতি: ৭১% আর্থিক অগ্রগতি: ৬৮.০৫%
প্রকল্পের নাম: মাছের অভয়াশ্রম তৈরী।	মাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা, ডিম ওয়ালা মাছ রক্ষা ইত্যাদি।	রুটিন কাজ হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন।	১. বিল নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. পোনা উন্মুক্ত করণের মাধ্যমে জলাশয়ের মাছের মজুদ বৃদ্ধি করা; ৩. দরিদ্র মৎস্যজিবীদের আর্থসামজিক অবস্থার উন্নয়ন; ৪. উন্মুক্ত জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠিকে এর স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; কার্যক্রম: বিল নার্সারী স্থাপন পোনা মাছ অবমুক্ত করণ মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান সিবিও (সুফল ভোগী) দল গঠন।	রুটিন কাজ হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৭০৫৮ লক্ষ টাকা।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের চাহিদা পুরণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৯৪% আর্থিক অগ্রগতি: ৯৩.৫৩%
প্রকল্পের নাম: জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০৯০০ লক্ষ টাকা।	সংস্কারের মাধ্যমে দেশের জলাশয় সংরক্ষণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পুরণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৬০% আর্থিক অগ্রগতি: ৫৩%
১৬। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল ২০১৪- মার্চ ২০১৯, (প্রস্তাবিত জুন ২০২০) প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৫৫৮.০ লক্ষ টাকা	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আধুনিক সুবিধাসহ মোট ৩টি মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন। (মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি গত ০২/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেছেন)	ভৌত অগ্রগতি: ৬৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৫০%

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৫ : মুক্তা চাষ, প্রকল্প সংখ্যা: ০১		
১৭। বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ		
প্রকল্পের নাম: মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত), জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯	মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও চাষী পর্যায়ের সম্প্রসারণ।	প্রকল্প সমাপ্ত
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৬: প্রানিসম্পদ, মোট প্রকল্প সংখ্যা: ০৩		
১৮। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডি.এল.এস)		
প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ ভেটেনারী পরিসেবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন আবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৯৭৬ লক্ষ টাকা	প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মরণরোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি	প্রকল্প সমাপ্ত
প্রকল্পের নাম: কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি (৩য় পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬,৫৪৩ লক্ষ টাকা	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় গবাদি পশুর জাতের উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৮০% আর্থিক অগ্রগতি: ৮৬%
১৯। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়), (১ম সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬২১৯ লক্ষ টাকা	দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যুব সম্পদের উন্নয়ন।	প্রকল্প সমাপ্ত
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৭: শিক্ষা, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১২		
২০। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (৩য় সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৯১৯৭.২৯ লক্ষ টাকা	হাওর অঞ্চলের চরমদারিদ্র অধিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, বিদ্যালয় থেকে ঝড়েপড়া বন্ধ করা।	মোট শিক্ষার্থী: ৩১.৬২ লক্ষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ১৫৭৮৮
প্রকল্পের নাম: চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯,১২,৩৮৫ লক্ষ টাকা	হাওর অঞ্চলের জনগনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।	
২১। মৎস্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: Establishment of Fisheries Diploma Institute at Gopalganj, Kishorganj and Sirajganj District.	শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরীতে সাহায্য করা।	প্রকল্প সমাপ্ত
২২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো		
প্রকল্পের নাম: মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫২৫৯ লক্ষ টাকা	দুর্গম ও চরমদারিদ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রি প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	প্রকল্প সমাপ্ত

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
২৩। বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো		
প্রকল্পের নাম: এস্টাবলিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার, ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) ব্যানবেইজ, এমওইডিইউ (২য় পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৪,৫৪৩ লক্ষ টাকা জিওবি: ২৫,২৯৮ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য : ৫৯২৯৮ লক্ষ টাকা	১) ১৬০টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের জন্য ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা ভবন নির্মাণ করা ২) প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষকদের আইসিটি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূলে ই-সেবা নিশ্চিত করা। ৩) ভবনে ৩য় ও ৪র্থ তলায় যথাক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিসোর্স সেন্টার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-লাইব্রেরী নির্মাণ/স্থাপন করা।	ভৌত অগ্রগতি: ২০%
২৪। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮৪৭ লক্ষ টাকা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন	ভৌত অগ্রগতি: ৬৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৬০%
২৫। তথ্য মন্ত্রণালয় (ইউনিসেফ)		
প্রকল্পের নাম: শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৯৬২ লক্ষ টাকা	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।	
২৬। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৫০ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।	
২৭। বস্ত্র অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলায় টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৭২২ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ২৫% আর্থিক অগ্রগতি: ২২%
২৮। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (ডি.ও আই.সি.টি)		
প্রকল্পের নাম: সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন (২য় সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৯৭৭৮ লক্ষ টাকা	দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন।	প্রকল্প সমাপ্ত
২৯। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বৈদেশিক কর্মসংস্থান)		
প্রকল্পের নাম: বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (৩য় সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।	

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩১৩০ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।	
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৮: পর্যটন, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০৪		
৩০। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন		
প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জের টাংগুয়ার হাওরে স্থায়ীত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন। বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ - জুন, ২০১৭ প্রকল্পব্যয়: ১০০ (লক্ষ টাকা) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ২০% IUCN এর মাধ্যমে সি সি টি এফ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষনীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১৭ - জুন ২০২০ প্রকল্পব্যয়: ৪৯৬৮ লক্ষ টাকা।	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পরিচিতি বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৩৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৬০%
৩১। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১০-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫,২৬৭ লক্ষ টাকা	জেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সম্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকল্প সমাপ্ত
প্রকল্পের নাম: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল: ২০১২-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১,২২,৬৫৪ লক্ষ টাকা	উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সন্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকল্প সমাপ্ত
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৯: শিল্প, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০২		
৩২। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের দুস্থ গরীব মহিলাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন।	হাওর অঞ্চলের নারী ক্ষমতায়ন ও কর্ম ক্ষেত্র উন্নয়ন	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে
প্রকল্পের নাম: বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন, শ্রীমঙ্গল (১ম সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১২-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯১৪ লক্ষ টাকা	কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি।	আর্থিক অগ্রগতি: ১০০%
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১০: সামাজিক সেবা, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১৪		
৩৩। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়ন কাল: ২০১২-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০১,৬৯৫.৬৮ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নেত্রকোনা জেলার ২৮টি উপজেলায় ডুবন্ত সড়ক উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদি। Flash flood Early warning System Development, বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য পণ্য প্রস্তুত (বাশজাত, পাটজাত, ব্লক-বাটিক, নকশীকাঁথা, প্যাকেজিং) বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ট্রেডে ভকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সনদায়ন এবং বিআরটিসি এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৭৬.৭৬%

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৪০% আর্থিক অগ্রগতি: ৪৫%
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৯৫ লক্ষ টাকা	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৮৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৭৯.৩৬%
প্রকল্পের নাম: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭৩০০০ লক্ষ টাকা	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের বাজারজাত করণের সুবিধা সৃষ্টি।	ভৌত অগ্রগতি: ৫% আর্থিক অগ্রগতি: ৪.১৪%
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৮-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৪৮০ লক্ষ টাকা	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার জনগণের উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি:৭৭% আর্থিক অগ্রগতি: ৭৭%
প্রকল্পের নাম: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৫৬৯ লক্ষ টাকা	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৮১.৭৪% আর্থিক অগ্রগতি: ৭৮.৪৮%
প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১৮৪৮ লক্ষ টাকা।	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৪০% আর্থিক অগ্রগতি: ৩৭.৮০%
৩৪। খাদ্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৩-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০,০৯১ লক্ষ টাকা।	খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ। ৪২ টি গোডাউন তৈরি করা।	ভৌত অগ্রগতি: ৪৫%
৩৫। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
প্রকল্পের নাম: প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৭,২২০ লক্ষ টাকা	ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সহযোগিতা প্রদান।	ভৌত অগ্রগতি: ২৫% আর্থিক অগ্রগতি: ১৩%
প্রকল্পের নাম: মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৯৬ লক্ষ টাকা	মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার সম্প্রসারণের ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।	
প্রকল্পের নাম: মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১,৬৫২ লক্ষ টাকা	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা সম্প্রসারণের ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।	
৩৬। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভি রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ (সংশোধিত)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬৫৮ লক্ষ টাকা	কিশোরগঞ্জ জেলায় জনগণের খেলাধুলায় উৎসাহিতকরণ ও উন্নয়ন।	প্রকল্প সমাপ্ত

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায় ১৩১ টি)। বাস্তবায়ন কাল: ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫৬৪ লক্ষ টাকা	১৩১ টি উপজেলার জনগণের খেলাধুলায় উৎসাহিতকরণ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি।	প্রকল্প সমাপ্ত
৩৭। পুলিশ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ) পুলিশ লাইন্স নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী/১৭ হতে মার্চ/২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩,১৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা।	বরিশাল ও সিলেট এপিবিএন ও আর.আর.এফ এর জন্য- ১. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করা; ২. প্রয়োজনীয় অফিস ভবন নির্মাণ; ৩. অফিসার এবং ফোর্সদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা; ৪. প্যারেড এবং ভৌত প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করা।	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতিঃ ক) সিলেট এপিবিএনঃ মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ম্যাগজিন, মাল্টিপারপাস ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। মসজিদের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। খ) সিলেট আর.আর.এফঃ মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ম্যাগজিন, মাল্টিপারপাস ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। মসজিদের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১১: বিদ্যুৎ শক্তি, প্রকল্প সংখ্যা: ০৩		
৩৮। বিদ্যুৎ বিভাগ		
প্রকল্পের নাম: টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট ফর ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল রিনিউএবল এনার্জি পাওয়ার জেনারেশন (এসআরইপিজেন)	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
প্রকল্পের নাম: Rural Electrifiction Expansion in Chittagong & Sylhet Division, Program 02.	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
প্রকল্পের নাম: Power Distibution System Development Project in Sylhet Division	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১২: জ্বালানী ও খনিজসম্পদ: ০১		
৩৯। জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ		
প্রকল্পের নাম: 3D Sysmic Survey Project of BAPEX. বাস্তবায়ন কাল: ২০১৩-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪,৭০০ লক্ষ টাকা	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩টি সিসমিক সার্ভে পরিচালনা করা।	ভৌত অগ্রগতি: ৭০%
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১৩: জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০২		
৪০। পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় (ব্রিজিং পর্যায়)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮,	টাঙ্গুয়ার হাওরের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন।	প্রকল্প সমাপ্ত

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৭ লক্ষ টাকা		
প্রকল্পের নাম: প্রমোশন অব ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট ইন কো-অর্ডিনেটিং দ্য বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি)। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩০০ লক্ষ টাকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসন।	
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১৪: স্বাস্থ্য		
৪১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ		
জামালগঞ্জ উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১৭-২০২২ সালের অপারেশন প্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত আছে।
শাল্লা উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	টেন্ডার শেষ হয়েছে। কাজ শুরু করার অনুমতি পাওয়া গেছে।
৪২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর		
অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি)।	To Scale up unani throughout the country along with the Allopathic treatment to ensure quality & equitable health services for all citizen of Bangladesh and develop of Unani, Ayurvedic & Homoeopathic education system.	ভৌত অগ্রগতি: ৮০%
৪৩। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর		
Upgrading of Upazila Health Complex (UHC). GoB & DPs	Sunamganj District: 11 Upazila Habiganj District: 8 Upazila Netrokona District 10 Upazila Kishoreganj District 13 Upazila Sylhet District 12 Upazila	রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
Community Health Care: Establishment of Community Clinics (CC). GoB & DPs	Sunamganj: 11Upazilla Habigonj: 8 Upazilla Netrokona: 10 Upazilla Kishoregonj: 13 Upazilla Sylhet: 12 Upazilla	রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

হাওর মহাপরিকল্পনায় মোট ১৭টি সেক্টরের (যথাঃ- পানি সম্পদ, কৃষি, মৎস্য, মুক্তা চাষ, প্রাণিসম্পদ, বনজসম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি, পরিবহন ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, সামাজিক সেবা, শিল্প, বিদ্যুৎ শক্তি ও খনিজ সম্পদ) আওতায় ১৫৪টি প্রকল্প ক্ষেত্রের প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কৃষি ও যোগাযোগ/পরিবহন ব্যবস্থা সেক্টর কর্তৃক সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১৮টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পানি সম্পদ সেক্টরে ১৫টি, সামাজিক সেবা সেক্টরে ১৪টি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেক্টরে ১২টি করে প্রকল্প বর্তমানে হাওর এলাকায় চলমান রয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন, মৎস্য সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি এবং বসতি স্থাপনসহ বনজসম্পদ সেক্টরে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি, পর্যটন, শিল্প, খনিজসম্পদ ক্ষেত্রে আরও অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ রয়েছে; তবে বনজসম্পদ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন, পর্যটন শিল্প, খনিজসম্পদ খাতে উন্নয়নের জন্য আরও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

হাওরাঞ্চলের প্রতিটি এলাকা দারিদ্র-পীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত হওয়ায় সকল প্রকল্পের সুবিধা সমভাবে সকল এলাকায় পৌঁছানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদার প্রকল্প ক্ষেত্রসমুহকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করার

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাওরের সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে সমন্বিত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে হাওর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। হাওর মহাপরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হাওর এলাকায় উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য কাজ করে চলেছে, যেখানে হাওরের প্রধান বৈশিষ্ট্য জলজ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয় অগ্রাধিকার দিয়ে সমন্বিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং একই সাথে হাওরবাসীর জীবন-জীবিকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, সিটিজেন চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিবেদন ইত্যাদি জনগনের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদকরণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর অঞ্চলের জন্য তথ্যভান্ডার প্রণয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হচ্ছে এবং দেশের সমগ্র জলাভূমির তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২০ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ব্যানার, ফেষ্টুন, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে এবং **'টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনা: সমৃদ্ধ জীবন'** শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার

জলাভূমির সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারী বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও সভা সমাবেশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক কয়েকটি সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জলাভূমির সর্বশেষ তথ্যসম্বলিত তথ্যভান্ডার প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত রয়েছে, যা দেশের উন্নয়ন সংস্থাগুলির গৃহিতব্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এ অধিদপ্তর একটি নবসৃষ্ট অধিদপ্তর। সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে জলাভূমি সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ এখনো সম্ভব হয়নি। অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এটি চুড়ান্ত হলে অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের সবধরণের জলাভূমির জলজ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয় অগ্রাধিকার দিয়ে সমন্বিত টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও জলাভূমি কেন্দ্রিক মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পের পাশাপাশি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ গঠনে অধিকতর অবদান রাখতে সদা সচেষ্ট।

ছবিতে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম ২০১৯-২০২০



১: বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২০ উদযাপনে আয়োজিত "টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনা : সমৃদ্ধ জীবন" শিরোনামে ২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে **WARPO** সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনার। জনাব কবির বিন আনোয়ার, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



২: "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ''Comprehensive feasibility study for sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel and connected rivers etc.) in Different Hydrological Regions of Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষা কাজের **Inception report**-এর ওপর মতবিনিময় কর্মশালা।



৩: **Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework** সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত কর্মশালা।



৪: "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ''Comprehensive feasibility study for sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel and connected rivers etc.) in Different Hydrological Regions of Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষা কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ



ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তাপ্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনক্রমে Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে একটি ট্রাস্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (বাস্তবায়ন-২) অর্থ মন্ত্রণালয়; অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিবেশ অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কতৃপক্ষ; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স; বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার), মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

অধিক্ষেত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ভূগর্বস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স এবং নদী, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, মোহনা এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রগ্রাফিক জরীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়; মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর অরগানোগ্রাম

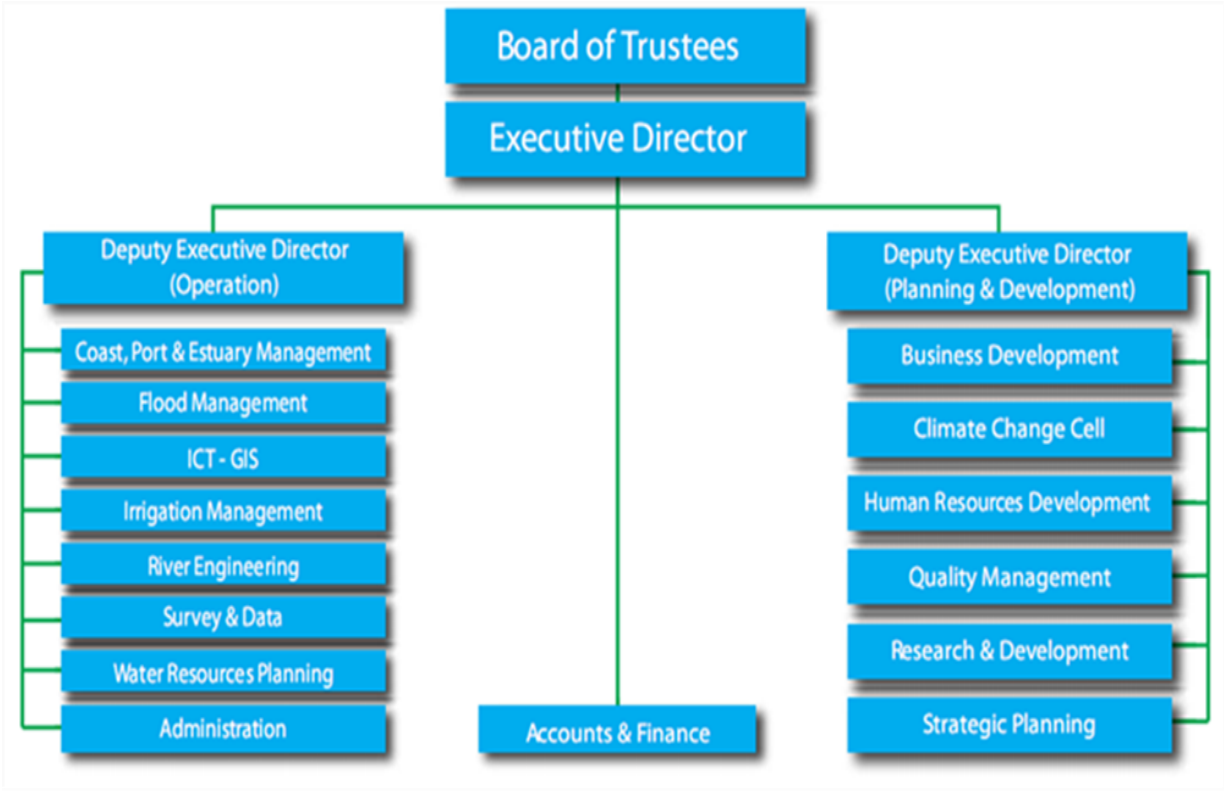

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩২৫ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল সংখ্যা

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২১০
কর্মচারী ও সাপোর্ট স্টাফ	৬০
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫৫
মোট	৩২৫

আইডব্লিউএম ইউজার কনফারেন্স ২০১৯

থিমঃ চ্যালেঞ্জস অব বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০: আইডব্লিউএম এর ভূমিকা



আইডব্লিউএম এর ইউজার কনফারেন্স ২০১৯ এ আগত সম্মানিত অতিথিদের সাথে আইডব্লিউএম এর কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেল কেন্দ্র (বিআইসিসি), আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর এর সেলিব্রেটি হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয় IWM Users' Conference 2019। জনাব কবির বিন আনোয়ার, মাননীয় সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারপারসন IWM বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি, মননীয় প্রতিমন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। IWM বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর সম্মানিত সদস্য বর্গ, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পানি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যার আলোকে বাংলাদেশের বদ্বীপভূমির বিবিধ অবাঞ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় IWM এর পরিসেবাগুলোকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে প্রোগ্রামটিকে সমৃদ্ধ করেন।





সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারপাসন আইডব্লিউএম এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জনাব কবিন বিন আনোয়ার আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্যেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন









IWM Users' Conference 2019 এ অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মূল্যবান মতামত প্রদান



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি'কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন, আইডব্লিউএম এর ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব, জনাব কবির বিন আনোয়ার। পাশে উপস্থিত আছেন, প্রফেসর ড. এম. মনোয়ার হোসেন, তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক, IWM এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান



কারিগরি অধিবেশনের সমন্বয়ক প্রফেসর ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), জিইডি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কামিশন কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন IWM এর তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম. মনোয়ার হোসেন। পাশে উপস্থিত আছেন কারিগরি অধিবেশনের দুই প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জনাব আবু সালেহ খান, তৎকালীন উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশনস), IWM



বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পাউবো, ওয়ারপো, যৌথ নদী কমিশন, বিআইডাব্লিউটিএ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিবিএ, বিএমডিএ, ডিপিএইচই, ডিওয়াসা, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, এলজিইডি, আরএউচডি, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ইউএনডিপি এবং অন্যান্য সেক্টর থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

জনাব আবু সালেহ খান, তৎকালীন উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশনস), আইডব্লিউএম এবং বর্তমান নির্বাহী পরিচালক স্বাগত বক্তব্যের শুরুতে প্রধান অতিথি, সম্মেলনের সভাপতি, পাউবো মহাপরিচালক, আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক এবং সকল

প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিনিধি, আলোচক এবং IWM Users' Conference 2019-এ আগত সকল অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, IWM Users' Conference 2019 এর মূল লক্ষ্য Center of Excellence হিসেবে আইডব্লিউএম এর অগ্রগতি, উন্নয়ন ও ভিশন সকলের সামনে উপস্থাপন করা। সরকারের এসডিজি২০৩০ (SDG2030) বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার কর্মপন্থা নিয়ে তিনি বিষদ আলোচনা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন **"The road to dignity by 2030, ending poverty by 2030, road to knowledge by 2030, decent life for all and prioritizing the planet's need"** এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সরকার BDP2100 গ্রহণ করেছে। BDP2100 বাস্তবায়নে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে আইডব্লিউএম তার উচ্চ কারিগরি সহযোগিতা সবসময় অব্যাহত রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সবশেষে, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও সরকারের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে আগত সকল সম্মানিত অতিথিকে সম্মেলনে স্বাগত জানিয়ে তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন। আইডব্লিউএম এর তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আইডব্লিউএম এর সার্বিক কারিগারি দক্ষতার দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি BDP2100 বাস্তবায়নে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে আইডব্লিউএম এর উচ্চমানের কারিগরি সহযোগিতা ব্যবহারের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ এর সামগ্রিক লক্ষ্য পানি সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা, খাদ্য সুরক্ষা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রশাসনের কাঠামো এবং বাস্তনায়নের সর্বোস্তরের জন্য টেকসই এবং সাধারণ একমত হওয়া কৌশলকে উপলব্ধি করা। তিনি আইডব্লিউএম এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম এবং বিভাগগুলি কিভাবে বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে তা উল্লেখ করেন।



প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁর বক্তব্যে আইডব্লিউএম এর বিশ্ব মানের করিগরি দক্ষতার দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, আইডব্লিএম এর করিগারি দক্ষতা দেশে এবং বাংলাদেশের বাইরেও সমাদৃত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। দেশীয় প্রতিষ্ঠান এর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ এর কারিগরি সমাধান এর উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য আইডব্লিউএম বাংলাদেশের একটি সফলতার গল্প।



সম্মেলনের সভাপতি জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে ১৯৭০ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রদত্ত একটি ভাষণ স্বরণ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি মনে করি পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণই আমাদের প্রধান সমস্যা"। বঙ্গবন্ধুর উল্লেখ্য দুটো সমস্যা নিয়ে আইডব্লিউএম দীর্ঘ দিন থেকে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে, তাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

জনাব আনোয়ার আরও উল্লেখ করেন, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে আরও আন্তরিক হতে হবে। এ প্রসংগে তিনি সরকারের গৃহীত উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য সুপেয় পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তার লক্ষে উপকূলীয় বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য ৫০০ থেকে ১০০০ বিঘা আয়তনের ২৫ টি জলাধার নির্মানের একটি প্রকল্প গ্রহণের কথা সম্মেলনে আগত সকল অতিথিবৃন্দকে অবহিত করেন।

১৯৯৬ সনে প্রতিষ্ঠিত যুগোপযোগী, উচ্চ প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইডব্লিউএম প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।



পরিকল্পনা কমিশনের সাধারন অর্থনীতি বিভাগের (GED) প্রধান, জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম বক্তব্যের প্রথমেই IWM Users' Conference 2019 আয়োজনের জন্য আইডব্লিউএমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, নেদারল্যান্ডস এর পর বাংলাদেশ ২য় দেশ হিসেবে পুরো ইকো সিস্টেমকে অপরিবর্তিত রেখে সম্বন্নিত টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে ডেল্টা প্লান ২১০০ মাধ্যমে, ১০০ বৎসরের একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ পরিকল্পনা তৈরীতে পারিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে উচ্চ কারিগরী এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্ভার দিয়ে সহযোগিতা করায় আইডব্লিউএমকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



"Salient Features of Bangladesh Delta Plan 2100" এ প্রতিপাদ্যে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনের প্রথমেই তিনি ডেল্টাপ্লান ২১০০ এর আলোকে এর বিশদ পটভূমি নিয়ে আলোকপাত করেন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো কটিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ডেল্টাপ্লান ২১০০ কি ভূমিকা রাখবে তাও তিনি তার প্রবন্ধে উপস্থাপন করেন। ডেল্টাপ্লান ২১০০ তৈরীতে নেদারল্যান্ডস সরকারের সর্বিক সহযোগিতার কথা উল্যেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।



জনাব আমিনুল হক বর্তমান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এসডিজি এবং ডেল্টাপ্লান ২১০০ নিয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শুরু করেন। এসডিজির মূল লক্ষ্য ১৭টি এবং লক্ষ্যমাত্রা ১৬৯টি। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে সকলকে নিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অগ্রসর হওয়া এবং সকলের প্রচেষ্টাকে একেকটি সুযোগ হিসাবে নিয়ে সম্মেলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি তিনি জোর দেন। ডেল্টা প্লান ২১০০ তে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৮০টি। যার মধ্যে ৬০টি প্রকল্পই পনি সম্পদ সংক্রান্ত এবং ৪৬টি সরাসরি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্ন্তভুক্ত। সুতরাং প্রকল্প প্রণয়নের পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসব প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে আইডব্লিউএম তাদের উচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা দিয়ে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে পাশে থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব আবু সালেহ খান তৎকালীন উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশনস), আইডব্লিউএম এবং বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম "State of the Art Mathematical Modelling, Survey & ICT-GIS in Water Resources Development of Bangladesh" প্রতিপাদ্যে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জনাব খান তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) অববহিকায় অবস্থিত জটিল হাইড্রোলজিক্যাল এবং জিওলজিক্যাল গুণাবলী সম্পন্ন বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ। শুষ্ক মৌসমে খুব কম পানি, বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি এবং পলি এই উচ্চ জন ঘণত্ব সম্পন্ন দেশটির মূল সমস্যা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বন্যা পূর্বাবাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের জন্য আইডব্লিউএম কতৃক প্রস্তুতকৃত hydrodynamic model নিয়েও তিনি আলোকপাত করেন। বর্তমানে দুই স্তরে বন্যা পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে। বর্ষা পূর্ব সময়ে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকার জন্য মডেল থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ১৫ দিনের পূর্বাভাস এবং সম্ভাব্য এক মাসের পূর্বাবাস নিয়মিতভাবে দেয়া হচ্ছে। তিনি এখানে আরো উল্লেখ করেন, আইডব্লিউএম ভারতের বিহারের পাটনায় আইডব্লিউএম এর মতো আর একটি ইনস্টিটিউট তৈরীতে বিহার সরকারকে কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের বন্যা প্রবন এ রাজ্যেটিতে মানুষের জানমাল রক্ষায় বন্যা পূর্বাবাস এবং সতর্কীকরণ অত্যন্ত জরুরী, তিনি উল্লেখ করেন। পরিশেষে, দেশের ও বিদেশের আইডব্লিউএম এর সকল সেবাগ্রহীতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব খান তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে আইডব্লিউএম সর্বতভাবে নিবেদিত। মানব সম্পদ উন্নয়নে যে সমস্ত কর্মসূচী এই সংস্থা হতে আয়োজন করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালা ও সেমিনার।
- সেবা গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিশেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করন ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ।
- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের Industrial training প্রদান।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মাস্টার্স, পি এইচ ডি পর্যায়ের ডিগ্রী লাভে গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- NAHRIM, Malaysia কে প্রশিক্ষণ দেয়া
- Client based Technology Transfer Training

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ২১ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং তাতে দুই শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এছাড়াও ২০১৯-২০ সালে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালামূহ বিদেশে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আইডব্লিউএম এর মনোনীত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।



কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে IWM এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণরত IWM এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০১	Training programme on “Data processing by using Arc GIS from the Airborne LiDAR Survey and Aerial Photography work of Tanguar Haor and its adjacent area”	Finland
০২	Short course on “Coastal System”	Netherlands
০৩	Sixth International Conference on Climate Service (ICCS6)	India
০৪	Esri Singapore User Conference 2019	Singapore
০৫	Annual General Meeting of IWM Malaysia SDN BHD	Malaysia
০৬	Internal Control System, Management Information System, Financial Management, Budgetary Control and Leadership’	Indonesia
০৭	Knowledge Transfer Program between Dhaka WASA and KUKL, Nepal	Nepal

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০৮	Climate Services for Water and Hydropower in South Asia	Nepal
০৯	Sharing Knowledge for Sharing Waters for Sharing Benefits in Asian International River Basin	China
১০	Cities and Climate Change	Nepal
১১	HR and Learning Show	Singapore

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে:

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	যে প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়োজন করা হয়
০১	UN ESCAP's methodology on Systems Thinking and Stakeholder Engagement Planning	1	Water Resources & Planning Organization (WARPO)
০২	Monitoring of Hydraulic & Morphological Conditions of Jamuna River for Safety of River Training Works of the Bangabandhu Bridge during the year 2019-2022	8	Bangladesh Bridge Authority (BBA)
০৩	Internship of the Students of WRE, BUET	8	Department of Water Resources Engineering (WRE), BUET

সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/Modelling-এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। দেশগুলের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, স্পেন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, ভারত, ইত্যাদি।



IWM এর আইসিটি-জিআইএস বিভাগের সহযোগী বিশেষজ্ঞ (জিআইএস ও আরএস) মোঃ জাহিদ হাসান সিদ্দিকী, "সমাজ ও পরিবেশের জন্য প্রয়োগকৃত ভূ-তথ্যসূত্র: ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপস, উন্নয়নের সম্ভাবনা" শীর্ষক দশম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে সেপ্টেম্বর ১১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৯, জার্মানি সফর করেন। জার্মানির স্টুটগার্ট, ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং এইচএফটি আইসিএ-ওএসজিও-ল্যাবে এই প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়।

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS/ জরীপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব; • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন; • নগর পানি ব্যবস্থাপনা; • সেচ, জলবায়ু ব্যবস্থাপনা ; • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ; • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা; • বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা; • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা ; • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা;	• GIS ভিত্তিক DSS; • GIS ভিত্তিক IIS; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুনগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান; • ওয়াটার কোয়ালিটি এনালাইসিস

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

Sl. no	Project Name
1.	Feasibility Study for Establishing the Linkage of the Upper Bhairab River with Mathabanga River for Restoration of Dry Season Flow
2.	Feasibility Study of Hilly Rivers for Integrated Solutions
3.	Water Management Knowledge and Innovation Program 2019 (WMKIP)
4.	River Modelling Study for Assessing the Impact of Slipway and Planning of Mitigation Measures
5.	Feasibility study for construction of walkway, Eco-park and others on the foreshore land of the river Buriganga, Turag, Balu and Sitalakhya
6.	Mathematical Model Study for Integrated Development and Sustainable Water Management of Tentulia River
7.	Mathematical Model Study for Integrated Development and Sustainable Management Plan of Lower Meghna River Along Bhola Island
8.	Development of Cox's Bazar Airport - Additional Hydrological and Morphological Study for the further extension of Cox's Bazar
9.	Joint Cooperation Programme for Bangladesh
10.	Delta Plan 2100 (Phase 2)
11.	Feasibility Study for Protection and Development of Cox's Bazar Sea Beach
12.	Feasibility Study for Protection and Development of Kuakata Sea Beach
13.	The selection of suitable location for Installation of 33KV Submarine Cable in Kutubdia Channel (2nd Phase)
14.	Surface Water Hydrological Study for Selection of Potential Locations for Nuclear Power Plant in Southern Region of Bangladesh
15.	Flash Flood Forecasting & Dissemination (IFAD) (2014 - 2019): BWDB

Sl. no	Project Name
16.	Water Resources Vulnerability and Security Assessment of the Yarlung Tsangpo-Brahmaputra Transboundary River Basin
17.	Feasibility Study for Construction of Hydraulic Elevated Dam of BWDB
18.	MIKE HYDRO Basin Model Updating for Water Allocation Plan Study for Selangor State
19.	Consultancy Services for Updating the Resettlement Action Plan (RAP) and Development of an IT System for Improvement of Sylhet-Tamabil Road
20.	Cropping system intensification in the salt-affected coastal zones of Bangladesh and West Bengal, India: CSIRO
21.	Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework
22.	Groundwater-Surface Water Interaction Modelling and Hydrogeological Investigation for Conversion of 150 MW Sylhet GT to 225 MW CCPP Project
23.	Groundwater Hydrological Study for the proposed Project of "Probable Site Selection for Construction of Nuclear Power Plant in the Southern Part of Bangladesh"
24.	Feasibility study of surface water and groundwater for IWRM for development of minor irrigation (Phase - 1)
25.	Munshirhat Bridge on the Kirtinasha River - Hydro-morphological Study
26.	Bahadurpur and Kernal Khal Bridges - Hydro-morphological Study
27.	Mathematical Modelling for New Rail Line from Modhukhali to Magura
28.	Hydro-morphological Modelling and Survey of the Jamuna River for the Proposed Bangabandhu Rail Bridge
29.	Bathymetric survey and Discharge measurement during 2019 monsoon for FRERMIP
30.	Bathymetric Survey by Multibeam Echosounder for monitoring Bank erosion and River training works at Naria
31.	Emergency Bathymetric Survey of lower Meghna river at Char Folkon in Upazila : Komolnagar, District : Lakshmipur
32.	Samsung CRT Project
33.	Support to WUR in Research Project "Deltas out of Shape"
34.	Detail Study on Total Water Demand & Water Availability Assessment for Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN)
35.	Environmental Assessment of DSIP - Pagla ESIA
36.	Consulting Services for Feasibility Studies and Preparations of Conceptual Designs & Bidding Documents for DBO/DB Contracts (Package No.: S-2)
37.	Drainage Study of Chinese Economic Zone
38.	Integrated WRM in Bangladesh - TA
39.	Consultancy Services for pre-work and post-work survey and analysis of 5-khals under Dhaka WASA
40.	Pre and Post-work Measurement for Sludge Removal of 11 khals in Dhaka city

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

Sl. no	Project Name
1.	Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal Zone
2.	Supervision and Monitoring the Performance Dredging, Morphological and Environmental Impacts, Detailed design and Assessment of Effectiveness of Dredging for Restoration of Dry Season Flow, Improvement of Navigability and Flood Management of Four River Routes including Hydrographic and Bathymetric Survey Services
3.	Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin
4.	Feasibility Study for Providing Irrigation facilities through Construction of Hydraulic Elevator DAM (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamati.
5.	Feasibility Study for the Development and Management of Karnafuli River Basin (with Halda river)
6.	Consultancy Services on Surface Water Hydrology study for "Probable Site Selection for Construction of Nuclear Power Plant in the Southern Part of Bangladesh"
7.	Mathematical Modeling & Survey Support for HFM&LIP (BWDB Part) during 2018 & 2019
8.	Management Support to the Mathematical Modelling Centre (MMC) for Water Resources Research & Development under Water Resources Department, Government of Bihar
9.	Detailed Feasibility Study for Flood Control, Drainage, Irrigation and Dredging of Bakkhali River in Cox's bazar District (Phase-1)
10.	Study on Aquifer and Mapping and Groundwater Resource Assessment for Management of eco-friendly Sustainable Agricultural Development in Bangladesh
11.	Comprehensive Feasibility Study for Sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel, and connected rivers etc.) in different Hydrological Regions of Bangladesh
12.	SDIP Phase II - Sustaining Groundwater Irrigation for Food Security in the Northwest Region of Bangladesh
13.	Development of Upazila Land Suitability Assessment and Crop Zoning System of Bangladesh
14.	Consultancy Services for Preparation of GIS Maps (City & Ward) for Chattogram City Corporation (CCC)
15.	Developing Disaster and Climate Change Risk Profile of Industry Sector in Bangladesh
16.	Detail Topographic Survey, Hydrological and Morphological Study using Mathematical Model for Proposed Rail Line Construction from Bhanga to Payra Port
17.	Monitoring of Hydraulic & Morphological Conditions of the Jamuna River for the safety of the River Training Works of the Bangabandhu Bridge during the year 2018 to 2022 (Five Years)
18.	Shuvapur Bridge on the Feni River - Hydro-morphological Study
19.	Mathematical Modelling for Dredging of the Padma River in Dohar Upazilla
20.	Hydrological and Hydraulic Mathematical Modelling Study for Bridges along the Nasirnagar R&H-Bholakot Bazar-Chatalpara GC-Aruail Road
21.	Bathymetric Survey for Gorai River Dredging and Bank Protection
22.	Implementation Support Services in connection with different ongoing projects of BWDB
23.	Preparation of Sewerage Master Plan with Detail Design of Priority Works Project for Sylhet City Corporation

Sl. no	Project Name
24.	Preparation of Master Plan, Architectural Design, Detail Design, Drawings, BoQ, Tender Documentation & Construction Supervision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University (BSMRMU) Permanent Campus at Chattogram
25.	Road and drainage improvement in zone 1-5 of GCC
26.	Consulting Services for Project Development Facility (PDF) Consultants (Package No. DWSNIP/PDF/03.5)
27.	Training, GIS Data Preparation & Mapping, Prepare Survey Report, Modelling and Detailed Design (Contract Package ICB 02.9 of DWSNIP- S. A. Engineering)
28.	Training and Supervision of Survey Works, Pipeline Distribution Network Modelling, Design & Detail Design work under "Distribution Network Improvement (DNI)"
29.	Preparation of Master Plan and Feasibility Study for Short-term Measures in Ward No.- 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 and 75 of Dhaka South City Corporation.
30.	Designing and Implementation Supervision of Water Supply Network Considering DMA Concept at Jhilmil Housing Project of RAJUK, Dhaka
31.	Feasibility Study in connection with Preparation of DPP for Construction and Rehabilitation of DTW in Dhaka City
32.	Detail Study on Total Water Demand & Water Availability Assessment for Naf and Sabrang Tourism Park, Phase-1
33.	Feasibility Study for Water Supply Transmission in Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar from Proposed Mohara WTP (Phase II), Chattogram
34.	Design and supervision of drainage system in Zone 1 & 2 in Dhaka city
35.	Emergency Multi-sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)
36.	ESIA & ESMF for the PRIDE Project Mirersarai BEZA ESIA
37.	Implementation Support Service in connection with different ongoing projects of BWDB during 2019-20
38.	Met Ocean survey for Payra Port
39.	Survey of proposed Landing station & Vessel Shelter for BIWTA
40.	Survey for CDSP at Meghna Estuary
41.	JICA Basic Data Collection and Monitoring of River Water
42.	Feasibility Study in connection with Preparation of DPP for Construction and Rehabilitation of DTW in Dhaka City

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলায় বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা জনগন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সমাধানকল্পে IWM এর সমীক্ষা প্রকল্প



টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলায় বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের থাকার অস্থায়ী বাসস্থান

গত ২০১৭ সালের আগষ্ট মাস থেকে প্রায় ৭ লক্ষ রোহিঙ্গারা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় আসতে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তচ্যুত এই বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী বাসস্থানে (Camp) থাকার ব্যবস্থা সহ খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।



বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের পানি সরবরাহ সিস্টেম

ইতোমধ্যে বিশাল রোহিঙ্গা উদ্বাস্ত এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্য এরই মধ্যে অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে অনেক টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়, যেগুলোতে এখন আর আগের মতো পানি পওয়া যাচ্ছে না। বহু টিউবওয়েলে এখন একেবারেই পানি আসছেনা না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার উপলব্দি করেন যে, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটি বিবেচনায় নিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট এবং বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি বাস্তব সমাধান খুঁজে বের করা দরকার; যার মাধ্যমে পানির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে সামাঞ্জস্য থাকবে এবং পানি ব্যবহারকারীরাও প্রয়োজনীয় ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পানি পাবে। এর পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে ভূ-পরিস্থ পানির উৎসও খুঁজে বের করতে হবে।

সার্বিক দিক বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE), টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তদের জন্য তৈরী করা অস্থায়ী বাসস্থানগুলোতে (Camp) ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আবাসিক প্রয়োজনে **"টেকসই, নিরাপদ এবং নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিরুপন সমীক্ষা"** নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়, সেখানে আইডব্লিউএম পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োজিত ছিল।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটালাইজেশনে আইডব্লিউএম এর কারিগরি সহযোগিতা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি), ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সিনেসিস আইটি-এর মধ্যে "চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি)) এর জন্য জিআইএস ম্যাপ (সিটি এবং ওয়ার্ড) প্রস্তুতের জন্য একটি স্টাডি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারীতে সিসিসির সম্মেলন কক্ষে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।



চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য জিআইএস ম্যাপ প্রস্তুতি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন চিফ সিটি প্ল্যানার, জনাব এ কে এম রেজাউল করিম, সিসিসি এবং আইডব্লিউএমের পক্ষে জনাব আবু সালেহ খান, নির্বাহী পরিচালক।

ড. মোল্লা মোঃ আওলাদ হোসেন, পরিচালক, আইসিটি-জিআইএস বিভাগ, আইডব্লিউএম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (সিসিসি) ওয়েব জিআইএস-ভিত্তিক সম্পদ পরিচালন ব্যবস্থা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বিকাশের জন্য সিটি কর্পোরেশনের ৪১ টি ওয়ার্ডের জন্য বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র ওয়ার্ড ম্যাপের সাথে চট্টগ্রাম সিটি এলাকার জিআইএস ভিত্তিক সিটি ম্যাপ ধারণাটি উপস্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা, সিসিসি, জনাব মফিদুল আলম, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিসিসি, জনাব আবুল হাশেম, মাননীয় মেয়রের পিএস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আইডব্লিউএম এর জনাব এম সামিউন নবী, ম্যানেজার, বিজনেস ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, সিনেসিস আইটি এর পরিচালক জনাব সোহরাব হোসেন এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর উপস্থিতিতে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চিফ সিটি প্ল্যানার, জনাব এ কে এম রেজাউল করিম, সিসিসি এবং জনাব আবু সালেহ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত রক্ষা এবং উন্নয়ন

বাংলাদেশের সর্ব-দক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতটি বাংলাদেশ তথা বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। প্রতি বছর দীর্ঘতম এই সমুদ্র সৈকতের নীল জলরাশির নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য দেশী-বিদেশী হাজার-হাজার ভ্রমন পিপাসু পর্যটকের আগমন ঘটে। তাদের সেবা প্রদানের জন্য সমুদ্রের তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানের হোটেল-মোটেল ও রেষ্টুরেন্ট। সমুদ্র তীরে বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট চলমান ভাঙ্গনের কারনে কক্সবাজারের সমুদ্র তীরের পাশে গড়ে তোলা নান্দনিক পর্যটন এলাকাটি বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সাগর তীরের চলমান ভাঙ্গণ এবং ঢেউয়ের আঘাতে সৃষ্ট ভাঙ্গনে কিছু স্থাপনা ইতিমধ্যে বিলীন হয়েছে। সাম্প্রতিক ভাঙ্গন এর মধ্যে রয়েছে লাবনী পয়েন্ট হতে ডায়াবেটিকস পয়েন্ট পর্যন্ত এলাকা এবং বেইলি হ্যাচারি হতে কলাতলি পর্যন্ত ভাঙ্গনের জন্য ঝুকিঁপূর্ণ এলাকা। ভাঙ্গন প্রক্রিয়াটি চলমান থাকলে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আধুনিক পর্যটন শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা বেশ বড় একটি এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।



সাম্প্রতিক ভাঙ্গনঃ লাবনী পয়েন্ট হতে ডায়াবেটিকস পয়েন্ট



ভাঙ্গনের জন্য ঝুকিঁপূর্ণঃ বেইলি হ্যাচারি হতে কলাতলি

সমূদ্র তীরের এই চলমান ভাঙ্গন হতে কক্সবাজার শহরের হোটেল-মোটেল জোন তথা পর্যটন শিল্পের বিকাশে তৈরি অন্যান্য স্থাপনাকে রক্ষা এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতকে নান্দনিকভাবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আই.ডাব্লিউ.এম) একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ণ করবে।

এই সমীক্ষা প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছেঃ তথ্য-উপাত্ত, প্রয়োজনীয় জরিপ, গানিতিক বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় জনসাধারনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভাঙ্গনের কারণ চিহ্নিত করা, প্রতিকারের সম্ভাব্য স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই পন্থা নির্ধারন, ভাঙ্গন প্রতিরক্ষার জন্য পরিবেশবান্ধব অবকাঠামোসমূহের নকশা তৈরি এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে সমুদ্র তীরে দেশী-বিদেশী পর্যটকের চিত্ত-বিনোদন উপযোগী বিভিন্ন অবকাঠামোর প্রস্তাবনা তৈরি। এছাড়াও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোর ও স্থান নির্ধারনের বিষয়টিও এই সমীক্ষার কার্যপরিধির অন্তর্ভূক্ত।

সমীক্ষাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রথমতঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশেষ করে নদীর তলদেশ, জোয়ার-ভাটা, সমুদ্র তীরের উচ্চতা, পানির গতিবেগ, পলি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একই সাথে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং পূর্ববর্তী সমীক্ষার ফলাফলসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি সম্পাদিত জরিপের তথ্য-উপাত্তের সমন্বয় করে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পানির গতি, ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস এবং পলি প্রবাহের গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়েছে। সকল তথ্য ও গাণিতিক মডেলের ফলাফল বিশ্লেষনপূর্বক সমুদ্র সৈকতে ভাঙ্গনের কারন এবং ভাঙ্গন রোধে পরিবেশবান্ধব ভাঙ্গণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নির্বাচন করা হয়েছে। সমুদ্র তীর রক্ষায় স্পটীপিং ডিফেন্স, প্রাকৃতিক বালিয়াড়িকে মজবুতকরণ, বহুমুখী পর্যটন বান্ধব বাধ নির্মানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যাহা শুধু ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করবেনা বরং, পর্যটন ভিত্তিক অর্থনীতিকে রক্ষা করবে।

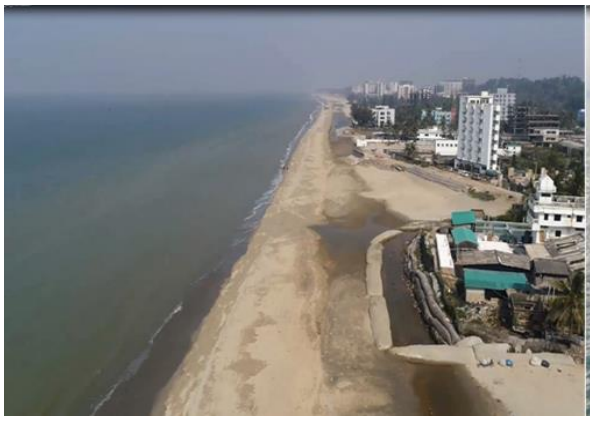

বর্তমান অবস্থাঃ বেইলি হ্যাচারি হতে কলাতলি

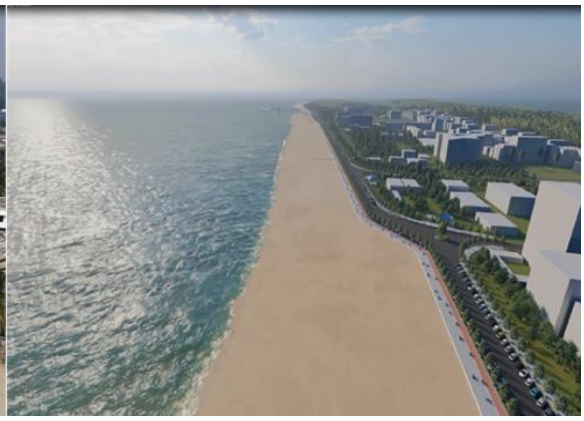

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ বেইলি হ্যাচারি হতে কলাতলি

এছাড়া সমুদ্র সৈকতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে, কলাতলি লাবনী পয়েন্ট পর্যন্ত এবং নাজিরার টেক এলাকায় বহুমুখী পর্যটন এবং পরিবেশ বান্দব বাঁধ ব্যবস্থাপনা, গাড়ি পার্কিং সুবিধা, বেইলি হ্যাচারী থেকে নাজিরার টেক পর্যন্ত বাইসাইকেলওয়ে এবং ওয়াকওয়ে, বীচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র, ট্যুরিষ্ট পুলিশ, লাইফগার্ড স্থাপন করার প্রস্থাবনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে, নতুন কর্মসস্থান এর সুযোগ তৈরী হবে এবং বিদেশি পর্যটক বৃদ্ধি পাবে।

নদী ভাঙ্গন, বন্যা ও নাব্যতা ব্যবস্থাপনার জন্য তেঁতুলিয়া নদীর খনন

তেঁতুলিয়া নদীটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালী জেলার মধ্য দিয়ে বহমান। ভোলা জেলা পূর্বে মেঘনা এবং পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই নদীটি খুবই খরস্রোতা এবং গতিবিধি পরিবর্তনশীল। বিগত কয়েক বছর ধরে নদীর তীব্র গতিবেগের ফলে বকশী থেকে বাবুরহাট পর্যন্ত অনেক জমি ও স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন যাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে অবর্ণনীয় জনদূর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। নদীর তীর থেকে ১ কিলোমিটার দুরে একটি ডুবোচর থাকার কারণে মূল নদীর গতিপথে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে নদীভাঙ্গনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমাধানের নিমিত্তে ইনিস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে।



বাবুরহাট লঞ্চঘাটের সাম্প্রতিক ভাঙ্গনের চিত্র



বকশী লঞ্চঘাটের সাম্প্রতিক ভাঙ্গনের চিত্র

তথ্য-উপাত্ত, প্রয়োজনীয় জরিপ, গানিতিক বিশ্লেষন এবং স্থানীয় জনগনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভাঙ্গনের কারণ চিহ্নিতকরণ, প্রতিকারের সম্ভাব্য ব্যবস্থা নির্ধারণ এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, নানাবিধ পর্যালোচনা ও গানিতিক মডেলের মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধের জন্য খননের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নির্বাচন করা হয়েছে। নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন Alignment এ খননের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। গানিতিক মডেলের মাধ্যমে সবচেয়ে উপযুক্ত খনন এলাইনমেন্ট বাছাই করা হয়েছে। খনন ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য একটি Detailed Plan নির্ধারন করা হয়েছে। ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ৮.৩৫ কিলোমিটার ড্রেজিং

এবং ৩৫.৮৫ কিলোমিটার তীর সংরক্ষন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হতে নিয়েছে।

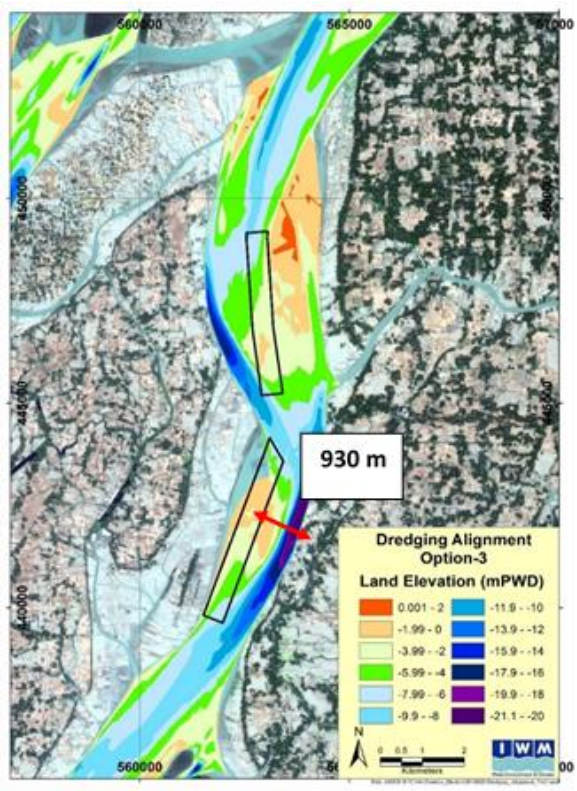

বাছাইকৃত উপযুক্ত ড্রেজিং এলাইনমেন্ট

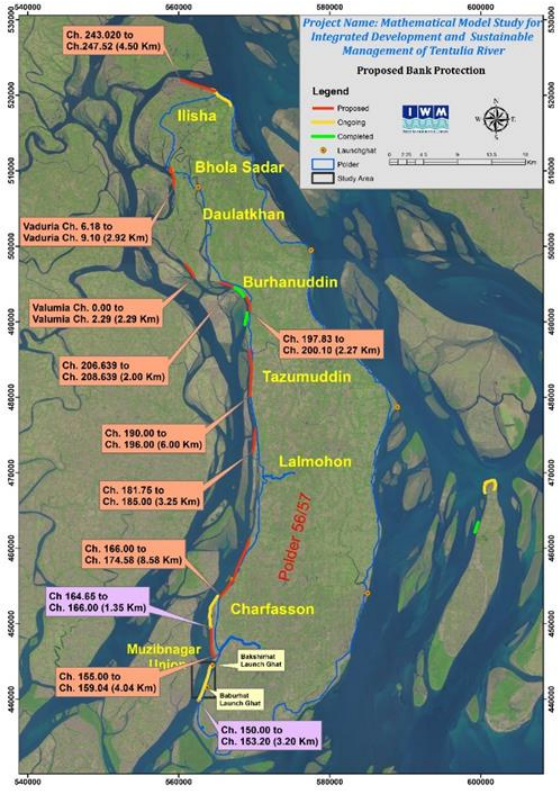

নদীর তীর সংরক্ষন কাজের প্রস্তাবিত কার্যক্রম

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীর ভাঙ্গনের তীব্রতা হ্রাস পাবে। ফলে উক্ত এলাকার স্কুল, কলেজ, বসতভিটা, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা রক্ষা পাবে। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে লঞ্চ ও অন্যান্য নৌযান নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। তাছাড়া খননকৃত মাটি মুজিবনগর ইউনিয়নের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজের মাঠ ভরাট ও মাঠ নির্মানের কাজে ব্যবহার করে উক্ত এলাকার ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

শুষ্ক মৌসুমে ভৈরব নদীর প্রবাহ পুনঃরুদ্ধার

একসময় হিসনা-মাথাভাঙ্গা-আপার ভৈরব নদী ছিল শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে মিঠা পানির প্রধান উৎস। সময়ের সাথে গঙ্গা নদীর সাথে হিসনা-মাথাভাঙ্গা নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মিঠা পানির এই প্রবাহ বিলীন হয়ে গেছে। তাছাড়া, ১৯৩৯ সালে ভৈরবের বুক ভরাট করে দর্শনায় চিনি কারখানা স্থাপন এবং পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ দ্বারা নদীর জমি অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়ার কারণে ধীরে ধীরে মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে আপার ভৈরব নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ভৈরব এবং কপোতাক্ষ নদের ভাটিতে লবনাক্ততা এবং পলি অবঃক্ষেপণের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে গঙ্গা নদী থেকে মাথাভাঙ্গা নদীতে পানি প্রবেশ করলেও শুষ্ক মৌসুমে কোন পানি মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রবেশ করেনা। আবার মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে আপার ভৈরবের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বর্ষা মৌসুমেও কোন পানি মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আপার ভৈরব নদীতে প্রবেশ করতে পারেনা।




চিত্র: মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া (বায়ে); আপার ভৈরব নদীর উৎসমুখ, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা (ডানে)

উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানকল্পে এবং ভৈরব নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ পুনঃরুদ্ধারের নিমিত্তে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আই.ডব্লিউ.এম) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। সমীক্ষাটিতে মাঠ জরিপ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, স্থানীয় জনগনের সাথে মতবিনিময়, গানিতিক মডেলের ফলাফল বিশ্লেষণ এবং ভু-উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত ছবি বিশ্লেষণ (Satellite image analysis) করে সমস্যার মূল কারন গুলো চিহ্নিতকরন ও সমাধানের উপায় নির্ণয় করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ পুনঃরুদ্ধারের জন্য এই সমীক্ষাটিতে নদী খনন, রাবার ড্যাম নির্মাণ সহ বেশকিছু কার্যক্রম সুপারিশ করা হয়েছে যা কারিগরিভাবে কার্যকর, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, পরিবেশবান্ধব এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদীর অববাহিকায় বসবাসরত লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। এ নদী সমূহের অববাহিকায় প্রায় ৫৫০০ হেক্টর ফসলি জমি নতুন করে সেচ কার্যের আওতায় আসবে। এছাড়া মাছের উৎপাদন প্রায় ৮৫০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাবে। ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদীতে মিঠা পানির প্রবাহ পুনঃস্থাপিত হলে তা এসব নদীর ভাটিতে লবনাক্ততার মাত্রা হ্রাস করবে। একইসাথে উজানের পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে তা নদীতে পলি অবঃক্ষেপণের মাত্রা হ্রাস করবে যা বাংলাদেশের দক্ষিন-পশিমাঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা নিরাসনেও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

এই প্রকল্পটিতে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ১৯৬ একর জমি অধিগ্রহন করে সেখানে ৮.৫৩ কি. মি. সংযোগ খাল খননের মাধ্যমে আপার ভৈরব নদীকে মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে সংযুক্ত করা। প্রকল্পটিতে চিত্রা ও মাথাভাঙ্গা নদীর সংযোগস্থল থেকে ভাটিতে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ একটি রাবার ড্যাম নির্মাণের প্রস্তাবনা করা হয়েছে যা শুষ্ক মৌসুমে মাথাভাঙ্গা নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে চিত্রা নদী ও সংযোগ খাল হয়ে আপার ভৈরব নদীতে মিঠা পানির প্রবাহ পুনঃস্থাপন করবে। আবার গঙ্গা থেকে মাথাভাঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য ১০.৮ কি. মি. দীর্ঘ মুজিব খাল এবং হিসনা নদীর ২৫.৯ কি. মি. অংশ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের ভিতর রয়েছে আপার ভৈরব নদীর দর্শনা থেকে তাহেরপুর অংশে ৮১.৯৬ কি. মি. নদী খনন এবং উৎপত্তিস্থল থেকে ভাটিতে ৩.৫৫ কি. মি. চিত্রা নদী খনন।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের একটি অন্যতম নৈসর্গিক সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই একসাথে উপভোগ করা যায়। পর্যটকদের সুবিধা দেয়ার জন্য এখানে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মানের অনেক হোটেল, স্থানীয় মার্কেট এবং রেস্তোরা। এছাড়াও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় রয়েছে বিস্তীর্ন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, শুটকি পল্লী এবং কুয়াকাটা বেরি বাঁধ। বিগত ৩০ বছর যাবত কুয়াকাটার সমুদ্র উপকূল ক্রমাগত ভাঙনের শিকার। ফলশ্রুতিতে, কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতের প্রস্থ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর ফলে, পশ্চিম তীর সংলগ্ন বাঁধ হুমকির সম্মুখীন, এবং মূল শহরের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে।



বেড়িবাঁধের বর্তমান অবস্থা



কুয়াকাটা পশ্চিম তীরে সঙ্কীর্ণ সমুদ্র সৈকত

চলমান ভাঙ্গন প্রতিকার করে, স্থাপনা রক্ষা এবং স্থানীয় র্পযটন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সমুদ্র সৈকতকে নান্দনিকভাবে গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আই.ডব্লিউ.এম) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায়, তথ্য-উপাত্ত, প্রয়োজনীয় জরিপ, গানিতিক বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় জনসাধারনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভাঙ্গনের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর প্রতিকারের সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই পন্থা নির্ধারণ, এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে সমুদ্র তীরে দেশী-বিদেশী পর্যটকের চিত্ত-বিনোদন উপযোগী বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সফলভাবে প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য প্রথমতঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। একই সাথে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং পূর্ববর্তী সমীক্ষার ফলাফলসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি সম্পাদিত জরিপের তথ্য-উপাত্তের সমন্বয় করে গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়েছে। সকল তথ্য ও গাণিতিক মডেলের ফলাফল বিশ্লেষণ পূর্বক সমুদ্র সৈকতে ভাঙ্গনের কারণ এবং ভাঙ্গন রোধে পরিবেশবান্ধব ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নির্ধারন করা হয়েছে। সমুদ্র তীর রক্ষায় গ্রোয়েন নির্মানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যাহা শুধু ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করবেনা বরং, সমুদ্র সৈকতের প্রস্থ (৩০-৪০) মিটারের মত বৃদ্ধি করবে, পর্যটন ভিত্তিক অর্থনীতিকে রক্ষা করবে এবং নতুন নির্মিত কুয়াকাটা বেড়িবাঁধকে ভবিষ্যৎ ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করবে।



লেবু বাগানের নিকট এলিভেটেড ওয়াকওয়ে



ইকোপার্কের নিকট প্রস্তাবিত অবজারভেটরি টাওয়ার

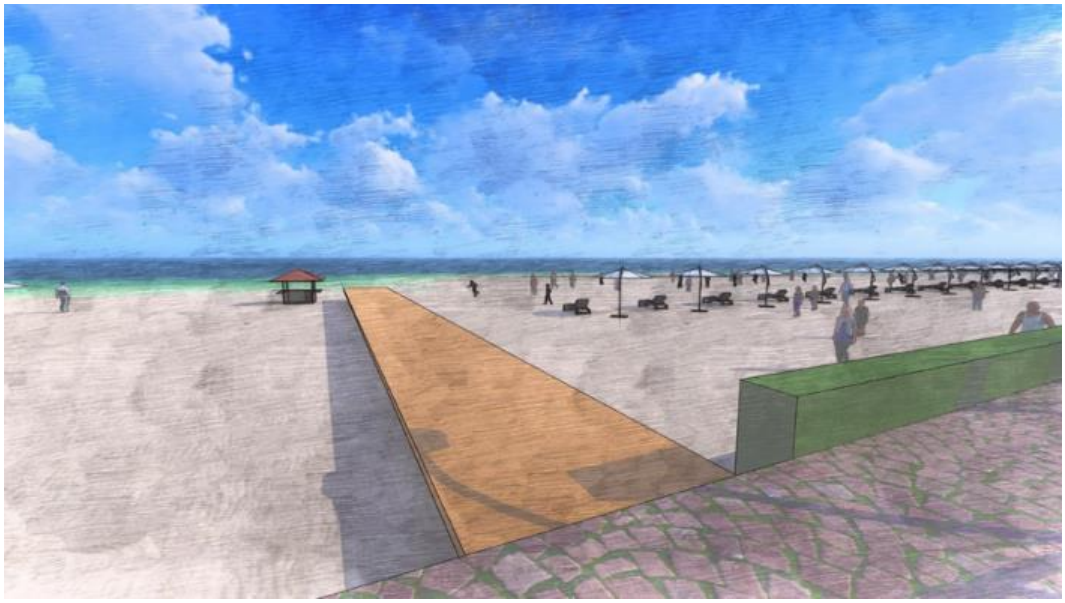

ইকোপার্ক হতে বীচ পর্যন্ত কাঠের ওয়াকওয়ে

পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে, কুয়াকাটা ইকোপার্ক এবং গঙ্গামতি খালের নিকট ১ কি.মি. দৈর্ঘ্যের টুরিস্ট বান্ধব বহুমুখী বাঁধ ব্যবস্থাপনা, ইকোপার্ক হতে বীচ পর্যন্ত কাঠের ওয়াকওয়ে, কুয়াকাটা ইকোপার্কের নিকট একটি অবজারভেটরি টাওয়ার, লেবুবাগানের নিকট একটি এলেভেটেড ওয়াকওয়ে, কুয়াকাটা লেবুবাগান থেকে গঙ্গামতি খাল পর্যন্ত বীচে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা , পর্যটক পুলিশ, লাইফগার্ড স্থাপন করার প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে, পর্যটক সমাগম বাড়বে, স্থানীয় লোকজনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

আইডব্লিউএম কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন

উল্লেখযোগ্য চলমান প্রকল্প

- বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের জন্য সেডিমেন্ট প্রেডিক্টর এর উপযোগিতা নিরূপন (প্রথম ধাপ)
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রো-জিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা: তৃতীয় ধাপ (উত্তর-কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল)
- গাণিতিক মডেলিংয়ের মাধ্যমে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ায় পদ্মা নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত নদী তীর রক্ষা কর্ম / নদী শাসন কাজের কার্যকারিতার মূল্যায়ন।
- বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওর অঞ্চলের উপর দ্বি-পর্যায়ের হাইড্রো-মিটিওরোলজিকাল প্রাক-মৌসুম আগাম বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণা।

গাণিতিক মডেলিংয়ের মাধ্যমে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ায় পদ্মা নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত নদী তীর রক্ষা কর্ম/নদী শাসন কাজের কার্যকারিতার মূল্যায়ন

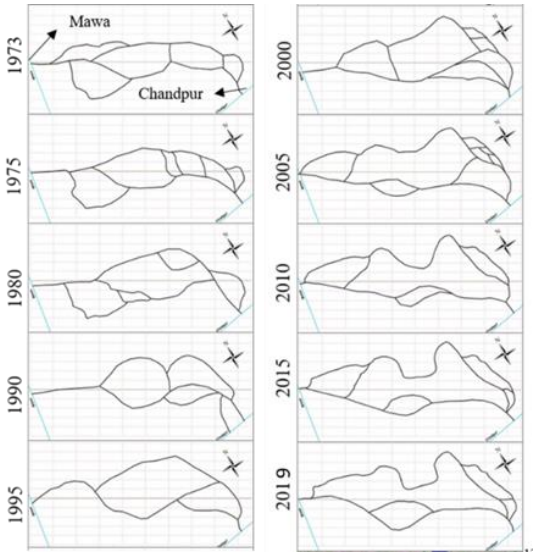

ট্রেন্ড অব চ্যানেল

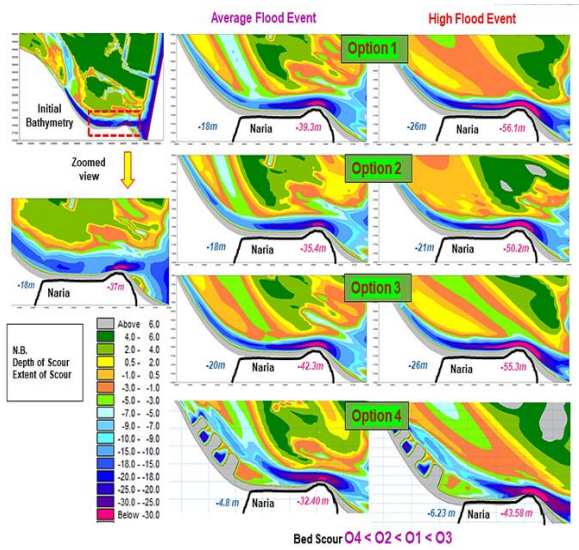

নড়িয়ার সন্নিকটে নদী তলদেশে এর scouring

আইডব্লিউএম এর গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপন



আইডব্লিউএম কতৃক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট গবেষণা প্রকল্পলব্ধ ফলাফল উপস্থাপন



পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষে আইডব্লিউএম কতৃক গাণিতিক মডেলিংয়ের মাধ্যমে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ায় পদ্মা নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত নদী তীর রক্ষা/নদী শাসন কাজের কার্যকারিতার মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে IWM এর অংশগ্রহণ, ২০১৯-২০২০



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে IWM এর অংশগ্রহণ, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০



জাতীয় শোক দিবসে IWM এর অংশগ্রহণ, ১৫ আগষ্ট, ২০১৯



মহান গৌরবের বিজয় দিবস উদযাপনে IWM এর অংশগ্রহণ, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব মহোদয়কে IWM এর শুভেচ্ছা



জনাব কবির বিন আনোয়ার, চেয়ারপারসন, IWM বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর পানি সম্পদ মন্ত্রণায়ের সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতিতে আইডব্লিউএম এর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান, সিনিয়র সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপনে IWM



জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে আইডব্লিউএম এর অংশগ্রহণ, ১৭ মার্চ, ২০২০





জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপনে IWM এর অংশগ্রহণ, ১৭ মার্চ, ২০২০



জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে IWM প্রধান অফিসে ব্যানার স্থাপন, ১৭ মার্চ, ২০২০

সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন ও অংশগ্রহণ



আইডব্লিউএম এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ উন্নয়ণ মেলাতে আগত দর্শনার্থীদের বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ এবং এর উপযোগিতা নিয়ে আলোকপাত করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রস্তুতিতে আইডব্লিউএম সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন।

Dhaka Water Knowledge Days 2019



জনাব আবু সালেহ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম স্বাগত ব্যক্তব্য প্রদান করেন

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এর যৌথ সহযোগিতা প্রোগ্রামের সক্ষমতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে Dhaka Water Knowledge Days 2019, গুলশানের লেকশোর হোটেলে গত ২৭ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৯, অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে পানি বিষয়ক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, উন্নয়ন কৌশল এবং অনুশীলনের বিনিময়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়। আইডব্লিউএমের নির্বাহী পরিচালক (তৎকালীন উপ-নির্বাহী পরিচালক) জনাব আবু সালেহ খান, অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানান।



DWKD 2019 আগত বিশিষ্ট অতিথিবর্গের আলোচনা অনুষ্ঠান

ইভেন্টটিতে বিভিন্ন স্তরের কর্মশালা এবং ভিজুয়াল উপস্থাপনা করা হয় যাতে বাংলাদেশী ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগন অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে একই সাথে ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণের সুযোগও দেওয়া হয়।

আইডব্লিউএম কর্তৃক ডেল্টা অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ উইংয়ের (DABW) বার্ষিক কর্মশালা আয়োজন



মাননীয় সিনিয়র সচিব, জনাব কবির বিন আনোয়ার ডেল্টা অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ উইংয়ের বার্ষিক কর্মশালায় মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন

ডেল্টা অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ উইংয়ের পক্ষে IWM কতৃক আয়োজিত ডেল্টা উইংস অ্যাক্টিভিটি ফান্ড ২০১৯ এর আওতায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পলি এবং লবণাক্ততা শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় জনাব কবির বিন আনোয়ার, মাননীয় সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারপারসন IWM বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন IWM এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম. মনোয়ার হোসেন, কো-অর্ডিনেটর ডেল্টা অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ শাখা।



প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান



প্রফেসর ড. উম্মে কুলসুম নভেরা কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের (WRE) প্রফেসর ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে পলি ও লবণাক্ততা শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনার পক্ষে ও এর সুবিধাভোগের সাথে বর্তমান ব-দ্বীপের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ডেল্টায় বিশ্বের বিভিন্ন গবেষক দ্বারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগুলি বিবেচনা করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি মূলত পলির গতিবিধির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সুপেয় পানীয় জলের ঘাটতি, লবণের অনুপ্রবেশ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের ভোগান্তি ও তাদের জীবনমানের স্থিতিশীলতার দিকে মনোনিবেশ করেন। পানীয় জলের ঘাটতির কারণে উপকূলীয় মানুষের দুর্ভোগের উপর জোর দিয়ে উপকূলবাসীকে একীভূত করে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রনয়নের আহবান জানান। তিনি ডেল্টায় তহবিল প্রকল্প পরিচালনার তাগিদ দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।





DABW 2019 এর কর্মশালায় আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন

মূল বক্তব্যের পর জনাব মালিক ফিদা এ খান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) সিজিআইএস, আনোয়ারুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইকোম্যাক, মোঃ মজিবুর রহমান, ডিজি (অতিরিক্ত সচিব), ডিবিএইচডাব্লিউডি, ড. খন্দকার আজহারুল হাক, আঞ্চলিক চেয়ার, জিডব্লিউপি, দক্ষিণ এশিয়া মূল বক্তব্যের আলোকে ডেল্টা প্লান বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের অন্তর্দৃষ্টি/মতামত প্রদান করেন।



মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর ড. উম্মে কুলসুম নাভেরার সাথে আয়োজক ও অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

ওয়ারপো কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় আইডব্লিউএম অংশগ্রহণ



জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত **Blue Economy: Data Driven Management of Water Resources and Waste** কর্মশালায় আইডব্লিউএম অংশগ্রহণ করে।

ওয়ারপো কর্তৃক আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় পানি সম্পদ এবং পরিবেশ বিষয়ক অনেক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে আলোচনাতে অংশগ্রহন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক আবু সালেহ খান, BCAS এর নির্বাহী পারিচালক ড. আতিক রহমান, IWFM, BUET প্রফেসর ড. মনসুর রহমান, প্রফেসর রেজাউর রহমান প্রমূখ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৫ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটালিয়ন এর সাথে আইডব্লিউএম এর চুক্তি স্বাক্ষর



২৫ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটালিয়ন ও আইডব্লিউএম এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে "Mathematical Modelling Study for Dredging of the Padma River at the upstream of the Padma Bridge under Dohar Upazilla" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৫ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটালিয়ন এর সাথে আইডব্লিউএম এর একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে আইডব্লিএম এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান এবং ২৫ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটালিয়ন এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ সাদেক মাহমুদ পি এস সি। চেয়ারম্যান, আইডব্লিউএম বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মোঃ রোকন উদ-দৌলা, মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মীর মোস্তফা কামাল, পরিচালক, রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, আইডব্লিএম সহ ২৫ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটালিয়ন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও আইডব্লিএম এর আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



UNDP এবং National Resilience Programme (NRP), বাংলাদেশ, এর সহযোগিতায় পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কতৃক আয়োজিত **"Developing Industry Sector Risk Projfie, Chattogram"** কর্মশালায় আইডব্লিএম এর অংশগ্রহন

CEGIS

Center for Environmental and Geographic Information Services

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

www.cegisbd.com

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্লাড অ্যাকশান প্লান/ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এগুলোর মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)" হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটো থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ডস সরকার ১৯৯৬ সাল হতে ইজিআইএস প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের স্বার্থে ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইজিআইএস-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে "দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২"-এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং এর ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ অধ্যাপক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন অধ্যাপক; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও-র প্রধান নির্বাহী। উল্লেখ্য যে, সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক অছি পরিষদের মেম্বার সেক্রেটারীর দায়িত্বে আছেন। এছাড়া, সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন, বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস-এর বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সদস্য হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ), প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মপরিকল্পনা, পূনর্বসতি (রিসেটেলমেন্ট) কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন; জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ; খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ; নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ; বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ; ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমনঃ মেটাডাটাবেসসহ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিধি

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিভিত্তিক কাজসমূহ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক-সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • পূনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন • সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরীপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ • ডাটা রিপোজিটরি প্রস্তুতকরণ • আইটি সমাধান; সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত দুটো পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিইজিআইএস-তাদের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতঃ অসংখ্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং আরএপি প্রণয়ন ও এ সকল কাজের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ৩২২ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ২৯২ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং ৩০ জন সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ রয়েছেন। সিইজিআইএস-এর রয়েছে পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পানি সম্পদ কৌশল, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠন প্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি, অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, সমাজবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পানির গুণগত মান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, বিজনেস স্টাডিজ, গণিত, পরিসংখ্যান, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেস, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি প্রায় ৩৫টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফটওয়্যার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা

সর্বাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ উন্নত Computer Hardware ও Software সমৃদ্ধ একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইজিআইএস এ উচ্চগতি সম্পন্ন Local Area Network (LAN) দ্বারা প্রায় ৩০০টি Desktop/Workstation পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যুগোপযোগী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত মানসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার, ডিজিটাইজার, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ মেশিন LAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক Server System দ্বারা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Output/Product তৈরীতে অবদান রাখছে। একাধিক Backup Sever এর সাহায্যে নিয়মিত ভাবে সকল Output/Product এর Backup সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি Mail Server System এর মাধ্যমে সিইজিআইএস-এর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ যোগাযোগ

ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Domain হলঃ www.cegisbd.com – যা High-speed Broadband Internet connection দ্বারা যুক্ত। বিগত ১৭ বছরে Oracle, SQL Server, MS Access, MSQL ও PostgreSQL এর সর্বশেষ Version ব্যবহার করে বেশ কিছু Geo-Spatial Database তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে।



Server and Network

GIS ও RS Server System এর সাহায্যে বিপুল আকারের GIS-RS Data/Information কে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। Windows 10 Professional এবং Windows Server 2008/2012/2019 Enterprise Edition, Operating System হিসেবে Desktop/Workstation ও Server সমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে। লাইসেন্সকৃত ArcGIS, ArcView, ERDAS Imagine, ArcIMS ইত্যাদি সর্বাধুনিক Software এর সর্বশেষ Verson বিভিন্ন সমীক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল Data, Server এবং Software সমূহ যুগোপযোগী Antivirus Software দ্বারা সুরক্ষিত। সামগ্রিকভাবে সিইজিআইএস এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সুদক্ষ জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সিইজিআইএস-এ Archway Metal Detector Gate, Polycon Video Conferencing System, Biometric Access Control System, CCTV Camera System, Web based Library Management System, Web based Vehicle Requisition System, Web based Asset Management System, Digital Office Management System (OMS) বিগত কয়েক বছর যাবৎ যুগোপযুগী করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ

সিইজিআইএস তার গবেষণা কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি নানা ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত। এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো প্রধানতঃ তিন ধরণের পরিবেশগত গুণাবলী তথাঃ ১) পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ২) বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও ৩) কোন স্থাপনার সমীক্ষা কাজে শব্দ এবং কম্পনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ/পরিমাপ কাজে ব্যবহৃত হয়।

পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য সিইজিআইএস এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে সুসজ্জিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ UV-1800 Spectrophotometer, Multi parameter water quality tester (Edge pH and DO) meter, EC/TDS/NaCl/TEMP Meter, Multi parameter Water Quality Checkere (HORIBA), DO Meter, pH Meter, Salinity Meter, Electrical Conductivity Meter, TDS Meter, Turbidity Meter.



UV-1800 Spectrophotometer



River Ray ADCP

এ সমস্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পানির ১৩ টি গুণগত মান নির্ণয় করা হয় যেমনঃ Nitrate (NO_3), Sulphate (SO_4), Iron (Fe), Phosphate (PO_4), Ammonium (NH_4), Silica (SiO_2), Electric Conductivity (EC), Total Dissolved Solid (TDS), Turbidity, Dissolved Oxygen (DO), Salinity, pH এবং Temperature। এছাড়া Echo Sounder Machine, River Ray ADCP, Current Meter যন্ত্রপাতি দ্বারা নদীর পানির গভীরতা, পানি প্রবাহের গতিবেগ এবং পানি প্রবাহের পরিমাপ করা হয়। Soil Salinity Meter দ্বারা মাটির Electric Conductivity (EC), আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।



EC/TDS/NaCl/Temp Meter

Microscope দ্বারা পানির অনুজীব চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বায়ুর গুণাগুন নির্ণয়ের জন্য এখানে Portable Weather Station ও Dust Trak Aerosol Monitor (8533 EP) রয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি দ্বারা বায়ুর তাপমাত্রা, গতিবেগ, আর্দ্রতা, Particulate Matters (PM_1, $PM_{2.5}$, PM_{10}, Respirable and PM Total) এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সিইজিআইএস-এর অনেকগুলো Portable Equipment আছে। যার মধ্যে Noise Meter, Vibration Meter ও Electromagnetic Flow Meter (EMF) বেশ আধুনিক ও যুগোপযোগী। বন সম্প্রসারণ ও এর গুণাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য Canopy Meter, Light Meter, Laser Range Finder ইত্যাদি যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া সিইজিআইএস তার বিভিন্ন গবেষণা কাজে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরাসহ ও বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ বিষয়ক মান নির্ণয়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে।



Mavic 2 Pro Drone



Real-time kinematic (RTK)

বিভিন্ন সমীক্ষার আওতায় নানাবিধ জরিপ কাজ সুচারুভাবে সম্পাদন করার জন্য সিইজিআইএস সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি যেমন, টোটাল স্টেশন, জিপিএস, ডিজিপিএস, আরটিকে ও ড্রোন ব্যবহার করছে।

সিইজিআইএস কর্তৃক এ সকল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে স্বল্প সময়ে এবং সূক্ষ্মভাবে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে সেবা গ্রহীতাগণকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন/ফলাফল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) কর্তৃক সনদ অর্জন

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) Integrated Management System এর আওতায় 'গুণগতমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Quality Management System: ISO - 9001:2015), 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Environmental Management System: ISO - 14001:2015) এবং 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Occupational Health & Safety Management System: ISO - 45001:2018) এর আন্তর্জাতিক শিল্প-মান নিশ্চিত করে ISO Certificate অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক মান নির্ধারনী সংস্থা (International Organization for Standardization/ISO) একটি বিশ্বব্যাপী ফেডারেশন। এটি আর্ন্তজাতিক শিল্প-মান নিশ্চিতকারী একটি স্বতন্ত্র বেসরকারী সংস্থা এবং এর সদস্য ১৬৫ টি দেশ । ISO Certificate অর্জনকারী সংস্থা উক্ত সদস্য দেশের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে বিবেচিত।

সিইজিআইএস প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সহ সময় মতো বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পাদন শেষে মানসম্মত প্রতিবেদন জমা দেয়ার মাধ্যমে তার গ্রাহকদের সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিইজিআইএসের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিত্যদিনের কাজকর্ম থেকে কার্বন নিসরন হ্রাস, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং বর্জ্য হ্রাস করে পরিবেশগত দুষণ হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশগত কার্যকারিতা উন্নত করতে বদ্ধপরিকর। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সিইজিআইএস সুস্থ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিঃসরণেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন বডি Bureau Veritas Certification Holding, SAS-UK Branch এর লোকাল অফিস "ব্যুরো ভেরিটাস (বাংলাদেশ) প্রাইভেট লিমিটেড" কর্তৃক দুই পর্যায়ে পরিচালিত ব্যাপক নিরীক্ষণের পরে সিইজিআইএসকে-"ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এর আওতায় আইএসও ৯০০১:২০১৫ তথা 'কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (গুণগতমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি), আইএসও ১৪০০১:২০১৫ তথা 'এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) এবং আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ তথা 'অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (শোগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) সার্টিফাইড সংস্থা হিসেবে ২৫শে আগস্ট ২০২০ তারিখে ISO Certificate প্রদান করে যা সিজিআইএস এর গুণগত মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সমুহে আন্তর্জাতিক শিল্প-নির্দিষ্ট মান নিশ্চিত করেছে।

সিইজিআইএস-এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ

সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্ট হিসেবে এর বয়স মাত্র ১৮ বছর হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে ৪ (চার) টি Flood Action Plan (FAP) এর সমীক্ষা কার্য পরিচালনার মাধ্যমে। Flood Response Study (FAP-14), Environmental Study (FAP-16), GIS Study (FAP-19) এবং Flood Proofing Study (FAP-23) এর ফলাফল ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে পরিচালিত EGIS-I ও EGIS-II প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসমূহকে ভিত্তি করে ২০০২ থেকে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ যাবৎ অনেক যুগান্তকারী ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। সাম্প্রতিক (২০১৯-২০) কয়েকটি কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্ষুদ্র স্তরে কৃষিজ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বিএমডি মডেল হতে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে এসপিআই এবং খরা সূচকের মানচিত্র উদ্ভাবন

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি কাজ যা জলবায়ুর উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যেমন উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও আবহাওয়া এবং জলবায়ু এখনও কৃষিজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। স্বল্প বৃষ্টিপাত, ভূপরিস্থ পানির স্বল্পতা এবং অধিক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন মাটির আর্দ্রতা কমিয়ে দেয়। যা কৃষিজ উৎপাদনে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ ১৯৬০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ১৯ বার খরার কবলে পড়েছে। কৃষিজ পানির চাহিদা ও ব্যবস্থাপনা খরার তীব্রতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষিজ ক্ষতি ছাড়াও মাটির গুণগত মানের অবনমন, প্রাণী সংখ্যা হ্রাস, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যের উপর খরার তাৎপর্যপূণ প্রভাব রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, ফসলের উদপাদন হ্রাস রোধ ও সেচের পানির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদিগকে খরার বিষয়ে পূর্ব-সতর্ক বার্তা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে আদর্শ বৃষ্টিপাত সূচকের (এসপিআই) মাধ্যমে খরার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য সিইজিআইএস-কে নিযুক্ত করেছে। কৃষকদের মধ্যে খরার তথ্য প্রচার করার পদ্ধতিও তারা বের করছে যাতে করে ফসল উৎপাদনের জন্য তথ্যটি সঠিক ও দক্ষতার সাথে প্রচারিত হয়।

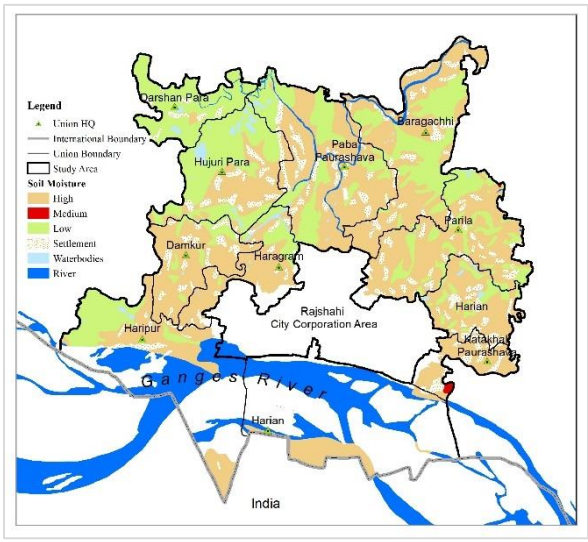

পবা উপজেলার মাটির আর্দ্রতার মানচিত্র

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রতি বছরই তীব্র খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাই রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা এ প্রকল্পের গবেষণা/সমীক্ষা এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

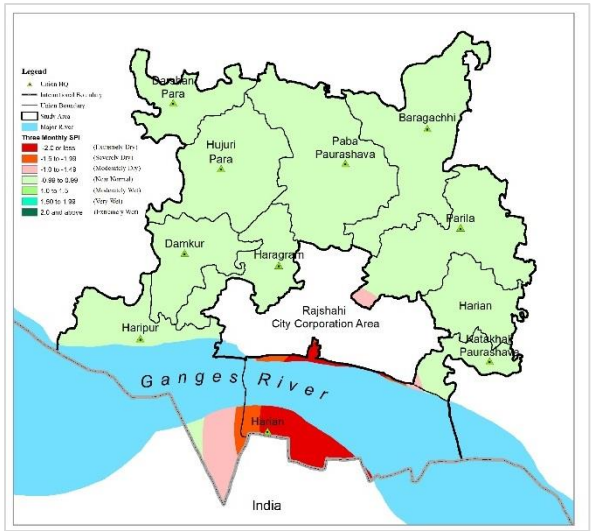

পবা উপজেলার এসপিআই এবং খরা সূচকের মানচিত্র

সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ

১) বিএমডি-র ডাউন স্কেলকৃত এনডব্লিউপি থেকে উপজেলা স্তরের এসপিআই মানচিত্র তৈরি করা।

২) এসপিআই ডাটা ব্যবহার করে খরা সূচক তৈরি করা।

৩) মাঠ পর্যায়ে এসপিআই মানচিত্রের মূল্যায়ন ও প্রমাণ করা।

৪) জমির মাটির আর্দ্রতা স্তরের সাথে খরা সূচকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।

৫) খরার ধরণ সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞান এবং ধারণা নিরূপণ করা।

৬) এসপিআই ডাটা ব্যবহার করে খরার সূচক সম্পর্কিত তথ্য, এর কার্যকারিতা, দক্ষতা এবং ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি যাচাই করা।

৭) খরার ধরণ পূর্বাভাসের প্রয়োজনীয়তা/নতুন প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা।

৮) উদ্ভাবিত খরা সূচকের উপর ভিত্তি করে সেচকৃত পানির কার্যকর ব্যবহারে কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সহায়তা প্রদান করা।

সমীক্ষার ফলাফল মূলতঃ সমীক্ষাকালীন বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত এসপিআই এবং ডিএসআই মানচিত্র সম্বলিত একটি প্রতিবেদন। গবেষণাটি একটি পীয়ার হিসেবে পীয়াররিভিউ জার্নালে গবেষণা পত্র হিসেবে প্রকাশিত হবে যা খরা সূচক পূর্বাভাস সম্পর্কিত নতুন তথ্য এবং প্রযুক্তির দ্বার উম্মোচিত করবে।

ভূটানের পারো ডিজংখাগের জন্য জলবায়ু স্থিতিশীল বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

এ বিস্তৃত গবেষণাটি রাজকীয় ভুটান সরকারের আবাসন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (এমওএইচপিডব্লিউ) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং বন্যা প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এফইএমডি) দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধান নদী পা চু, ডু চু এবং তাদের শাখা নদীগুলির জন্য কাঠামোগত এবং অবকাঠামোগত পদক্ষেপের একটি স্মার্ট মিশ্রণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারো ডিজংখাগের জন্য একটি বিস্তৃত জলবায়ু স্থিতিশীল বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা। মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ দ্বারা এ অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত গাণিতিক বন্যার মডেলিংয়ের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নদী ও শাখা নদীগুলির সহজ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের দ্বারা প্রয়োজনীয় পুনঃবিভাগকরণ, পাড় সুরক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে এবং নির্ধারিত চ্যানেল বিভাগের মধ্য দিয়ে বৃহৎ আকারের বন্যা অঞ্চল, বন্যার পূর্বাভাস এবং প্রারম্ভিক সতর্কতা পদ্ধতি উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলের সম্প্রসারণের জন্য আর্থ-সামাজিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে উপযুক্ত পরিমাপের ক্লাস্টার তৈরি করা হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কালানুক্রমিক বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। এ বাস্তবায়নের মাধ্যমে, পারোর প্রশাসন বন্যার ব্যবস্থাপনার জন্য খুব ভালোভাবে প্রস্তুত হবে এবং এর বাসিন্দারা স্থানীয় জলাবদ্ধতা এবং পরবর্তী বন্যার মোকাবেলায় করতে আরো ভালোভাবে সক্ষম হবে, যা সম্মিলিতভাবে পারোকে একটি বন্যামুক্ত উপত্যকায় পরিণত করবে।



ভূটানের পারো অঞ্চলে নদীগুলির বন্যার পানি প্রবাহ

সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও মূল্যায়নের প্রক্ষেপণ এর সেক্টোরাল প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক সমীক্ষা

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তিত জলবায়ুর রীতি ও এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের যথাযথ মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। এজন্য, পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) সিজিআইএসকে "সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের প্রক্ষেপণ এবং এর সেক্টোরাল প্রভাবসমূহ মূল্যায়ন" বিষয়ে গবেষণা করার জন্য নিযুক্ত করেছিল। এ প্রকল্পের আওতায় দ্বিমাত্রিক গাণিতিক মডেল প্রণয়ন করে সমুদ্পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভবিষ্যত প্রজেকশন করা হয়েছে এবং সে প্রজেকশনের উপর ভিত্তি করে তিনটি ক্ষেত্র যথা কৃষি, অবকাঠামো ও পানির উপর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে। কাজটি সম্পাদনের জন্য তিন ধরনের গাণিতিক মডেল, ফ্লো মডেল, স্টর্ম সার্জ মডেল ও স্যালাইনিটি মডেল গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায়, "ক্লাইমেট ডাউনস্কেল মডেল" ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বৃষ্টি, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্ভাব্য পরিবর্তন নিরূপণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয়/আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত/চলমান সমীক্ষাসমূহ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত দেশীয় সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিজ পানি ব্যবস্থাপনায় বিএমডি মডেল হতে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে এসপিআই এবং খরা সূচকের মানচিত্র উদ্ভাবন
২	ডেসকো এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ-২ এর আওতায় পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
৩	হাওর অঞ্চলে ব্রিজ-কালভার্টসহ ১৯টি সড়ক নির্মাণ ও পূনঃনির্মাণের জন্য হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল স্টাডি
৪	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সংরক্ষণে প্রাকৃতিক সংস্থান জরিপ, ইকোসিস্টেম ভিত্তিক উন্নয়ন এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা
৫	বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণাধীন ২x৬৬০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের পরিবেশগত মানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন
৬	শহর অঞ্চলের ইনফরমাল সেটেলমেন্ট ম্যাপিং
৭	ডেসকোর আওতায় গুলশানে ভূগর্ভস্থ সাব-স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের টোপোগ্রাফিক জরিপ
৮	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষর জন্য ২৪টি নৌ-পথের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ণ
৯	বন্যা এবং নদীর তীর ক্ষয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে (FRERMIP) প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষ করণে পরামর্শ সেবা প্রদান
১০	পদ্মা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস প্রদান
১১	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত সাশ্রয়ী ও সংরক্ষণ খনন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং খননকৃত মাটির পরিমাণ নির্ণয় এবং Touch Table এর ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১২	যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে বালাশী ঘাট পর্যন্ত ফেরী পথের নাব্যতা উন্নয়নে মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং খননকার্য পর্যবেক্ষণ
১৩	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদীর জন্য সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা
১৪	মংলা-গোপালগঞ্জ ট্রান্সমিশন লাইন অতিক্রমকারী সীমানার জন্য মধুমতি নদীর মরফোলজিক্যাল স্টাডি
১৫	আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন অতিক্রমকারী সীমানার জন্য আড়িয়াল খান, ধলেশ্বরী এবং ইছামতি নদীসমূহের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
১৬	কুমার নদীর নৌপথ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
১৭	পটুয়াখালী থেকে বরিশাল পর্যন্ত ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের জন্য সুগন্ধা, বুড়িশ্বর-পায়রা এবং পটুয়াখালী নদীর মরফোলজিক্যাল স্টাডি
১৮	স্বর্ণদ্বীপ সোলার পাওয়ার প্রকল্পের সম্ভাবতা যাচাই এবং পরিবেশগত সমীক্ষা
১৯	ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (শিলিগুড়ি, ভারত-পার্বতীপুর, দিনাজপুরঃ বাংলাদেশ অংশ) এর পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ
২০	সৈয়দপুরের, নীলফামারিতে ১৫০ মেগাওয়াট; হবিগঞ্জের শাহ্জিবাজারে ১০০ মেগাওয়াট এবং চট্টগ্রামের রাউজানে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ
২১	বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন সমীক্ষা
২২	কড্ডা, মিরসরাই এবং হরিপুর এ গ্যাস টারবাইন সম্মিলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা
২৩	সোনাগাজী, ফেনী থেকে মীরসরাই, চট্টগ্রাম পর্যন্ত ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও লোড ফ্লো সমীক্ষা
২৪	বগুড়া-চাপাই ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন-এর রুট সার্ভে, টপো সার্ভে, প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
২৫	দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত গ্রিড নেটওয়ার্ক প্রকল্প এর আর্থ-সামাজিক এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
২৬	ভেড়ামারা ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পে রুট সার্ভে, টপো সার্ভে, প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
২৭	আরএস এবং জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ল্যান্ড কভার ম্যাপিং এবং ল্যান্ড কভার পরিবর্তন সনাক্তকরণ
২৮	সুরমা, কুশিয়ারা এবং মেঘনা নদীর উজান ও ভাটিস্থ অববাহিকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ
২৯	জলবায়ু পরিবর্তন পূর্বাভাস বিষয়ক গবেষণা এবং কৃষি ও মৎস ক্ষেত্রে জলবায়ু ঝুঁকির মূল্যায়ন ও প্রভাব নিরুপণ
৩০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১০ টি সম্পাদিত প্রকল্পের মূল্যায়ন ও প্রভাব নিরুপণ
৩১	দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তাবিত গ্রিড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, রুট জরিপ, টপোগ্রাফিক জরিপ, পূণর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা
৩২	বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত "কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট" (সিসিআরআইপি) এর ডকুমেন্টেশন স্টাডি
৩৩	রহনপুর-ঝাড়খন্ড ৪০০ কেভি ডাবল ট্রান্সমিশন লাইনের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৩৪	নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৩৫	ঢাকাস্থ বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের পি এবং কিউ ব্লক-এর পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৩৬	সোনাদিয়া-ঘটিভাঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
৩৭	ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৩৮	ভারত এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় দূর্যোগ সহিষ্ণু পরিবেশের জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রণয়ন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান দেশীয় সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	বাংলাদেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং উপকূলীয় অঞ্চলের সড়কসমূহের জলবায়ু সহিষ্ণু নকশা প্রণয়ন বিষয়ক সমীক্ষা
২	টেকসই বাংলাদেশ ডেল্টা ২১০০ এর ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, প্রস্তুত ও সরবরাহ
৩	পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে না-দাবী পত্র প্রাপ্তিতে অনলাইন প্রসেসিং ও ট্র্যাকিং এর জন্য সমীক্ষা
৪	বিপিডিবি-র বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস ভিত্তিক টেকনলজি ব্যবহার এবং বাস্তবায়নে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার সরবরাহ, ডাটাবেজ তৈরীসহ এবং বিপিডিবি-র জন্য ২৫ বছরের একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন
৫	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এ ডাটা সেন্টার স্থাপনের জন্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার সরবরাহ
৬	২০২১ সালের আদম শুমারী পরিচালনায় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য জিআইএস ও দূর অনুধাবন পদ্ধতি ব্যবহার করে গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ, সেটেলমেন্ট এলাকা নির্দিষ্টকরণ এবং ম্যাপ প্রস্তুতকরণ
৭	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এর জন্য ইকোসিস্টেম ভিত্তিক উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের আওতায় প্রাকৃতিক সংস্থান জরিপ এবং আনুসাঙ্গিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
৮	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাভূমিসমূহের টেকসই সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৯	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবনের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা
১০	বিদ্যালয়সমূহের জন্য ওয়েব ও জিআইএসভিত্তিক অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ
১১	মংলা থেকে পাকশি পর্যন্ত নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়নে খনন কার্যক্রম নিরীক্ষণ, মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
১২	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত সাশ্রয়ী সংরক্ষণ খনন কার্যক্রম নিরীক্ষণ এবং খননকৃত মাটির পরিমাণ নির্নয়
১৩	বরিশাল বিভাগে নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও ঘাট ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক সমীক্ষা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১৪	বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণাধীন ২x৬৬০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের পরিবেশগত মানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন (২য় পর্যায়)
১৫	মেঘনা, শাখা মেঘনা, গোমতী, শাখা গোমতী, কর্ণফুলী, কোহেলিয়া এবং হালদা নদীর তলদেশে ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনে মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
১৬	ভোগাই-কংস এবং আত্রাই নদীর প্রাক এবং অন্তর্বর্তীকালীন হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল জরিপ
১৭	মরফোলজিক্যাল স্টাডিজ, গাণিতিক মডেল, খনন কার্যক্রম নিরীক্ষণ এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এর মাধ্যমে ৮টি নেভিগেশন রুটের সমীক্ষা
১৮	বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণাধীন ২x৬৬০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের নির্মাণকালীন পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষণ
১৯	বাংলাদেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি প্রকল্পের সমীক্ষা
২০	WOCAT মডেল ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি অবনতির প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ
২১	বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী পরামর্শ সহযোগীতা প্রদান
২২	গুলশান-১ এর আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে ফেলার নিমিত্তে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার মনিটরিং
২৩	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে প্রস্তাবিত অর্থায়ন প্রকল্পে (EFCPFP) পরামর্শ সেবা প্রদান
২৪	রূপপুর পারমাণবিক প্ল্যান্টের অবকাঠামো নির্নয়ে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা
২৫	রাঙুনিয়া সোলার প্ল্যান্ট থেকে চন্দ্রঘোনা পর্যন্ত ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের জন্য রুট জরিপ ও মানচিত্র প্রস্তুতকরন
২৬	গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পে শক্তি দক্ষতা যাচাই প্রকল্প (EEGBPSP) এবং ওয়েস্টার্ন গ্রিড নেটওয়ার্ক উনয়ন প্রকল্প (WGNPD) বাস্তবায়নকালীন নিরীক্ষা
২৭	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ও ক্ষতিপূরণ নিরীক্ষা
২৮	বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর বাস্তবায়ন কৌশল উদ্ভাবন বিষয়ক সহায়তা প্রদান
২৯	বিনিয়োগ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পানির ছায়া মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক স্টাডি
৩০	দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের পানি সম্পদ বিষয়ক ডাটা সংগ্রহ জরিপ
৩১	টংগী ও কেরানীগঞ্জে টাউনশিপ প্রকল্পের বন্যা মডেলিং এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৩২	ঢাকার নদীসমূহের পরিবেশ দুষণ দূরীকরণ ও পূনরুদ্ধার প্রকল্প
৩৩	খুলনা বিভাগে নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও ঘাট ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক সমীক্ষা
৩৪	মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের আউটার বার এলাকায় হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল প্রভাব এবং খনন কার্যকারিতার মূল্যায়ন
৩৫	পাটুরিয়া হতে বাঘাবাড়ী নদীবন্দর পর্যন্ত নৌ-পথের নাব্যতা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৩৬	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের আশুগঞ্জ-পলাশ কৃষি সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জন্য দেশব্যাপী ক্ষুদ্র সেচ সরঞ্জামসমূহের জরিপ
৩৮	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাবসমূহের মূল্যায়ন
৩৯	চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে পানীয় জলের সংস্থানগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশ জরিপ
৪০	ডেসকো অঞ্চলে ২৪টি সাব-স্টেশন নির্মানকালীন সামাজিক ও পরিবেশগত নিরীক্ষা
৪১	ডেসকো এলাকার ৫টি গ্রিড উপকেন্দ্রের নির্মানকালীন সামাজিক ও পরিবেশগত নিরীক্ষা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	Paro Dzongkhag, Bhutan এর জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	থিম্পু শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও ব্যবস্থাপনায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
২	ভারতের বিহার সরকারের জল সম্পদ বিভাগের অধীনে জল সম্পদ গবেষণা ও বিকাশের জন্য একটি গাণিতিক মডেলিং সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূটান এর থিম্পু শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

থিম্পু, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভূটানের রাজধানী তথা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হবার পর এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে স্বল্প অথচ তীব্র বৃষ্টিপাতের ফলে জলাবদ্ধতার শিকার হয়। উক্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে Royal Govt. of Bhutan এর Ministry of Work and Public Settlement, সিইজিআইএস-কে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত করে। ইতোমধ্যে, সিইজিআইএস প্রাথমিক জরিপ ও অংশীদারি মতবিনিময় শেষে গাণিতিক মডেলের সাহায্যে ঝুঁকিপূর্ণ ড্রেন চিহ্নিতকরণ এবং বাড়তি ড্রেনের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের পর পৌর এলাকার ড্রেনের পুংখানুপুংখ নকশার কাজ শুরু করেছে। থিম্পুবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম সমস্যা জলাবদ্ধতা এ মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে দূরীভূত হবে।



ভূটান এর থিম্পু শহরের জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি চলমান স্টাডি যেখানে সিইজিআইএস ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনা করে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। ইতোমধ্যে ১০টি খাতে ২০০টির ও অধিক সম্ভাব্য প্রকল্প প্রস্তাবিত হয়েছে এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্রমান্বয়ে সংযুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পগুলো চূড়ান্ত হওয়ার পর অংশীদারী মন্ত্রণালয়সমূহ (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) সহ তাদের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলো এর সুফল ভোগ করবে।

নয়টি শহরের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত (ভৌত ও আর্থ সামাজিক) সংকটাপন্নতা মূল্যায়ন

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্রতা হ্রাস ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে ইউএনডিপি (UNDP) এর এলআইইউপিসি (LIUPC) প্রকল্পের আওতায় সিইজিআইএস কর্তৃক ৯টি গুরুত্বপূর্ণ শহরের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সংকটাপন্নতা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলাতে উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, শহরকেন্দ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসমূহ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে যা পরবর্তীতে উন্নয়ন কাযক্রম/পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের পথ সুগম করবে। উপর্যুপরি দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলোর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

উপ-আঞ্চলিক সড়ক পরিবহন প্রকল্পের আওতাধীন জাতীয় মহাসড়কের উনয়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবহন খাতকে সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চলমান উপ-আঞ্চলিক পরিবহন প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এশীয় উনয়ন ব্যাংক

(এডিবি) এর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের দু'পাশে ধীরগতির যানবাহনসমূহের জন্য ট্রাফিক (এসএমভিটি) লেনের বিধান সহ ৫৯০ কিলোমিটার সড়ক উন্নীতকরণের জন্য বিশদ প্রকৌশল নকশা প্রনয়নকল্পে পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে HIFAB International AB (হিফাব)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। হিফাব বাংলাদেশের পাঁচটি অঞ্চলে (উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পূর্ব, উত্তর মধ্য, পূর্ব উপকূল) সাতটি সড়কের গাণিতিক মডেলিং অধ্যয়নের জন্য সিইজিআইএসকে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

সুরমা, কুশিয়ারা এবং মেঘনা নদীর উজান ও ভাটিস্থ অববাহিকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ

মেঘনা অববাহিকা ২৯ টি আন্তর্জাতিক নদীর সমন্বয়ে গঠিত যা ভারত থেকে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশে প্রবাহমান। মেঘনা অববাহিকাকে বলা যেতে পারে একটি জৈবিক প্রবেশদ্বার যা ইন্ডিয়ান, ইন্দো-মালওয়ান এবং ইন্দো-চাইনিজ জৈবিক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ অববাহিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নয়নের চাপ, পরিবর্তশীল হাইড্রোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুসংস্থানের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। মেঘনা অববাহিকার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নয়ন ও এর বাস্তবায়ন অববাহিকাকে কেন্দ্র করে হতে হবে।

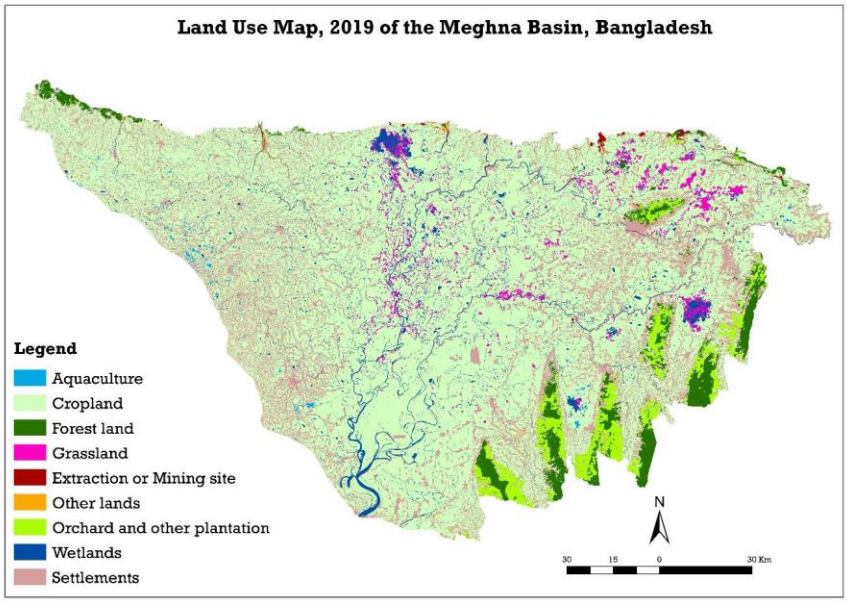

২০১৮ সালের জুলাই মাসে আই ইউ সি এন সমবায়ভিত্তিক মেঘনা অববাহিকা পরিচালনার জন্য মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সংলাপের আয়োজন করে এবং সেখানে বলা হয় যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এর সুবিধা ভোগ করবে। আইইউসিএন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সংলাপ করার জন্য একটি প্লাটফর্ম এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। এদের মূল কাজ হলো সুবিধাভোগীদের মাঝে সুবিধাগুলো কিভাবে বন্টন করা যায় তা নির্ণয় করা। মেঘনা অববাহিকার উপদেষ্টা গ্রুপে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিনিধিগণ থাকেন, যাদের মধ্যে থাকেন সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি, একাডেমিক এক্সপার্ট ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ। মেঘনা উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা ২০১৯ সালের জানুয়ারীতে ভারতের শিলং এ অনুষ্ঠিত হয়।

শিলং উপদেষ্টা পরিষদ তথ্যের ঘাটতিসমূহ সনাক্ত করে থাকেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন তদন্ত ও যৌথ গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে অববাহিকার ভূমি ব্যবহার ও সামাজিক বাস্তুগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ অধিকমাত্রায় গুরুত্ব পায়। ফলশ্রুতিতে মেঘনা অববাহিকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এটলাস বা মানচিত্রে একত্রিত করা হবে। তথ্যের ঘাটতি পূরণে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ এ্যাটলাস/মানচিত্র নীতিনির্ধারকদিগকে যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে।

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ২০১৯ সালে মেঘনা অববাহিকার ল্যান্ড কভার ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে যেখানে ল্যান্ড কভার লিজেন্ড হিসেবে এলসিসিএস সমন্বিত করা হয়েছে। অববাহিকা এলাকায় অধিক পরিবর্তনশীল ৬টি হট স্পট নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০০৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের ভূমি ব্যবহার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সর্বোপরি ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে মীরসরাই, চট্টগ্রাম পর্যন্ত ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও লোড ফ্লো সমীক্ষা

রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান, ২০১৬' এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃ ওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৩০ কে.ভি. ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩.৮ কিমি দীর্ঘ ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরীর মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত ২৩০/৩৩ কে.ভি. সাবস্টেশনে সরবরাহ করা হবে। এরই প্রেক্ষিতে, ইজিসিবি কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস উক্ত ২৩০ কে.ভি. বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা, পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তাবনা, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায় পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে একটি বাস্তবভিত্তিক প্রশমন ব্যবস্থা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) এবং পরিবেশগত পর্যালোচনা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি প্রকল্পটি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান এর সুযোগ প্রসারিত করবে যা সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে এবং দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

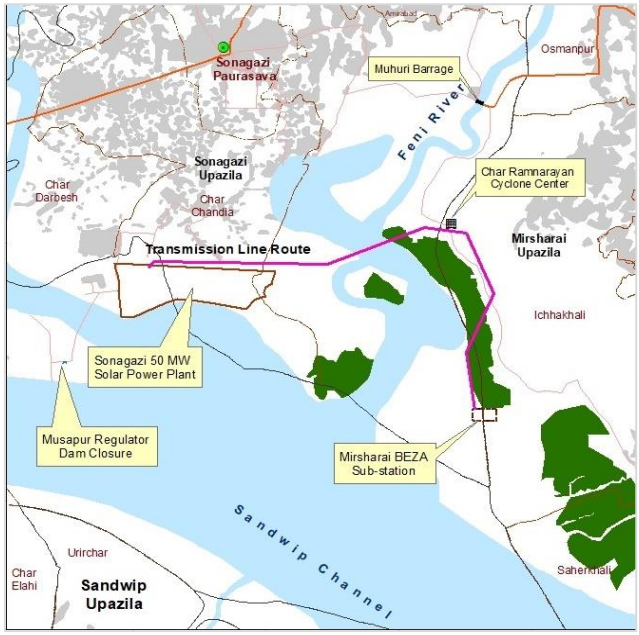

মানচিত্রে সোনাগাজীর ফেনী থেকে চট্টগ্রামের মীরসরাই পর্যন্ত ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের (সিসিআরআইপি) ডকুমেন্টেশন স্টাডি

দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলধারায় আনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (নাপা) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিসিআরআইপি) বাস্তবায়ন করেছে।

এটি বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সিসিএ) সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প যা উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু স্থিতিশীলতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পটি ২০১২ সালে প্রথম পিপিসিআর তহবিলের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে যৌথভাবে কেএফডব্লিউ, ইফাদ এবং বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত অর্থায়নে প্রকল্পটি শুরু হয় এবং জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ রাস্তাঘাট সম্প্রসারনের মধ্য দিয়ে আন্তঃসংযোগে উন্নতি সাধন এবং যোগাযোগ অবকাঠামো (কালভার্ট ও সেতু), গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ বাজারসহ উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদক শ্রেণী এবং দরিদ্র মানুষের জন্য উচ্চতর আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।





জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো

এছাড়াও জলবায়ু সহনশীলতা (প্রুফিং) শুদ্ধ করে গ্রামীণ অবকাঠামো সমূহের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধি করা যেন এসকল অবকাঠামো ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ মোকাবিলা এবং স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তদুপরি, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু বিপর্যয়ে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর বর্ধিত প্রাপ্যতা, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে উন্নত প্রবেশাধিকার এবং বিদ্যমান জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবিলা করে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো উন্নত করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সুরক্ষা বৃদ্ধি করাও প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল ।

গ্রামীণ অবকাঠামোগত সম্পদের নকশা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজন ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) সহ অন্যান্য অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) দের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে । প্রকল্পটি উপকূলীয় ১২টি জেলাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, ভোলা, বড়গুনা এবং পটুয়াখালীর ৮১ টি উপজেলায় বিস্তৃত।

সিইজিআইএস ২০১৯ সালের জুলাই মাসে এ প্রকল্পের ডকুমেন্টেশনের জন্য একটি স্টাডি পরিচালনা করে। যার উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটিতে যে সকল কাজ সম্পাদিত হয়েছে তার অবয়ব, অবকাঠামো সমূহের জলবায়ু পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণ ও এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো উপস্থাপন করা। এ ছাড়া প্রকল্পটি টেকসই করণের জন্য স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা। সিইজিআইএসের স্টাডির তথ্যমতে প্রকল্পটির মাধ্যমে উপকারভোগী মানুষ যেসকল সুবিধা পেয়েছে তা নিম্নরূপঃ

রাস্তা নির্মাণে সিসিএ অন্তর্ভুক্তির সুবিধাসমূহ

- সড়ক গুলোর ভিত্তি-স্তর উচু করার ফলে প্ল্যাবন ও বন্যা থেকে মুক্তি লাভ
- রাস্তার ঢালগুলোর ক্ষয় রোধে সহায়তা পাওয়া
- গ্রোথ সেন্টার, বাজার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় অভিগম্যতা উন্নত হওয়া।

গ্রোথ সেন্টারে সিসিএ অন্তর্ভুক্তির সুবিধাসমূহ

- গ্রোথ সেন্টারের সম্প্রসারণ এবং বাজারের উন্নয়ন কর্ম ঘন্টা বৃদ্ধি করেছে এবং পণ্য সরবরাহ ও ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে
- মহিলা বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং
- বাজারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি হয়েছে ।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর সুবিধাসমূহ

- দুর্যোগ প্রস্তুতি বৃদ্ধি পেয়েছে;
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (শিলিগুড়ি, ভারত - পার্বতীপুর, দিনাজপুর: বাংলাদেশ অংশ) এর পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ

জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং দীর্ঘ ও জটিল পরিবহন ব্যবস্থার কারণে, উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে তেলের ঘাটতি একটি নিয়মিত ঘটনা, যা সেচ মৌসুমে (শুকনো মৌসুম) এ অঞ্চলের বোরো চাষে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্র বন্দর দিয়ে আমদানীকৃত ও সরবরাহকৃত ডিজেলের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) মাধ্যমে ভারতের শিলিগুড়িস্থ নুমালিগড় তেল শোধনাগার থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিবছর (প্রাথমিকভাবে) প্রায় এক লক্ষ (১,০০,০০০) টন তেল আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা দিনাজপুরের পার্বতীপুর তেল ডিপোতে গৃহীত ও সেখান থেকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হবে। উক্ত পাইপলাইনটির মোট দৈর্ঘ্য হলো ১২৯.৫০ কি.মি যার মধ্যে ভারতে ৫.১৫ কি.মি এবং বাকি ১২৪.৩৫ কি.মি বাংলাদেশে যা নির্মাণের জন্য প্রায় ১২৪.৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী 'লাল' শ্রেণীভূক্ত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নে সাইট ও পরিবেশ ছাড়পত্রের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় বিপিসি কর্তৃপক্ষকে যথাক্রমে প্রাথমিক পরিবেশ সমীক্ষা (Initial Environmental Examination) ও পরিবেশ প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment) সমীক্ষা সম্পাদন বাধ্যতামূলক। উক্ত সমীক্ষাদ্বয় সম্পাদনের নিমিত্তে বিপিসি সিইজিআইএসকে বুদ্ধিবৃত্তিক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করে। সিইজিআইএস সুচারুরূপে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উক্ত সমীক্ষাদ্বয়ের মাধ্যমে পাইপলাইন নির্মাণের কারণে অত্র এলাকায় কি ধরণের ভৌত, জৈব ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব পড়তে পারে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রস্তাবিত পাইপলাইন নির্মাণের প্রকল্পের ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন সময়ে অত্র এলাকার লোকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, চাষাবাদের ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার এবং এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। ইআইএ সমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এলাকার জনসাধারণ এবং Stakeholder-দের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ইআইএ প্রতিবেদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) ও মনিটরিং পরিকল্পনা, জরুরী সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা (Emergency Response Plan), সবুজবেষ্টনী প্ল্যান (Greenbelt Plan) এবং অভিযোগ প্রতিকারের কলাকৌশল (Grievance Redressal Mechanism)-ও বিদৃত হয়েছে।

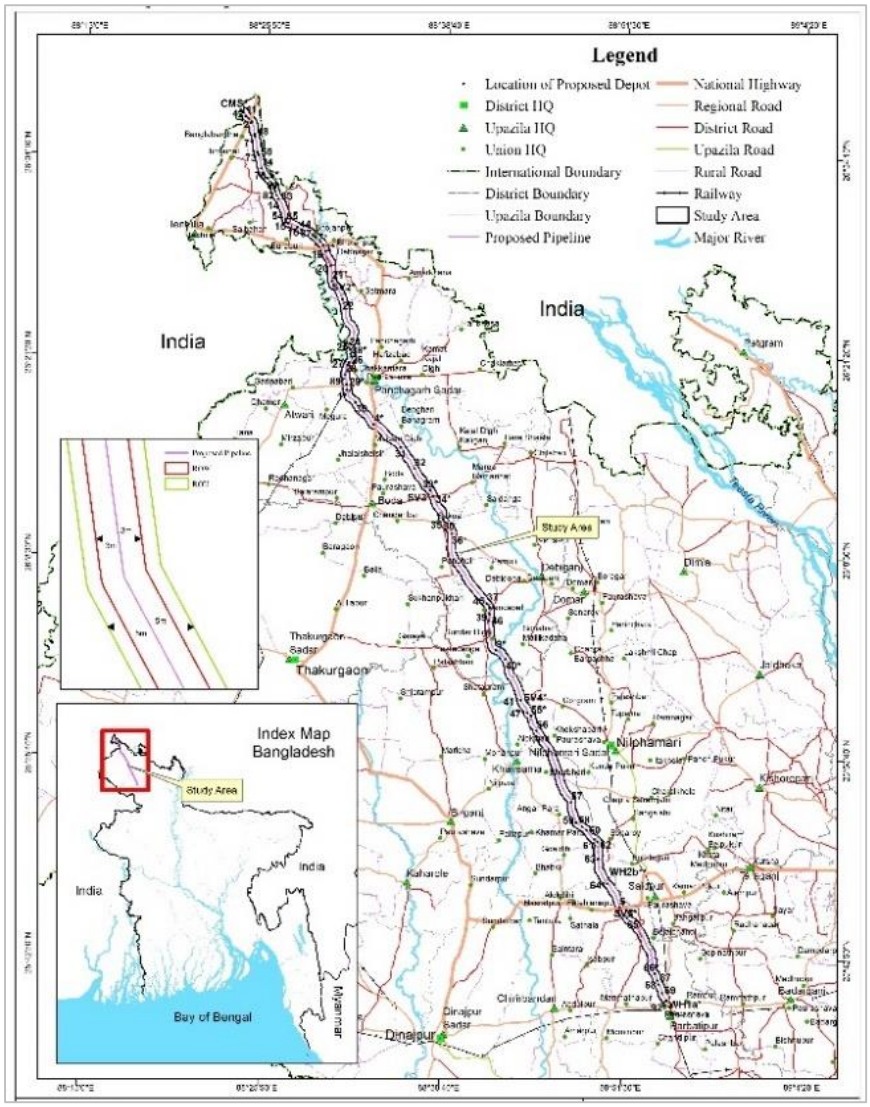

মানচিত্রে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন

সৈয়দপুরের নীলফামারিতে, হবিগঞ্জের শাহ্জিবাজারে এবং চট্টগ্রামের রাউজানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ

বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন অতীব জরুরী। এছাড়াও রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান, ২০১০ ও ২০১৬' এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, (BPDB) নীলফামারি জেলার সৈয়দপুরে, হবিগঞ্জ জেলার শাহজীবাজারে এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, নিজস্ব জমিতে যথাক্রমে ১৫০ মেঃ ওঃ ±১০% এইচ এস ডি (HSD) ভিত্তিক, ১০০ মেঃ ওঃ গ্যাস টারবাইন Aero Derivative এবং ৪০০ মেঃ ওঃ ±১০% গ্যাস-ভিত্তিক আধুনিক ও জ্বালানী দক্ষ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ স্থাপনে প্রকল্পগুলোর সমীক্ষার অংশ হিসেবে পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও প্রশমন ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সিইজিআইএস-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোজিত হবে যা বর্তমান জাতীয় ও এলাকা ভিত্তিক বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ ও গুণগতমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সহায়ক হবে এবং বিদ্যুৎ আমদানীকে নিরুৎসাহিত করবে। গ্যাস টারবাইন Aero Derivative জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীড ফ্রিকোয়েন্সী স্থিরীকরণে সহায়তা করবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায়, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও সমীক্ষাধীন এলাকায় পরিবেশের উপাদানসমূহ বিচার বিশ্লেষণ ও মডেলিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সৈয়দপুর ১৫০ মেঃ ওঃ এবং শাহজীবাজার ১০০ মেঃ ওঃ প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনের কাজ শেষ হয়েছে। ইআইএ প্রতিবেদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) ও মনিটরিং পরিকল্পনা, জরুরী সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা (Emergency Response Plan), সবুজবেষ্টনী প্ল্যান (Greenbelting Plan) এবং অভিযোগ প্রতিকারের কলাকৌশল (Grievance Redressal Mechanism)-ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবেশগত পরীবীক্ষণ (মনিটরিং) কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ইআইএ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

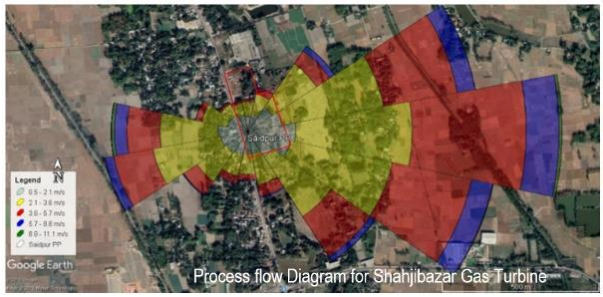

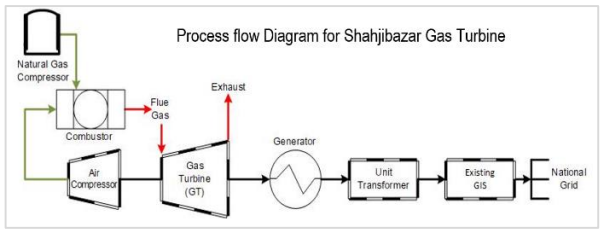



বিপিডিবি-র বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস ভিত্তিক টেকনলজি ব্যবহার এবং বাস্তবায়নে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার সরবরাহ করা, ডাটাবেজ এবং বিপিডিবি-র জন্য ২৫ বছরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) আওতাধীন অঞ্চলসমূহে বিদ্যমান বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক সিস্টেমের সংস্কার ও বৃদ্ধির কাজ ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি কাটিং-এজ ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য, বিপিডিবির আওতাধীন অঞ্চলের (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট) জিআইএস ভিত্তিক ম্যাপিং প্রবর্তন করার মাধ্যমে বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্ক ডাটাবেসকে আরও সমৃদ্ধ করা, যাতে ডাটা সম্পর্কিত বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ এবং এর সকল ভোক্তাদের জন্য ডাটাবেসে অ্যাক্সেসের মাধ্যমে ভোক্তা পরিসেবা নিশ্চিত করা। এ জাতীয় জিআইএস ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম নেটওয়ার্ক ডাটাবেস এবং ডিজিটাল ম্যাপিং সিস্টেম স্থাপনের জন্য, বিপিডিবি ১৮ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ

করেছে। এতে দুটি Korean কোম্পানি, Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ও WAVUS, এবং সিইজিআইএস যৌথভাবে কাজ করছে।

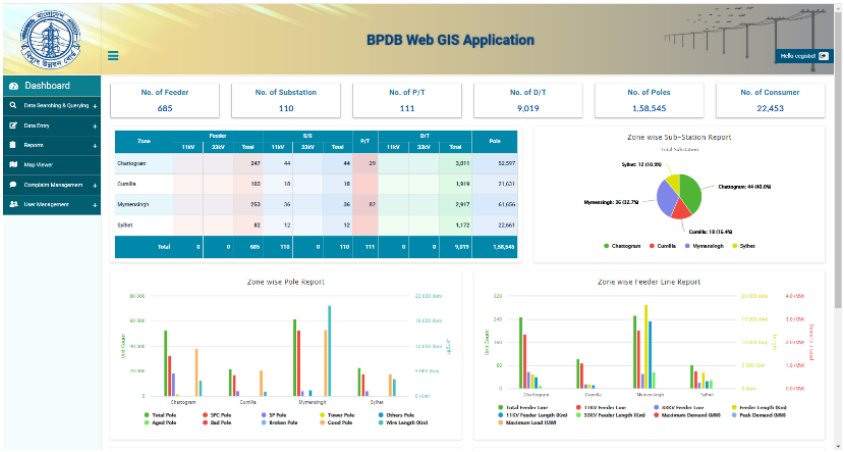

এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিপিডিবি-র অধীনে বিতরণ সিস্টেমের নেটওয়ার্ককে উচ্চ নির্ভুলতার রিয়েল টাইম কাইনাম্যাটিক (আরটিকে) জিএনএসএস (গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম) মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা। ১৩২/৩৩ কেভি এবং ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশনের সরঞ্জাম ও ভোক্তাদের তথ্য সংগ্রহ, এইচটি/এলটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ও বিতরণ ট্রান্সফর্মারগুলো জরিপ, ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডার তথ্য দিয়ে জিআইএস মানচিত্রে ডাটা বিশ্লেষণ করা। এছাড়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার দ্বারা জিওডাটাবেস বিশ্লেষণ, বিতরণ নেটওয়ার্কের সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বোপরি ২০৪২ সাল অবধি বিতরণ নেটওয়ার্ক সিস্টেমের জন্য ২৫ বছরের মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিপিডিবি-র প্রকৌশলীগণ এ ওয়েব জিআইএস অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে ডাটা অ্যাক্সেস করতে এবং ডাটা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন। ওয়েব জিআইএস অ্যাপ্লিকেশনটিতে বিভিন্ন স্তরের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ থাকবে যা ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপিডিবি-র বর্তমান সিস্টেমের বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করবে এবং এর গ্রাহকের উচ্চমানের সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে না-দাবী পত্র প্রাপ্তিতে জন্য অনলাইন প্রসেসিং ও ট্রাকিং এর জন্য সমীক্ষা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা এ্যাকট ১৯৯২, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর ম্যানডেট, বাংলাদেশ ওয়াটার এ্যাকট ২০১৩ এবং বাংলাদেশ ওয়াটার রুলস্ ২০১৮ অনুযায়ী পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের ওয়াটার রুলস্ অনুযায়ী পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে ওয়ারপো থেকে না-দাবী পত্র প্রাপ্তি অত্যাবশ্যক ও জরুরী। এ সকল তথ্য সমূহ অবহতির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ওয়াটার রুলস্, ২০১৮ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪৭(৬) অনুযায়ী ওয়ারপো'কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রক্রিয়া অনুসরণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এরই আলোকে ওয়ারপো, সিইজিআইএস'কে এ সকল কাজের অন-লাইন সিস্টেম তৈরীর জন্য নিয়োজিত করেছে।

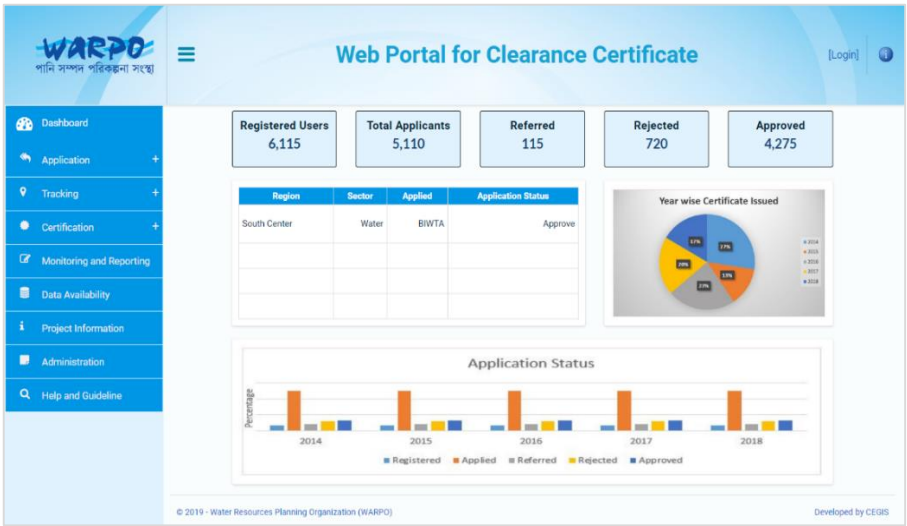

এ সমীক্ষা কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি Web-based system তৈরী করা যার মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প সমূহের জন্য ছাড়পত্র ও ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে না-দাবী পত্র প্রদান করা যায়। এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়ারপো তাদের বর্তমান তথ্য ও উপাত্ত যাতে অন-লাইনে প্রদান করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্ প্রস্তুত করা।

বাংলাদশ ওয়াটার রুলস্, ২০১৮ অনুযায়ী সকল প্রকার ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন প্রকল্পের জন্য ওয়ারপো থেকে ছাড় পত্র নিতে হবে। এ লক্ষ্যে সিইজিআইএস-এর পক্ষ হতে একটি Web-portal তৈরী করা হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অন-লাইনে না-দাবী পত্র প্রদান করা যাবে। এ সমীক্ষার আওতায় একটি অনলাইন টুলস্ তৈরী করা হচ্ছে যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, নিবন্ধিত গবেষক ও ছাত্রদের নিকট NWRD, ICRD-সহ ওয়ারপো কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত প্রদান করা যাবে। ওয়ারপো এর Data Dissemination Policy অনুযায়ী এ সকল উপাত্ত প্রদান করবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবনের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা

বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে বিশ্ব ঐতিহ্য সংস্থা-ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের সুনির্দিষ্ট কিছু অংশকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ বন বিভাগকে এ বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বর্তমানে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কিছু চলমান ও পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি সুন্দরবনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছে তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এ ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন কাজের ফলে সুন্দরবনের অসামান্য সার্বজনীন মান (ওইউভি) ধরে রাখার জন্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব খতিয়ে দেখতে ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারকে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ) সম্পাদনের পরামর্শ দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন ও সুন্দরবন সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ বন বিভাগ "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবনের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং সিইজিআইএস-কে প্রকল্পটির গবেষণা কাজের জন্য ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে। এ কাজে সিইজিআইএস এর সাথে আন্তর্জাতিক সহযোগী হিসেবে কাজ করছে চেক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ইনটেগ্রা কনসাল্টিং লিমিটেড।



বিশ্ব ঐতিহ্য সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সুন্দরবন

কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষার (এসইএ) মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চলমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির (PPPs) পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিশেষত বনজ ও মৎস্য সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পানি সম্পদ, নৌপরিবহন, নগরায়ন ও পর্যটনসহ বিভিন্ন সেক্টরের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির (PPPs) সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। এ সমীক্ষায় (এসইএ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক বা নেতিবাচক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, আন্তঃসীমান্ত, ক্রমবর্ধমান, আন্ত ও বিপরীতধর্মী প্রভাব চিহ্নিত করা হবে। সুন্দরবন ও এ অঞ্চলের উপর ভবিষ্যৎ প্রভাব কি, তার আলোকপাত করা হবে। ইতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করে তা এগিয়ে নেয়া ও ভারসাম্য অবস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা থাকবে। টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে এসইএ এ অঞ্চলের জন্য কৌশলগত পরিবেশ পরিকল্পনা (SEMP) তৈরি করবে। যা পিপিপি বা স্বতন্ত্র বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করে দেবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধান উদ্বেগের বিষয়গুলোতে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করে সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা থাকবে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে, ১৮ মাস ব্যাপ্তিকালের এ প্রকল্পের কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশীজনদের সাথে মিটিং করা সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ই-মেইল এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশীজনদের মতামত চাওয়া ও তাদের মতামত নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। তবে, অচিরেই জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিটিং করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পের চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় ৫টি প্রতিবেদনের মধ্যে ইতোমধ্যেই ২টি জমা দেয়া হয়েছে। সিইজিআইএস ও ইনটেগ্রা কনসাল্টিং লিমিটেড এর যৌথ প্রয়াসে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে যা ২০২১ সালের জুন নাগাদ প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

পাটুরিয়া হতে বাঘাবাড়ি নদীবন্দর পর্যন্ত নৌ-পথের নাব্যতা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করণের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা

অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা মানুষের চলাচল ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি অন্যতম গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। হুরাসাগর নদীর তীরে বাঘাবাড়ি বন্দর বাংলাদেশের একটি বৃহৎ স্থল বন্দর। বন্দরটি হুরাসাগর এবং যমুনা নদীর সংযোগস্থল থেকে ১১ কিলোমিটার উজানে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্বালানী এবং সার সরবরাহের ক্ষেত্রে বন্দরটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাঘাবাড়ি বন্দরে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পাটুরিয়া বাঘাবাড়ি নৌ-রুটটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু নাব্যতা সংকটের কারণে শুষ্ক মৌসুমে উক্ত নৌ-রুট ব্যবহার করে পণ্য পরিবহন ব্যাপকভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষকে বছরব্যাপী মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং পরিচালনা করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।



হুরাসাগর নদীর তীরে বাঘাবাড়ি বন্দর বাংলাদেশের একটি বৃহৎ স্থল বন্দর

বর্তমানে পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-রুটের কিছু অংশ Class II এবং বাকি অংশ Class III হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বাঘাবাড়ি, কাজিরহাট এবং নগরবাড়ি বন্দরের গুরুত্ব বিবেচনা করে উক্ত রুটটিকে Class I এ উন্নীত করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পটি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইজিআইএস-কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সমীক্ষা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ির নূন্যতম নাব্যতা ১২ ফুটে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সমীক্ষাটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পদ্মা, যমুনা এবং হুরাসাগর নদীর হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল অবস্থার পর্যালোচনা করা হবে। Sediment Transport Modeling এর মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে যাতে নূন্যতম মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং এর প্রয়োজন হয় তার বাস্তবসম্মত সমাধান প্রণয়ন করা হবে। সমীক্ষাটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বর্তমান রুটটি ব্যবহার করে কি পরিমাণ পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি পরিমাণ পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হবে তা নির্ধারিত হবে। পাশাপাশি পরিবেশগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো যাচাই করা হবে।

প্রকল্পটির মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১ বছর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ধরা হয়েছে। পরবর্তী ৩ বছর নৌ-পথটিতে মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং করা হবে। বর্তমানে সিইজিআইএস এর দক্ষ জনবল উপরোল্লিখিত প্রতিটি কমপোনেন্ট মূল্যায়নের মাধ্যমে উক্ত Feasibility Study টি সম্পাদন করছে ।

বিনিয়োগ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পানির ছায়া মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক স্টাডি

পানির যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পানির মূল্য/ ছায়া মূল্য (Shadow price) নির্ধারণ করা অতীব জরুরী। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলো তা বিবেচনা করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পানির ছায়া মূল্য নির্ধারণে একটি গবেষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে ওয়ারপো, সিইজিআইএস-কে পানির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণের উপর একটি গবেষণা ভিত্তিক স্টাডি সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ দ্বারা চিহ্নিত কয়েকটি হটস্পট বিবেচনা করে মোট চারটি খাতের জন্য পানির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। খাত গুলো হচ্ছে কৃষি, শিল্প, নগরে পানির ব্যবহার এবং বাস্তুতন্ত্র পরিসেবা। এ স্টাডির মূল উদেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের (মূলতঃ পানি) বরাদ্দ উন্নত করা এবং স্থায়ী আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এ স্টাডি থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক পানির ছায়া মূল্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রফরমা (DPPs) এর নির্দেশিকাগুলোতে ব্যবহৃত হবে। ভবিষ্যতে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সমস্ত নীতি, প্রকল্প এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে এ পানির মূল্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এ স্টাডিটির সময়সীমা অক্টোবর, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত।

২০২১ সালের আদম শুমারী পরিচালনায় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য জিআইএস ও দূর অনুধাবন পদ্ধতি ব্যবহার করে গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ, সেটেলমেন্ট এলাকা নির্দিষ্টকরণ এবং ম্যাপ প্রস্তুতকরণ

বাংলাদেশের সকল সেক্টরের পরিসংখ্যানগত তথ্য উপাত্তের সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচারের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। ২০২১ সালের আদম ও গৃহ শুমারী পরিচালনার জন্য গণনা ইউনিটটি গণনা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ২০২১ সালের সমূহ আদম শুমারীকে সফলতা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাপ সমূহ হালনাগাদ করার জন্য কার্টোগ্রাফিক ম্যাপ ও স্যাটেলাইট চিত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিবিএস সাধারণত তথ্য সংগ্রহ, পরিচালনা ও সংরক্ষণ করার জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে।



২০২১ সালের আদম শুমারী পরিচালনায় গণনা এলাকা নির্ধারণ করার জন্য অপটিক্যাল মাল্টি স্পেকট্রাল স্যাটেলাইট চিত্র

এ প্রকল্পের অধীনে বিবিএস ২০২১ সালের আদম শুমারী পরিচালনায় গণনা এলাকা নির্ধারণ করার জন্য অপটিক্যাল মাল্টি স্পেকট্রাল স্যাটেলাইট চিত্র ও জিআই প্রযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী। স্যাটেলাইট চিত্র ও জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে সমগ্র দেশের সঠিক ও নির্দেশিত ভৌগলিক ফ্রেম এ গণনা মানচিত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। গণনার সময়ে স্যাটেলাইট চিত্র ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গণনা এলাকায় মানুষ ও গৃহ গণনা সঠিকমাত্রায় সম্ভব হবে। গণনা এলাকার প্রস্তুতকৃত ম্যাপ আসন্ন ২০২১ সালের আদম শুমারী-তে ব্যবহার করা হবে।

এ কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো গণনা এলাকার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ যাতে সেটেলমেন্ট নির্দিষ্টকরণ করা থাকবে এবং যার মাধ্যমে আদম ও গৃহ শুমারী ২০২১ পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি সমীক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত চুল্লী স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে একটি স্থান প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবিত পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপন প্রকল্পের কারিগরি সমীক্ষার অধীনে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত স্থানের হাইড্রোলজি, হাইড্রোজিওলজি, মেটিওরোলজিক্যাল, এ্যারো-মেটিওরোলজিক্যাল, ডেমোগ্রাফিক (জনসংখ্যা তথ্য) এবং এ্যানথ্রোপোজেনিক ইভেন্ট সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক সিইজিআইএস-কে দায়িত্ব প্রদান করেছে। উক্ত সমীক্ষায় অতীত ও বর্তমান সময় পর্যন্ত আশেপাশের নদীসমূহের তথ্যাবলী, অতীত বন্যার ইতিহাস, নদীর গতিপথ, নদীর গভীরতা, পানির উচ্চতা, তলদেশের বৈশিষ্ট্য, সেডিমেন্টেশন, নদীর পানির ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির আধার এর গঠন, সম্ভাব্য রিচার্জ ও ডিসচার্জ এর ক্ষমতা, নদীর সাথে ভূ-গর্ভস্থ আধারের সম্পর্ক, ভূ-গর্ভস্থ ভূমিরূপের বিন্যাস পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, খরা, বজ্রপাত

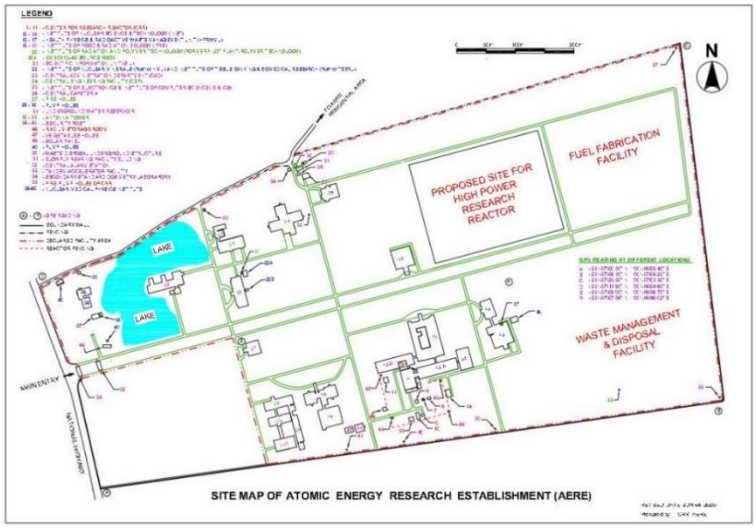

ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ উক্ত সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ ছাড়াও, প্রস্তাবিত স্থান থেকে ৫ কি.মি. ব্যাসার্ধ মধ্যস্থিত এলাকার জনসংখ্যার বন্টন ও বৈশিষ্ট্য এবং ৭ কি.মি. ব্যাসার্ধ মধ্যস্থিত এলাকার নদীর হাউড্রোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হবে। প্রস্তাবিত ১০-২০ মেঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা চুল্লী আইসোটোপ উৎপাদন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখায় পরমাণু শক্তির যথাযথ গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে যা সর্বোপরি দেশকে তথ্য, প্রযুক্তিগত ও গবেষণা উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবে।

নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশ জুড়ে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় ৫০০ একর জমির উপর একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ) ১৯৯৫ (পরবর্তী সংশোধন ২০০২), অনুসারে, কোন শিল্প ইউনিট / প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) কর্তৃক অনুমোদন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হবে। ইসিআর ১৯৯৭-(সংশোধিত) অনুসারে, প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটি 'রেড' শ্রেণিভূক্ত রয়েছে। এ কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ণ (ইআইএ) সম্পাদন সাপেক্ষে পরিবেশ অধিদফতরের (ডিওই) কর্তৃক অনুমোদিত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) থাকা আবশ্যক। বেজা এ প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য সিইজিআইএস-কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে। এ ইআইএ রিপোর্টটি প্রস্তুত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি এবং সমীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো পদক্ষেপ এবং পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তা অনুসরণ করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় যে সকল পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় তা হল: বেজলাইন মূল্যায়ন, স্কোপিং, সীমানা নির্ধারণ, সরেজমিন অনুসন্ধান, প্রভাবের পূর্বাভাস, প্রশমন ব্যবস্থা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং তদারকি (মনিটরিং) পরিকল্পনা।

এ প্রকল্পের যে সকল কম্পোনেন্ট সমীক্ষার আওতাভূক্ত ছিল সেগুলো হলোঃ

ক) প্রস্তাবিত ইপিজেডের জন্য ৫০০ একর জমির উন্নয়ন;

খ) প্রস্তাবিত ইপিজেডের জন্য রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের লাইন, জল সরবরাহ লাইন, ইফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ভবন সহ অন্যান্য ইউটিলিটির জন্য অবকাঠামো স্থাপন করা;

গ) অফ-সাইট সংযোগ স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ করা।

প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাটি নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলা হতে ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। উক্ত প্রকল্প এলাকাটি রেল, সড়ক ও পানি পথে বিভিন্ন পরিবহন নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত যা এ সমীক্ষায় বিবেচনা করা হয়। বিকল্প পর্যালোচনার মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

এ সমীক্ষায় পরিবেশগত এবং সামাজিক ভাবে প্রভাব ফেলে এমন সকল বিষয় মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এ মূল্যায়নের উপর পরিবেশগত, সামাজিক এবং প্রতিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রশমনগত ব্যবস্থার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এ মূল্যায়নে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল তা হলোঃ ১) বায়ুর গুণমান, ২) শব্দের মান, ৩) ভূ-পরিস্থ পানি, ৪) ভূগর্ভস্থ পানি, ৫) নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা, ৬) বন্যা, ৮) স্থলভাগ, ৯) ভূদৃশ্য, ১০) ভূমির ব্যবহার, ১১) শস্য উৎপাদন, ১২) মাছের আবাসস্থল, ১৩) মাছের উৎপাদন, ১৪) মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য, ১৫) স্টক সংবেদনশীলতা ১৬) বন্য প্রাণীর আবাসস্থল, ১৭) জীবিকা নির্বাহ, ১৮) সামাজিক দ্বন্দ্ব, এবং ১৯) কর্মসংস্থান।



নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত স্থান

এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জমি অধিগ্রহণ, ভুমির উপর নির্ভরশীল মানুষের (কৃষক, জেলে ইত্যাদি) জীবিকার এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রকল্পটির প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেতে পারে ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং প্রকল্পের জন্য ভবিষ্যতে পানির সংকট দেখা দিতে পারে।

ইআইএ সমীক্ষায় প্রকল্পের প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ও পরিচালনার পর্যায়ে বেশ কয়েকটি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১) ক্ষতিপূরণ প্রদান পরিকল্পনা, ২) শ্রম নিয়োগের পরিকল্পনা, ৩) জীবিকা নির্বাহ পরিকল্পনা, ৪) স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান, ৫) অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা, ৬) ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ৭) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ওএইচএস) পরিকল্পনা, ৮) পানি নিষ্কাশন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ৯) পানি দূষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১০) বায়ু দূষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১১) শব্দদূষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১৩) পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১৪) মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১৫) পার্শ্ববর্তী কৃষি জমি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ১৬) ফসল পরিচালন ও সংরক্ষণ পরিকল্পনা, ১৭) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১৮) সবুজ পার্ক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ১৯) টেকসই জমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০) ফসলের ক্ষতি হ্রাস করণের জন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট)।

এছাড়া, সমীক্ষাটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনায়ও কিছু বিশেষ পরিকল্পনা প্রদান করেছে, যা এ প্রকল্পের জন্য বিবেচনা করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছেঃ ১) কমল বিল পরিচালন পরিকল্পনা এবং ২) পূর্ব-সাইট গেট পরিচালন পরিকল্পনা। এর পাশাপাশি, ইএসএমপি বাস্তবায়নের আনুমানিক ব্যয় এ সমীক্ষায় ধরা হয়েছে যার পরিমাণ প্রায় ২৩৪.৭ মিলিয়ন টাকা।



নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত অঞ্চলে ভূমির ব্যবহার

সম্ভাব্য দুর্যোগ নিরীক্ষণ, আপদ এবং ঝুঁকি নির্ধারণের মাধ্যমে উক্ত ইআইএ সমীক্ষায় প্রকল্পের জন্য কিছু প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে। তদুপরি, উক্ত প্রতিবেদনে তিন ধরণের পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষণ পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছেঃ ১) কমপ্লাইয়েন্স মনিটরিং, ২) প্রকল্প নির্মাণ কাজ চলাকালীন প্রভাবসমূহ তদারকি, এবং ৩) স্বতন্ত্র/বাহ্যিক তদারকি। কমপ্লাইয়েন্স মনিটরিং করার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১.৫ মিলিয়ন টাকা, প্রকল্প নির্মাণ কাজ চলাকালীন প্রভাবসমূহ তদারকি করার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩.৫ মিলিয়ন টাকা, এবং স্বতন্ত্র / বাহ্যিক তদারকি করার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০ মিলিয়ন টাকা।

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে খালসমূহ পুনঃখনন, সংস্কার ও উন্নয়ন

ভারী বৃষ্টিপাত এবং জোয়ারের প্রবাহের সম্মিলিত প্রতিকূল প্রভাবে চট্টগ্রাম শহরে বিদ্যমান জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার একটি মেগা প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ৩ বছর, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ)-র মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে এবং মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ জন প্রকৌশলী নির্মাণ ব্রিগেডকে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন, নকশা এবং পরবর্তী সময় সংশোধিত নকশা অনুযায়ী প্রাথমিক খাল সমূহের পুনঃখনন, খাল পাড় বরাবর প্রাচীর রক্ষণাবেক্ষণ, মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের খাল সমূহের নেটওয়ার্কের সংস্কার ও নির্মাণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটির বিদ্যমান অন্তর্নিহিত নিষ্কাশন অবকাঠামোর সম্পূর্ণ পর্যালোচনা ও পরিবর্ধন, ব্রিজ / কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং পলি প্রবেশ হ্রাসে জাল এবং পানি ধরে রাখার সুবিধাদি নির্মাণ। নগরবাসীর জলাবদ্ধতার সমস্যা পুরোপুরি সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দ্বিতীয় বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাফল্য দেখতে পেয়েছে। নগরীর প্রধান স্থানগুলো ইতোমধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়েছে।



চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে খালের নকশার অংশ বিশেষ

পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য জলের উৎস চিহ্নিতকরণ ও পুনরুজ্জীবিতকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা সঙ্কট মোকাবেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (সিএইচটিডিবি) একটি গবেষণা মূলক কাজ গ্রহণ করেছে। এ গবেষণার দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে যা সমান্তরালভাবে চলবে। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান প্রায় ৫০০০ টি ঝর্ণা এবং তৎসম্পর্কিত স্রোতের একটি তালিকা, বিস্তৃত ও বর্ধিত জরিপের মাধ্যমে তৈরি করা হবে। এর উদ্দেশ্য, প্রথমত একটি সাধারণ জলের উৎসের ডাটাবেসের বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বিশদ জল উৎস পুনর্জীবিতকরণে প্রকল্পগুলো নির্বাচিত জলের উৎস ও সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগুলোর জন্য নির্বাচন করা। দ্বিতীয় উপাদানটি হল একই জল উৎসের পুনরুদ্ধার - এ ধারণাটির একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় জলের উৎসগুলোর জন্য বিশদ প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। উৎস পুনরুজ্জীবনের জন্য এ ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে এবং সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করার পরে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্পের প্রোফর্মা (ডিপিপি) তৈরি করা হবে। এ সমীক্ষা এতদাঞ্চলে ভবিষ্যতে টেকসই জলসম্পদ পরিচালনার পথ প্রশস্ত করবে।



পার্বত্য চট্টগ্রামে জলের উৎস

বাংলাদেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং উপকূলীয় অঞ্চলে মহাসড়কের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু ডিজাইনের উপর গবেষণা সমীক্ষা

বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ বিভাগ, উপকূলীয় অঞ্চলের মহাসড়কগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপক মূলক নকশা প্রণয়নে সিইজিআইএসকে গবেষণা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য দায়িত্ব অর্পন করেছে। বিশেষ এ প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। এ সমীক্ষা প্রণয়নের জন্য চট্টগ্রাম, দোহাজারী, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা এবং কক্সবাজার এলাকাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। গুরুত্বের ভিত্তিতে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের রোড সার্কেলের মোট ১৫ টি রাস্তা, যার ৭ টি জাতীয় মহাসড়ক এবং ৮ টি আঞ্চলিক সড়ক হিসেবে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায়, উল্লেখিত রাস্তাগুলোর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ করে "মাল্টি হ্যাজার্ড" ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে। এ সকল ম্যাপসমূহের ভিত্তিতে ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিবেচনাপূর্বক বিপজ্জনক রাস্তা/রাস্তার অংশ এবং ব্রিজ/কালভার্ট চিহ্নিত করা যাবে। এর ভিত্তিতে, বিপজ্জনক রাস্তা এবং ব্রিজসমূহের জন্য একটি "ক্লাইমেট ডিজাইন ম্যানুয়াল" প্রণয়ন করা হবে যা ভবিষ্যতে সড়ক ও জনপথ বিভাগকে "ক্লাইমেট রেজেলিয়েন্ট রোড/ব্রিজ" তৈরিতে দিক নির্দেশনা দিবে। প্রকল্পের আওতায়, ম্যাটেরিয়াল টেস্ট এর জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম ক্রয় করা হবে এবং সেগুলো ভবিষ্যতে ক্লাইমেন্ট রেজেলিয়েন্ট রোড ডিজাইনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সিইজিআইএস এর মিশন ও ভিশনের মূল উপাদান হচ্ছে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে অর্জনকৃত দক্ষতার তথ্য ও উপাত্ত প্রচার এবং মানব সম্পদের উন্নয়ন। এলক্ষ্যে সিইজিআইএস প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে যা বাহ্যিক প্রকল্পের এবং সিইজিআইএস এর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ডিভিশনের পেশাজীবিদের কাজের মানের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Land Acquisition Planning and Resettlement Action Planning" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪-২৬ আগস্ট ২০১৯	২০
২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বন অধিদপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যৌথ নদী কমিশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের জন্য BWP-এর অর্থায়নে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত ToT Training on IWRM বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০-২৪ অক্টোবর ২০১৯	৩০
৩	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর কর্মকর্তাগণের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Fundamentals of Geographic Information System (GIS) and it's application in minor irrigation activities (under "Digitalization of Survey and Monitoring for Development of Minor Irrigation (Phase IV)" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ নভেম্বর ২০১৯ - ৫ ডিসেম্বর ২০১৯	১৬
৪	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাগণের জন্য BWP এর অর্থায়নে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত Capacity Building on Climate Change Adaptation in the Water Sector বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৯	১৫
৫	সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের জন্য CEGIS Report House Style and Template including Guide Line বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮ ডিসেম্বর ২০১৯	১৫
৬	সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও North South University কর্তৃক বাস্তবায়িত সিইজিআইএস-এর Ecology, Forestry and Biodiversity Division এর কর্মকর্তাগণের জন্য Maximum Entropy Models (MaxENT) and Mapping Ecosystem Service বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০১৯	১০
৭	সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত English Report Writing Skill বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২-১৬ জানুয়ারী ২০২০, ২৬-৩০ জানুয়ারী ২০২০, ০৯-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০, ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২০, ০৮-১২ মার্চ ২০২০	৭৫

২০১৯-২০ সময়ে সিইজিআইএস যে সকল সক্রিয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং পেশাজীবিদের পেশার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করেছে তার কিছু প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ (BWP) এর আর্থিক সহযোগিতায় দু'টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। ২০-২৪ অক্টোবর ২০১৯ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT) আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক জনাব মুশফিকুস সালেহীন,

আইডব্লিউএফএম, বুয়েট এর নেতৃত্বে এ প্রশিক্ষণের মডিউল পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের ১৫ জন এবং সিইজিআইএস এর ৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ৮-১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সিইজিআইএস কর্তৃক Capacity Building on Climate Change Adapation in Water Sector শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রথমবারের মত Harver Case Method বাস্তবায়ন করা হয়। ৫ জন সিইজিআইএস প্রতিনিধি এবং ৯ জন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।



Fundamentals of GIS and its Application in Minor Irrigation Activities শীর্ষক প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকবৃন্দ

Digitalization of Survey and Monitoring for Development of Minor Irrigation (Phase -IV) প্রকল্পের আওতায় Fundamentals of Geographic Information Services (GIS) and its Application in Minor Irrigation Activities শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ বিগত ৩০ নভেম্বর-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন করা হয়। এতে বিএডিসি এর ১২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

Ecology Forestry and Biodiversity ডিভিশনের পেশাজীবিদের জন্য Maximum Entropy Models (MaxENT) ও Mapping Ecosystem Service শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে ডঃ শওকত ইসলাম সোহেল, সহকারী অধ্যাপক, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Resource Person হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন।

বিগত ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে দু'টি পৃথক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন করা হয়। প্রথম প্রশিক্ষণটি সিইজিআইএস এর Quality Management and Publication ডিভিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। এ প্রশিক্ষণটি সিইজিআইএস পেশাজীবিদের এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ধরণ (CEGIS Report House Style and Template including Guide Line) সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া সিইজিআইএস-এর পেশাজীবিদের Report Writing এর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিইজিআইএস English Report Writing Skill বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যা বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।



বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত **English Report Writing Skill** বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী

বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের যৌথ সহযোগিতার আওতায় প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। JCP হচেছ ৪ বছর মেয়াদী একটি জ্ঞান বৃদ্ধির কার্যক্রম যা নেদারল্যান্ডস দূতাবাস কর্তৃক অর্থায়ন করা হয়। Deltraes ও Wageninge University, নেদারল্যান্ডস এবং বাংলাদেশের সিইজিআইএস এবং আইডব্লিউএম এ কার্যক্রমে অবদান রাখছে। বিগত ফেব্রুয়ারী, ২০২০ Deltares কর্তৃক সিইজিআইএস এর পেশাজীবিদের জন্য SOBEK ব্যবহারের মাধ্যমে গাণিতিক মডেল এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৫-১৮ জুন, ২০২০ তারিখে Agriculture Crop Modelling using SWAP-WOFOST Model শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয়। Make it Real: Water and Food Nexus এর আওতায় (যা JCP এর একটি উপ-প্রকল্প) Wageningen University and Research কর্তৃক একটি প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয়। এতে সিইজিআইএস, আইডব্লিউএম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU) থেকে ১২ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করেন। এ প্রশিক্ষণ হতে আহরিত জ্ঞান JCP এর অন্যান্য প্রকল্পে ব্যবহার করা যাবে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্স ও আয়োজক সংস্থার নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Institute of Cost and Management Accountants New কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত VAT law and its implementation বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭-০৯ জুলাই ২০১৯	২
২	WaterAid, Bangladesh কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Rainwater Harvesting System" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩-১৬ জুলাই ২০১৯	১
৩	UN ESCAP-এর কারগিরী সহযোগিতায় বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত এবং "UN ESCAP's methodology on Systems Thinking and Stakeholder Engagement Planning" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫-১৬ জুলাই ২০১৯	১
৪	এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Capacity Building for Grievance Redress Mechanism and Dispute Resolution" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৩ জুলাই ২০১৯	২
৫	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Capacity Building of Environmental Statistics in Bangladesh" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৭-২৯ আগস্ট ২০১৯	১
৬	Internal auditor course on Integrated Management System (IMS) Based on ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001(as a part of the ISO Certification of CEGIS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১-১২ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	২৮
৭	Prof. Dr. Leon Hermans, Associate Professor, Environmental Planning and Management, IHE Delft and Assistant Professor, TU Delft কর্তৃক সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য পরিবেশিত "Role of Policy Analyst in Decision Making and Hands on Exercise for Policy Analysis" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৪০
৮	Joint Cooperation Programe (JCP) এর আওতায় Deltares আয়োজিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর-০৩ অক্টোবর, ২০১৯	৫
৯	Asian Development Bank (ADB), কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Capacity Building and Networking of ADB Social Safeguards Policy Administrators" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭-২৮ অক্টোবর, ২০১৯	৩
১০	Bangladesh Institute of Management, Dhaka কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "PPR 2008 and Annual Procurement Planning" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১২-১৬ জানুয়ারী ২০২০	২
১১	সিইজিআইএস, আই.ডব্লিউউ.এম. ও Wageningen University নেদারল্যান্ডস - কর্তৃক যৌথ সহযোগিতায় Joint Cooperation Programe (JCP) আয়োজিত ও বাস্তবায়িত Design and Implementation; Principles, Application and Tools for Stakeholder involvement and communication বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর -০৩ অক্টোবর, ২০১৯	১০
১২	JCP এর আওতায় Deltares, CEGIS, IWM and Wageningen University কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত Dhaka Water Knowledge Days (DWKD)	২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯	১০
১৩	JCP এর আওতায় Deltares আয়োজিত Mathematical Modeling for Water Resources Management using SOBEK বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬-১০ ফেব্রুয়ারী ২০২০	১৫
১৪	RTK Training for CEGIS professionals by Indian RTK specialist	০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের বিবরণ

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্যও সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তাগণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ হতে লব্দ জ্ঞান সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন সমীক্ষাসহ নানাবিধ কর্মকান্ডসমূহ আরো সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণের বিবরণসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Deltares, Delft, Netherlands কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Collaboration in the area of Sustainable Management of Wetland Ecosystem and it's Biodiversity for Construction of roads and appurtenant structures in the Haor area (North-East part) of Bangladesh" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নেদারল্যান্ডস	২৮ জুলাই - ০৪ আগস্ট ২০১৯	২
২	Vietnam National University, Can Tho University, Rice Research Institute Ges High Agricultural Technology Research Institute (HATRI) কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Irrigation Management at Ho Chi Minh City and Hanoi in Vietnam" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ভিয়েতনাম	০৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	২
৩	Governmental workshop from 2nd to 6th November 2019 in Daejeon City, Republic of Korea	কোরিয়া	০২-০৬ নভেম্বর ২০১৯	২
৪	Delta Alliance Projects 2019- এর অর্থায়নে International Knowledge-driven Network- এর আওতায় Information Services-Peer learning wing to wing exchange program to exchange knowledge, experience and capacity of information services for sustainable delta management	আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলেকজেন্দ্রিয়া, মিশর	১৭-২২ নভেম্বর ২০১৯	২
৫	Deltares Software Days – South-East Asia Training Workshop	থাইল্যান্ড	২৭-২৯ নভেম্বর ২০১৯	১
৬	AERMOD-CALPUFF Air dispersion modeling	ভারত	০২-০৫ ডিসেম্বর ২০১৯	১

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগনের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষায় অংশ গ্রহণের বিবরণ

ক্রমিক নং	ডিগ্রী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	পিএইচডি	Utrecht University	Physical System Modelling under the project "Adaptive Delta Management development, acculturation in Bangladesh and Indonesia"	নেদারল্যান্ডস্	আগস্ট ২০১৬-জুলাই ২০২০	১
২	এম. এ	Graduate Institute of International and Development	Anthropology and Sociology	সুইজারল্যান্ড	২৬ আগস্ট ২০১৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	১

ক্রমিক নং	ডিগ্রী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
		Studies (IHEID)				
৩	পিএইচডি	Shanghai Ocean University	Biology	চীন	২৭ আগস্ট ২০১৯-৩০ জুলাই ২০২২	১
৪	এম. এস	Delft-IHE	Water Science and Engineering with Specialization in Hydrology and Water Resources	নেদারল্যান্ডস্	১৮ অক্টোবর ২০১৮-২৩ এপ্রিল ২০২০	১
৫	এম. এস	Technische Universität Dresden	Biodiversity and Collection Management	জার্মানী	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯-৩১ অক্টোবর ২০২১	১
৬	চলমান পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ	Delft-IHE	"Extending the Planning Toolkit for Strategic Delta Plan Implementation" বিষয়ক চলমান পোস্ট ডক্টোরাল রির্সাচ	নেদারল্যান্ডস্	১১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে চলমান	১
৭	পিএইচডি (সমাপ্ত)	Vrije University	Resilient Adaptation to Flood Risks under Urban Growth and Climate Change Dynamics: A Case of Dhaka	নেদারল্যান্ডস্	০১ জুলাই ২০১৯	১

কর্মশালা

দেশীয় কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের পাশাপাশি সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক কর্মশালা, সেমিনার, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহেও নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বৈদেশিক এ সকল কর্মসূচী থেকে লব্ধ জ্ঞানসমূহের আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কর্মকান্ডকে আরো সমৃদ্ধ করে থাকেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সিইজিআইএস-এর ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক Workshop, Seminar, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহে অংশ গ্রহণের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রোগামের নাম	প্রোগামের স্থান ও সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	হাঙ্গেরীস্থ বুদাপেস্ট কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত 7th ASEM Sustainable Development Dialogue on "International Water Summit 2019" বিষয়ক কর্মশালা	১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হাঙ্গেরী	১
২	World Wetland Day 2020	০২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ ঢাকা	১

সিইজিআইএস ভবন নির্মাণ প্রকল্প

পটভূমি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ট্রাস্টি বোর্ড, সিইজিআইএস তাদের কার্যক্রম শুরুর সময় থেকেই নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা নির্মাণের জন্য জমি/প্লট ক্রয়/বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রতিষ্ঠানটি ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে এফ-১৪/ই প্লটটির বরাদ্দ পায়। ২৬শে এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস-এর অনুকূলে প্লটটির দলিলপত্র সম্পাদিত হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় নিয়ম বিধি অনুসরণ পূর্বক প্লটটিতে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষে Zero Energy, Green Building Concept সম্পন্ন একটি ভবনের আর্কিটেকচারাল প্ল্যান, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং মনিটরিং ও সুপারভিশন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক হিসেবে, Praxis Architects -TDM প্রতিষ্ঠান দুটো যৌথভাবে সিইজিআইএস এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি বেজমেন্ট সহ ১৩ তলা ভবনের প্লানটি স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২১শে আক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়।



সিইজিআইএস ভবনের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন

বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সরকারী ক্রয়বিধি পিপিআর অনুসরণ পূর্বক ভবনটির নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। ১ম পর্যায়ে ভবনটির Shore piles & King posts নির্মাণের দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান National Development Engineers-এর সাথে সিইজিআইএস-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩শে এপ্রিল,২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়। কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তিমূল্য এবং নির্মাণ ব্যয় হয় যথাক্রমে ৩.২০ কোটি, ২.৯৬ কোটি ও ২.৯৫ কোটি টাকা।

২য় পর্যায়ে ভবনের পূর্ত নির্মাণ Civil Construction কাজের দরপত্র ২ ধাপে আহ্বান করে চূড়ান্ত করা হয় এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Spacerero Limited এর সাথে ২২শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস-এর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ত নির্মাণ Civil Construction কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.৮১ কোটি টাকা এবং এর নির্মাণ চুক্তিমূল্য ২৮.৬৩ কোটি টাকা। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও ফায়ার সিকিউরিটি সিস্টেমের কাজসহ গ্লাস সরবরাহ ও ফিটিং কাজ এবং অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন কাজগুলো পূর্ত নির্মাণ কাজে অন্তর্ভুক্ত না করে নির্মিত কাঠামোর সাথে সমাঞ্জস্য রেখে তা পৃথকভাবে সরবরাহ, স্থাপন ও ফিটিং এবং সাজানোর কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভবনের Civil Construction সংক্রান্ত কাজটি ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

অগ্রগতি

Civil Construction কাজের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Spacerero Limited ভবনটির ভীত খননের কাজ সূচনায়, ৭ই আক্টোবর,২০১৯ খ্রিঃ তারিখে এর Ground Breaking অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। ভীত খনন শেষে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি মূলক কাজ সমাপান্তে ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ভবনের তলদেশে -১২.৪৩ মিঃ পিডব্লিউডি লেভেলে ম্যাট ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন করে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভবনটির নির্মাণকাজ ২৫শে মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে বেজমেন্ট -৪ (সর্বনিম্ন) এর- ১০.৩০ ও -৯.০০ মিঃ লেভেলে



ভবনের পূর্ত নির্মাণ কাজের ছবি

স্ল্যাব ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর ২৬শে মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ থেকে ৩শে মে, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত লকডাউনের কারণে কাজটি বন্ধ থাকে।

১লা জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে লকডাউন শিথিল হলে ৪ঠা জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে শ্রমিকগণ পুনরায় কাজে যোগ দেয়া শুরু করে এবং বর্তমানে কাজটি পূর্ণগতিতে চলছে। এ পর্যন্ত বেজমেন্ট-৩-এর ৭.৬৫ মিঃ ও -৬.৩০ মিঃ লেভেলে স্ল্যাব ঢালাই সম্পন্ন করে পরবর্তী সিকোয়েন্সের (রিটেইনিং ওয়াল, কলাম, শিয়ার ওয়াল, লিফ্ট ওয়াল ইত্যাদি) ঢালাই কাজ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে, ভবনের পূর্ত নির্মাণ (Civil Construction) কাজের বাস্তব অগ্রগতি ২০.৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৮৫%। চুক্তি অনুযায়ী পূর্ত নির্মাণ (Civil Construction) কাজটি ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

পরিশিষ্ট-১

২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা								
১	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	১৪৮৩২৫.৫৩	৪০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১৬০০০.০০
৫৪		স্থানীয়	১৪৮৩২৫.৫৩	৪০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১৬০০০.০০
একনেক ৩০-০৮-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.১৯	১০.১১		৯.২৬	১৩.৪৫
		আর্থিক %		২.৭০	৮.০৯		৮.০৯	১০.৭৯
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৫৫৮২০.০০	৩৭৪৩৬.৪৯	১২৪১৫.০০	১০৬৯৭.৬৮	১০৫৭৫.৬৮	৪৮০১২.১৭
২০		স্থানীয়	৫৫৮২০.০০	৩৭৪৩৬.৪৯	১২৪১৫.০০	১০৬৯৭.৬৮	১০৫৭৫.৬৮	৪৮০১২.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৭.২১	২৩.২৯		২৯.০০	৮৬.২১
		আর্থিক %		৬৭.০৭	২২.২৪		১৮.৯৫	৮৬.০১
৩	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৫০০২৮.১৮	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০	৩০৫০০.০০
২৫		স্থানীয়	৫০০২৮.১৮	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০	৩০৫০০.০০
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.৫০	২৫.০০		২৩.৫০	৬৮.০০
		আর্থিক %		৩৯.৯৮	৩৩.৯৮		২০.৯৯	৬০.৯৭
৪		মোট	১১২৫৫৯.৩৩	৩৮৮৭০.৭২	১৮৭০০.০০	১৬৬৮২.৫০	১৬৬৫৬.৫৮	৫৫৫২৭.৩০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১১ প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা	স্থানীয়	১১২৫৫৯.৩৩	৩৮৮৭০.৭২	১৮৭০০.০০	১৬৬৮২.৫০	১৬৬৫৬.৫৮	৫৫৫২৭.৩০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.৯০	২০.০০		১৫.৫০	৫১.৪০
		আর্থিক %		৩৪.৫৩	১৬.৬১		১৪.৮০	৪৯.৩৩
৫	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩১-০৩-২০১১*	মোট	৪৩৭৭.৯১	০.০০	৮০০.০০	১২৫.০০	১২১.৫০	১২১.৫০
৭২		স্থানীয়	৪৩৭৭.৯১	০.০০	৮০০.০০	১২৫.০০	১২১.৫০	১২১.৫০
পরিঃ মন্ত্রী ১১-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২৫.০০		২৭.০০	২৭.০০
		আর্থিক %		০.০০	১৮.২৭		২.৭৮	২.৭৮
৬	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০	মোট	৪৮৬০.৭৫	০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০
৭৩		স্থানীয়	৪৮৬০.৭৫	০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৫৯		৪.২৫	৪.২৫
		আর্থিক %		০.০০	১০.২৯		২.৫৭	২.৫৭
৭	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩০৪৯৫.০০	১০০.০০	৮১৭৬.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২৩৫০.০০
৫৫		স্থানীয়	৩০৪৯৫.০০	১০০.০০	৮১৭৬.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২৩৫০.০০
একনেক ০৯-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩৩	১৪.৭৬		৭.৩৮	৭.৭১
		আর্থিক %		০.৩৩	২৬.৮১		৭.৩৮	৭.৭১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০ *অর্পিত ক্রয়কাজ-বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*							
৮	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২*	মোট	২১৫৩৪.৫৩	৫৪২০.৬১	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	৩৫৯০.৬৯	৯০১১.৩০
২৭		স্থানীয়	২১৫৩৪.৫৩	৫৪২০.৬১	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	৩৫৯০.৬৯	৯০১১.৩০
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৮.১৭	২২.৫৯		১৮.৫৭	৫৬.৭৪
		আর্থিক %		২৫.১৭	১৬.৬৯		১৬.৬৭	৪১.৮৫
৯	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৮	মোট	১২৪৮৯.০৫	৫৫৩৪.৭০	৪২৫৩.০০	৪২৫৩.০০	২৫৬৬.৮৯	৮১০১.৫৯
৪৯		স্থানীয়	১২৪৮৯.০৫	৫৫৩৪.৭০	৪২৫৩.০০	৪২৫৩.০০	২৫৬৬.৮৯	৮১০১.৫৯
একনেক ২৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫০.২২	৩৬.২৩		২০.৩৪	৭০.৫৬
		আর্থিক %		৪৪.৩২	৩৪.০৫		২০.৫৫	৬৪.৮৭
১০	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৮	মোট	৩২০৮৫.৯১	৫০৮৫.৩১	৫৭০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৯.৭১	৮৮৩৫.০২
৩৬		স্থানীয়	৩২০৮৫.৯১	৫০৮৫.৩১	৫৭০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৯.৭১	৮৮৩৫.০২
একনেক ০৭-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৯.৩২	১৯.৬৪		১৬.৩৬	৩৫.৬৮
		আর্থিক %		১৫.৮৫	১৭.৭৬		১১.৬৯	২৭.৫৪
১১	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন	মোট	২০৩৭০.২০	৯৭১৪.৪১	১০৬৫৪.০০	৯৫৬৭.০০	৯৫৬৭.০০	১৯২৮১.৪১
৩১		স্থানীয়	২০৩৭০.২০	৯৭১৪.৪১	১০৬৫৪.০০	৯৫৬৭.০০	৯৫৬৭.০০	১৯২৮১.৪১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
একনেক ০৯-০৮-২০১৭	যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৮.৪৭	৩১.৫৩		২৯.২৬	৯৭.৭৩
		আর্থিক %		৪৭.৬৯	৫২.৩০		৪৬.৯৭	৯৪.৬৫
১২	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৩৮৪০৪.০৬	৬৯৯৩.৮৮	১৮৭৫৭.০০	১৭৬৬৩.০০	১৫৯৪৮.৫৮	২২৯৪২.৪৬
৩০		স্থানীয়	৩৮৪০৪.০৬	৬৯৯৩.৮৮	১৮৭৫৭.০০	১৭৬৬৩.০০	১৫৯৪৮.৫৮	২২৯৪২.৪৬
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৮.৯৮	৩১.০২		২৫.০৭	৬৪.০৫
		আর্থিক %		১৮.২১	৪৮.৮৪		৪১.৫৩	৫৯.৭৪
১৩	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ *জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৩০৭০.০৭	১১৯৭.৩৬	১৪৭৫.০০	১৪৭১.০০	১২০৮.৯৪	২৪০৬.৩০
৪৯		স্থানীয়	৩০৭০.০৭	১১৯৭.৩৬	১৪৭৫.০০	১৪৭১.০০	১২০৮.৯৪	২৪০৬.৩০
পরিঃ মন্ত্রী -০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.০০	৫৯.০০		৫৯.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৩৯.০০	৪৮.০৪		৩৯.৩৮	৭৮.৩৮
১৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	মোট	৪৬৯৯.৪১	১৩৪০.৭০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯১৩.৮৬	২২৫৪.৫৬
৩৫		স্থানীয়	৪৬৯৯.৪১	১৩৪০.৭০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯১৩.৮৬	২২৫৪.৫৬
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৭.৫৩	৩২.৪৭		২৪.৪৭	৭২.০০
		আর্থিক %		২৮.৫৩	২১.২৮		১৯.৪৫	৪৭.৯৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৫৩৯১১৯.৯৩	১৩৫৬৯৪.১৮	১১৫০২৫.০০	৯৩৬৭৯.১৮	৮৯৭৭৪.৪৩	২২৫৪৬৮.৬১
		স্থানীয়	৫৩৯১১৯.৯৩	১৩৫৬৯৪.১৮	১১৫০২৫.০০	৯৩৬৭৯.১৮	৮৯৭৭৪.৪৩	২২৫৪৬৮.৬১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮১.৪৪	৭৮.০৫	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা								
১৫ ১৩৯ পরিঃ মন্ত্রী ২৬-১২-২০১৭	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮	মোট	৪৯৮৯.৪৬	১৪৭০.০৮	১০১৮.০০	১০১৮.০০	৮২৩.৪৩	২২৯৩.৫১
		স্থানীয়	৪৯৮৯.৪৬	১৪৭০.০৮	১০১৮.০০	১০১৮.০০	৮২৩.৪৩	২২৯৩.৫১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৬.০০	২১.০০		১৯.০০	৭৫.০০
		আর্থিক %		২৯.৪৬	২০.৪০		১৬.৫০	৪৫.৯৭
১৬ ১৬	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	১৫৫৮৮.১৬	৫৫১৭.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৭৪৫.৪১	৭২৬২.৪১
		স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	৫৫১৭.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৭৪৫.৪১	৭২৬২.৪১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৪.০০	২০.০০		৯.০০	৬৩.০০
		আর্থিক %		৩৫.৩৯	১২.৮৩		১১.২০	৪৬.৫৯
১৭ ৫৬ পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০-২০১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	মোট	৪১২৫.৮৪	৩.৮৩	১০৬৬.০০	৫৩২.৯০	৫২৩.৩৮	৫২৭.২১
		স্থানীয়	৪১২৫.৮৪	৩.৮৩	১০৬৬.০০	৫৩২.৯০	৫২৩.৩৮	৫২৭.২১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.১০	২৫.৮৪		১৪.২০	১৪.৩০
		আর্থিক %		০.০৯	২৫.৮৪		১২.৬৯	১২.৭৮
১৮ ৫৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম	মোট	২৬৮৯.০০	২.৯৮	১১০০.০০	১০৯৬.৫১	৯১৫.১২	৯১৮.১০
		স্থানীয়	২৬৮৯.০০	২.৯৮	১১০০.০০	১০৯৬.৫১	৯১৫.১২	৯১৮.১০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০-২০১৮	সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৯ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০*	বাস্তব %		০.১১	৪১.০০		৩৪.৮৯	৩৫.০০
		আর্থিক %		০.১১	৪০.৯১		৩৪.০৩	৩৪.১৪
১৯	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৭১০৯.০৫	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৪		স্থানীয়	৭১০৯.০৫	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ২০-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩.০০		১.০০	১.০০
		আর্থিক %		০.০০	৭.০৩		০.০০	০.০০
২০	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৫ *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	২৪৫১৮.৯০	১৭৪২৮.৩৫	২০১৫.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৮৫	১৯৪২৮.২০
৫		স্থানীয়	২৪৫১৮.৯০	১৭৪২৮.৩৫	২০১৫.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৮৫	১৯৪২৮.২০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭২.০০	১০.০০		৮.৯৭	৮০.৯৭
		আর্থিক %		৭১.০৮	৮.২২		৮.১৬	৭৯.২৪
২১	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	মোট	৩৮৩৬.৮১	১.৫৫	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৫১.৬৯	৩৫৩.২৪
৫৮		স্থানীয়	৩৮৩৬.৮১	১.৫৫	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৫১.৬৯	৩৫৩.২৪
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-০৯-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৪	২০.০০		১৩.৮৫	১৩.৮৯
		আর্থিক %		০.০৪	১৩.০৩		৯.১৭	৯.২১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২২	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৩২৪৯৮.৮৫	২০৬৬৮.৯২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	২৪১৬৮.৯২
১৩৬		স্থানীয়	৩২৪৯৮.৮৫	২০৬৬৮.৯২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	২৪১৬৮.৯২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩০.৩১	৩৩.৬৯		২২.৯১	৫৩.২২
		আর্থিক %		৬৩.৬০	১০.৭৭		১০.৭৭	৭৪.৩৭
২৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৮৮৬২.৩৬	৫০০.০০	৭৩২২.০০	৭৩১২.২৫	৭৩০১.৭৭	৭৮০১.৭৭
৪৮		স্থানীয়	৮৮৬২.৩৬	৫০০.০০	৭৩২২.০০	৭৩১২.২৫	৭৩০১.৭৭	৭৮০১.৭৭
একনেক ২০-০৩-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৯৯	৮৮.০০		৮৭.০৪	৮৮.০৩
		আর্থিক %		৫.৬৪	৮২.৬২		৮২.৩৯	৮৮.০৩
২৪	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৬৮১.৪০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৬		স্থানীয়	৪৬৮১.৪০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ২৪-০৯-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		৩.০০	৩.০০
		আর্থিক %		০.০০	২.১৪		০.০০	০.০০
২৫	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭	মোট	১৯০৭৭.০৬	২৫২৬.০৭	১৯৫৭.০০	১৯৫৫.৫০	১৮০২.৯৪	৪৩২৯.০১
২৮		স্থানীয়	১৯০৭৭.০৬	২৫২৬.০৭	১৯৫৭.০০	১৯৫৫.৫০	১৮০২.৯৪	৪৩২৯.০১
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৭.৯৪	১০.০০		৯.৩১	২৭.২৫

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	আর্থিক %		১৩.২৪	১০.২৬		৫.০০	১৮.২৪
২৬	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর	মোট	১১৭৪৬.০১	০.০০	৫৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪১	বাগাদী পাম্প হাউস ও	স্থানীয়	১১৭৪৬.০১	০.০০	৫৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ২৩-১০-২০১৮	হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৪৯		০.০০	০.০০
উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	১৩৯৭২২.৯০	৪৮১১৮.৭৮	২১১৩৫.০০	১৯৯১৫.১৬	১৮৯৬৩.৫৯	৬৭০৮২.৩৭
		স্থানীয়	১৩৯৭২২.৯০	৪৮১১৮.৭৮	২১১৩৫.০০	১৯৯১৫.১৬	১৮৯৬৩.৫৯	৬৭০৮২.৩৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৪.২৩	৮৯.৭৩	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
২৭	সিলেট জেলায় সিলেট	মোট	১২০৮১.৬৫	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৯	সদর ও বিশ্বনাথ	স্থানীয়	১২০৮১.৬৫	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ০৫-১১-২০১৯	উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৮৩		০.০০	০.০০
উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	১২০৮১.৬৫	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		স্থানীয়	১২০৮১.৬৫	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				০.০০	০.০০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
২৮	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী	মোট	২৯৩৬০.৬৯	২১০০৪.৩৫	২০০১.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৩০০৪.৩৫
৮	উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং	স্থানীয়	২৯৩৬০.৬৯	২১০০৪.৩৫	২০০১.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৩০০৪.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৬	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮২.৩৫	৭.৬৫		৫.৬৫	৮৮.০০
		আর্থিক %		৭১.৫৪	৬.৮২		৬.৮১	৭৮.৩৫
২৯	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ *ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ*	মোট	১৬৫৭৪২.৫৩	৫৩৮৬৪.৩৮	৫৫০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	১০৩৮৬৪.৩৮
১৯		স্থানীয়	১৬৫৭৪২.৫৩	৫৩৮৬৪.৩৮	৫৫০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	১০৩৮৬৪.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৯.০০	৩৪.০০		৩৩.৫০	৭২.৫০
		আর্থিক %		৩২.৫০	৩৩.১৮		৩০.১৭	৬২.৬৭
৩০	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	২১৯৩০.৮৩	৩১৩৮.১০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৭৬৩৮.১০
৩৭		স্থানীয়	২১৯৩০.৮৩	৩১৩৮.১০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৭৬৩৮.১০
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২০.৩২	৩৫.০০		৩২.৬৮	৫৩.০০
		আর্থিক %		১৪.৩১	২০.৫২		২০.৫২	৩৪.৮৩
৩১	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯	মোট	১১২৮.৯৬	৩.৮০	৪৫১.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫৩.৮০
১৪২		স্থানীয়	১১২৮.৯৬	৩.৮০	৪৫১.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫৩.৮০
পরিঃ মন্ত্রী ০২-০৫-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩৪	৬০.০০		৫৮.৫৬	৫৮.৯০
		আর্থিক %		০.৩৪	৩৯.৯৫		৩৯.৮৬	৪০.২০
৩২	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-	মোট	৩২০২৯.৭৭	১৯২২৮.৯৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৭৮৮.৭০	২৪০১৭.৬৩
১৬		স্থানীয়	৩২০২৯.৭৭	১৯২২৮.৯৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৭৮৮.৭০	২৪০১৭.৬৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.১৭	১৫.৬১		১৫.১৭	৮০.৩৪
		আর্থিক %		৬০.০৩	১৫.৬১		১৪.৯৫	৭৪.৯৯
৩৩	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	মোট	৩৫৪৮৬.৪৯	১৪৪৬.৬২	৫৭৩৯.০০	৫৭৩৭.৫০	৫৭৩৪.৪৪	৭১৮১.০৬
৪২		স্থানীয়	৩৫৪৮৬.৪৯	১৪৪৬.৬২	৫৭৩৯.০০	৫৭৩৭.৫০	৫৭৩৪.৪৪	৭১৮১.০৬
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫.৮৩	১৭.০০		১৬.১৬	২১.৯৯
		আর্থিক %		৪.০৮	১৬.১৭		১৬.১৬	২০.২৪
৩৪	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	মোট	১৫৬৭৬.৯০	৪.৯৮	৪০০০.০০	২৯৭৫.০০	২৯৩১.৯২	২৯৩৬.৯০
৫৯		স্থানীয়	১৫৬৭৬.৯০	৪.৯৮	৪০০০.০০	২৯৭৫.০০	২৯৩১.৯২	২৯৩৬.৯০
একনেক ০২-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.০০	৪০.০০		৩৭.২৫	৩৯.২৫
		আর্থিক %		০.০৩	২৫.৫২		১৮.৭০	১৮.৭৩
৩৫	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০	মোট	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	১৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮১		স্থানীয়	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	১৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ২৭-০২-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০		২.৮০	২.৮০
		আর্থিক %		০.০০	১.০৫		০.০০	০.০০
৩৬	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ	মোট	২৪৩৭৭.৯৯	১৪১০৭.০৭	৫০০০.০০	২২৫০.০০	২২৪৯.০৮	১৬৩৫৬.১৫
২৩		স্থানীয়	২৪৩৭৭.৯৯	১৪১০৭.০৭	৫০০০.০০	২২৫০.০০	২২৪৯.০৮	১৬৩৫৬.১৫
একনেক ০৫-০৪-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.০০	২২.০০		২২.০০	৯২.০০
		আর্থিক %		৫৭.৮৭	২০.৫১		৯.২৩	৬৭.০৯

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*							
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯	মোট	৩৯৮৯০.৫৭	৪০৫.৩৫	৬৫০০.০০	৫২৪২.০০	৫২২৮.০০	৫৬৩৩.৩৫
৬০	স্থানীয়	৩৯৮৯০.৫৭	৪০৫.৩৫	৬৫০০.০০	৫২৪২.০০	৫২২৮.০০	৫৬৩৩.৩৫	
একনেক ০৯-১০-২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৭.০০	৩০.০০		২৮.০০	৩৫.০০	
	আর্থিক %		১.০২	১৬.২৯		১৩.১১	১৪.১২	
৩৮	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	৩৬৩১১.৮১	১৮৬৭৮.৮৯	৩৭৪৯.০০	৩৭৪৯.০০	৩৭৪৬.৯৮	২২৪২৫.৮৭
৯	স্থানীয়	৩৬৩১১.৮১	১৮৬৭৮.৮৯	৩৭৪৯.০০	৩৭৪৯.০০	৩৭৪৬.৯৮	২২৪২৫.৮৭	
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৬০.০০	২১.০০		১০.৫০	৭০.৫০	
	আর্থিক %		৫১.৪৪	১০.৩২		১০.৩২	৬১.৭৬	
৩৯	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৭ *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	১২১৮৪.০০	৮৪০৭.২২	২৪৭৫.০০	২৪৭৫.০০	২৪৭০.০৪	১০৮৭৭.২৬
১৭	স্থানীয়	১২১৮৪.০০	৮৪০৭.২২	২৪৭৫.০০	২৪৭৫.০০	২৪৭০.০৪	১০৮৭৭.২৬	
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৬৯.০০	২০.০০		২১.০০	৯০.০০	
	আর্থিক %		৬৯.০০	২০.৩১		২০.২৭	৮৯.২৭	
৪০	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ	মোট	১৪১৬৫.০০	৩৯৫.৪৮	২৩০০.০০	২০৫০.০০	২০২১.৬৪	২৪১৭.১২
৪৩	স্থানীয়	১৪১৬৫.০০	৩৯৫.৪৮	২৩০০.০০	২০৫০.০০	২০২১.৬৪	২৪১৭.১২	
একনেক ২৩-০১-২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৩.০০	২০.০০		১৬.০০	১৯.০০	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	(৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৯		আর্থিক %	২.৭৯	১৬.২৪		১৪.২৭	১৭.০৬
৪১	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৭ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪-২০১১* *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	১৯৫৪৩.৯৫	৫৩১৬.২৫	২৬৮৭.০০	২৬৮৬.৫০	২৬৮৪.৫২	৮০০০.৭৭
১৩৫		স্থানীয়	১৯৫৪৩.৯৫	৫৩১৬.২৫	২৬৮৭.০০	২৬৮৬.৫০	২৬৮৪.৫২	৮০০০.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৭.০০	২৮.৫০		১৪.০০	৫১.০০
		আর্থিক %		২৭.২০	১৩.৭৫		১৩.৭৪	৪০.৯৪
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	৬০৯৯০২.৯৯	১৪৬০০১.৪২	১০১১০২.০০	৮৯১১৫.০০	৮৮৮০৫.৩২	২৩৪৮০৬.৭৪
		স্থানীয়	৬০৯৯০২.৯৯	১৪৬০০১.৪২	১০১১০২.০০	৮৯১১৫.০০	৮৮৮০৫.৩২	২৩৪৮০৬.৭৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮৮.১৪	৮৭.৮৪	
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট	১৩০০৮২৭.৪৭	৩২৯৮১৪.৩৮	২৩৭৩৬২.০০	২০২৭০৯.৩৪	১৯৭৫৪৩.৩৪	৫২৭৩৫৭.৭২
		স্থানীয়	১৩০০৮২৭.৪৭	৩২৯৮১৪.৩৮	২৩৭৩৬২.০০	২০২৭০৯.৩৪	১৯৭৫৪৩.৩৪	৫২৭৩৫৭.৭২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮৫.৪০	৮৩.২২	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর								
৪২	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ	মোট	১৩৪৯৪.১৭	৯৮৬.৬১	৪০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪০.৮৬	৪৭২৭.৪৭
৬১		স্থানীয়	১৩৪৯৪.১৭	৯৮৬.৬১	৪০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪০.৮৬	৪৭২৭.৪৭
একনেক ১১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৫০	৫০.০০		৬২.৫০	৭০.০০
		আর্থিক %		৭.৩১	২৯.৬৪		২৭.৭২	৩৫.০৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯							
৪৩	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	মোট	৩০২৬০.০০	০.০০	১০০০০.০০	৩৭৬২.৫০	৩৭৫৪.১৮	৩৭৫৪.১৮
৭১		স্থানীয়	৩০২৬০.০০	০.০০	১০০০০.০০	৩৭৬২.৫০	৩৭৫৪.১৮	৩৭৫৪.১৮
একনেক ২৭-০২-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩৩.০৫		৩৪.২৩	৩৪.২৩
		আর্থিক %		০.০০	৩৩.০৫		১২.৪১	১২.৪১
৪৪	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৭৯২৩.০০	০.০০	১০০১.০০	৭৫০.০০	৬৫৩.৫০	৬৫৩.৫০
৭৬		স্থানীয়	৪৭৯২৩.০০	০.০০	১০০১.০০	৭৫০.০০	৬৫৩.৫০	৬৫৩.৫০
একনেক ০৯-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪.০০		২.৭৩	২.৭৩
		আর্থিক %		০.০০	২.০৯		১.৩৬	১.৩৬
৪৫	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১ *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	২৯৯৩৬.৬৭	১৯৩১.১৪	৮৩১৯.০০	৪৫০৬.৫০	৪৪৮৬.১৬	৬৪১৭.৩০
২৯		স্থানীয়	২৯৯৩৬.৬৭	১৯৩১.১৪	৮৩১৯.০০	৪৫০৬.৫০	৪৪৮৬.১৬	৬৪১৭.৩০
একনেক ০৭-০২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮.৯৫	৪০.০০		৩৩.৮৩	৪২.৭৮
		আর্থিক %		৬.৪৫	২৭.৭৯		১৪.৯৯	২১.৪৪
৪৬	নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	১৪৭৫৫.৯৯	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২১০.৭৯	২১০.৭৯
৭৭		স্থানীয়	১৪৭৫৫.৯৯	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২১০.৭৯	২১০.৭৯
একনেক ৩০-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.১৭		১.৭১	১.৭১
		আর্থিক %		০.০০	১.৬৯		১.৪৩	১.৪৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮ *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	৫১১১.২৮	৩১৮৫.৯৫	৭৫১.০০	৭৫০.০০	৩৭৯.০৪	৩৫৬৪.৯৯
১৩৮		স্থানীয়	৫১১১.২৮	৩১৮৫.৯৫	৭৫১.০০	৭৫০.০০	৩৭৯.০৪	৩৫৬৪.৯৯
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	২০.০০		১২.০০	৭৭.০০
		আর্থিক %		৬২.৩৩	১৪.৬৯		৭.৪২	৬৯.৭৫
৪৮	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯	মোট	৫৫৬৮.৮৪	৭৯৯.৯৭	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৩.০০	২৬৭২.৯৭
৬২		স্থানীয়	৫৫৬৮.৮৪	৭৯৯.৯৭	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৩.০০	২৬৭২.৯৭
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২২.০০	৫২.০৩		৪৯.০০	৭১.০০
		আর্থিক %		১৪.৩৭	৪৪.৮৯		৩৩.৬৩	৪৮.০০
উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	১৪৭০৪৯.৯৫	৬৯০৩.৬৭	২৬৮২১.০০	১৫৬৪৪.০০	১৫০৯৭.৫৩	২২০০১.২০
		স্থানীয়	১৪৭০৪৯.৯৫	৬৯০৩.৬৭	২৬৮২১.০০	১৫৬৪৪.০০	১৫০৯৭.৫৩	২২০০১.২০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৫৮.৩৩	৫৬.২৯	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী								
৪৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৯ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১*	মোট	১৮২৫৮.২৭	২৯৭.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৭৩.৩৯	১২৭০.৪৯
৪৪		স্থানীয়	১৮২৫৮.২৭	২৯৭.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৭৩.৩৯	১২৭০.৪৯
একনেক ১৬-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৮৬	৫.৪৮		৫.৫৫	৭.৪১
		আর্থিক %		১.৬৩	৫.৪৮		৫.৩৩	৬.৯৬

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ							
৫০	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮ *জুন, ২০২০ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত*	মোট	৪০৭০.০৮	২৫০৮.৬২	১৪৪০.০০	১৪৩৯.৯৭	১৩৬১.২৮	৩৮৬৯.৯০
১৩৭		স্থানীয়	৪০৭০.০৮	২৫০৮.৬২	১৪৪০.০০	১৪৩৯.৯৭	১৩৬১.২৮	৩৮৬৯.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.২০	৩৪.৮০		৩৪.৮০	১০০.০০
		আর্থিক %		৬১.৬৪	৩৫.৩৮		৩৩.৪৫	৯৫.০৮
৫১	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর,২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আগষ্ট, ২০১৮	মোট	৪১৯৯.১২	১৪৩২.১৬	১২৫৬.০০	১২৫৬.০০	৮২০.২০	২২৫২.৩৬
৩৯		স্থানীয়	৪১৯৯.১২	১৪৩২.১৬	১২৫৬.০০	১২৫৬.০০	৮২০.২০	২২৫২.৩৬
পরিঃ মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৬.১৩	২৫.০০		১৯.৫৫	৬৫.৬৮
		আর্থিক %		৩৪.১১	২৯.৯১		১৯.৫৩	৫৩.৬৪
৫২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ *জুন, ২০২০ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত*	মোট	৪৬৪৬০.০০	২০৯৭৩.১০	২৩২০০.০০	২৩২০০.০০	২১৭৭৪.৩৮	৪২৭৪৭.৪৮
৩২		স্থানীয়	৪৬৪৬০.০০	২০৯৭৩.১০	২৩২০০.০০	২৩২০০.০০	২১৭৭৪.৩৮	৪২৭৪৭.৪৮
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫০.৩৩	৪৯.৬৭		৪৯.৬৭	১০০.০০
		আর্থিক %		৪৫.১৪	৪৯.৯৪		৪৬.৮৭	৯২.০১
৫৩	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	৫০৯৯৪.০০	৭৪৯৬.৫২	২৭৯৫৯.০০	১৩৫০০.০০	১৩৪৬৮.২২	২০৯৬৪.৭৪
৪১		স্থানীয়	৫০৯৯৪.০০	৭৪৯৬.৫২	২৭৯৫৯.০০	১৩৫০০.০০	১৩৪৬৮.২২	২০৯৬৪.৭৪
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৯.৮৩	৪৫.০০		৪২.৩৬	৬২.১৯
		আর্থিক %		১৪.৭০	৫৪.৮৩		২৬.৪১	৪১.১১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	অর্পিত ক্রয়কাজ-বাংলাদেশ সেনাবাহিনী							
৫৪	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭*	মোট	২৩৩৫৬০.০০	৯৬.৫৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২১৯০.২৬	২২৮৬.৮৪
৬৭		স্থানীয়	২৩৩৫৬০.০০	৯৬.৫৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২১৯০.২৬	২২৮৬.৮৪
একনেক ০৭-১১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০৭		০.৯৮	০.৯৮
		আর্থিক %		০.০৪	১.০৭		০.৯৪	০.৯৮
৫৫	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	১২৩৪৭.৪১	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৩৩.৫৭	২৩৩.৫৭
৭৫		স্থানীয়	১২৩৪৭.৪১	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৩৩.৫৭	২৩৩.৫৭
একনেক ০৪-০৩-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০		১.৯০	১.৯০
		আর্থিক %		০.০০	২.০২		১.৮৯	১.৮৯
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৩৬৯৮৮৮.৮৮	৩২৮০৪.০৮	৫৭৬০৫.০০	৪৩১৪৫.৯৭	৪০৮২১.৩০	৭৩৬২৫.৩৮
		স্থানীয়	৩৬৯৮৮৮.৮৮	৩২৮০৪.০৮	৫৭৬০৫.০০	৪৩১৪৫.৯৭	৪০৮২১.৩০	৭৩৬২৫.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৭৪.৯০	৭০.৮৬	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৫১৬৯৩৮.৮৩	৩৯৭০৭.৭৫	৮৪৪২৬.০০	৫৮৭৮৯.৯৭	৫৫৯১৮.৮৩	৯৫৬২৬.৫৮
		স্থানীয়	৫১৬৯৩৮.৮৩	৩৯৭০৭.৭৫	৮৪৪২৬.০০	৫৮৭৮৯.৯৭	৫৫৯১৮.৮৩	৯৫৬২৬.৫৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৬৯.৬৩	৬৬.২৩	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৫৬	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৫১৯৪.৪৩	২২৮৮.৩৯	১৪৮০.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৮৫	৩৫৮৮.২৪
১৩৩		স্থানীয়	৫১৯৪.৪৩	২২৮৮.৩৯	১৪৮০.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৮৫	৩৫৮৮.২৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৭	বাস্তব %		৫৯.৮৪	২৫.০০		১১.৫০	৭১.৩৪
		আর্থিক %		৪৪.০৫	২৮.৪৯		২৫.০২	৬৯.০৮
৫৭	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	১০৯৭২০.৯০	১৬০৫৯.৮১	২৪৫১২.০০	২৪৫১১.২৫	২৪৪১০.৩৫	৪০৪৭০.১৬
৪০		স্থানীয়	১০৯৭২০.৯০	১৬০৫৯.৮১	২৪৫১২.০০	২৪৫১১.২৫	২৪৪১০.৩৫	৪০৪৭০.১৬
একনেক ০২-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২০.৬০	৩০.০০		২১.০০	৪১.৬০
		আর্থিক %		১৪.৬৪	২২.৩৪		২২.২৫	৩৬.৮৮
৫৮	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৮		স্থানীয়	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ২৯-১০-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪.৪৯		৩.৫০	৩.৫০
		আর্থিক %		০.০০	৪.৪৯		০.০০	০.০০
৫৯	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮	মোট	৯৯২৭.৪৬	৭১৫০.৮৬	১০৮৪.০০	১০৮৩.০০	১০৬৫.৩০	৮২১৬.১৬
১৩৪		স্থানীয়	৯৯২৭.৪৬	৭১৫০.৮৬	১০৮৪.০০	১০৮৩.০০	১০৬৫.৩০	৮২১৬.১৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.৫০	১০.৫০		১২.০০	৮৫.৫০
		আর্থিক %		৭২.০৩	১০.৯২		১০.৭৩	৮২.৭৬
৬০	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮ প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	২৫০৮১.৬৭	৩৮৫০.৪৩	৩৫০১.০০	২৯৯৭.৭৫	২৯৯৪.৩০	৬৮৪৪.৭৩
১৮		স্থানীয়	২৫০৮১.৬৭	৩৮৫০.৪৩	৩৫০১.০০	২৯৯৭.৭৫	২৯৯৪.৩০	৬৮৪৪.৭৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩০.৭০	৩০.০০		১৩.৮০	৪৪.৫০
		আর্থিক %		১৫.৩৫	১৩.৯৬		১১.৯৪	২৭.২৯
৬১		মোট	২৯২২২.৭৭	১৪৯৩.৮২	৮০০০.০০	৪৮৬২.৫০	৪৭৯৪.২০	৬২৮৮.০২

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬৩	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	স্থানীয়	২৯২২২.৭৭	১৪৯৩.৮২	৮০০০.০০	৪৮৬২.৫০	৪৭৯৪.২০	৬২৮৮.০২
একনেক ০৭-০৮-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	বাস্তব %		৭.০০	২৫.০০		৩৫.০০	৪২.০০
		আর্থিক %		৫.১১	২৭.৩৮		১৬.৪১	২১.৫২
৬২	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৯১৪৯.৪৬	৯৬.৭৭	৫০০০.০০	৪৮৭৫.০০	৪৮৭০.৬৭	৪৯৬৭.৪৪
৬৪		স্থানীয়	২৯১৪৯.৪৬	৯৬.৭৭	৫০০০.০০	৪৮৭৫.০০	৪৮৭০.৬৭	৪৯৬৭.৪৪
একনেক ১১-০৯-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯	বাস্তব %		০.৫০	২৫.০০		২৮.০০	২৮.৫০
		আর্থিক %		০.৩৩	১৭.১৫		১৬.৭১	১৭.০৪
৬৩	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩৭৬২৮.১২	৭৬২৫.০০	১২৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৫১২৫.০০
২৬		স্থানীয়	৩৭৬২৮.১২	৭৬২৫.০০	১২৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৫১২৫.০০
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১৮	বাস্তব %		৩৬.০০	৩৫.০০		৩০.০০	৬৬.০০
	ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	আর্থিক %		২০.২৬	৩৩.২২		১৯.৯৩	৪০.২০
৬৪	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৯১৫৮.০৮	৭৬২.১৭	৫০০০.০০	৩৯৭০.০০	৩৮৩৩.৩৩	৪৫৯৫.৫০
৬৫		স্থানীয়	৫৯১৫৮.০৮	৭৬২.১৭	৫০০০.০০	৩৯৭০.০০	৩৮৩৩.৩৩	৪৫৯৫.৫০
একনেক ২৩-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	বাস্তব %		১.২০	১১.০০		৭.৭৫	৮.৯৫
		আর্থিক %		১.২৯	৮.৪৫		৬.৪৮	৭.৭৭
উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৩৬০৮০৬.৮৮	৩৯৩২৭.২৫	৬৩৫৭৭.০০	৫১০৯৯.৫০	৫০৭৬৮.০০	৯০০৯৫.২৫
		স্থানীয়	৩৬০৮০৬.৮৮	৩৯৩২৭.২৫	৬৩৫৭৭.০০	৫১০৯৯.৫০	৫০৭৬৮.০০	৯০০৯৫.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮০.৩৭	৭৯.৮৫	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল								
৬৫	বরিশাল জেলা সদরের সাথে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগ ও ভূমি	মোট	১১৫২.২৭	৬.৫৭	১.০০	০.০০	০.০০	৬.৫৭
৩৮		স্থানীয়	১১৫২.২৭	৬.৫৭	১.০০	০.০০	০.০০	৬.৫৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিঃ মন্ত্রী ১৫-১১-২০১৭	পুনরুদ্ধারের জন্য মাসকাটা নদীর উপর ক্রসড্যাম নির্মাণ (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। *প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় নি।*	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩২	০.০০		০.০০	০.৩২
		আর্থিক %		০.৫৭	০.০৯		০.০০	০.৫৭
৬৬	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	৪৫৪৪.৩৪	২৫৭.৭৩	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৬.৮৯	১২৫৪.৬২
১৪০		স্থানীয়	৪৫৪৪.৩৪	২৫৭.৭৩	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৬.৮৯	১২৫৪.৬২
পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮.৮৯	৩৪.০০		২২.৮৮	৩১.৭৭
		আর্থিক %		৫.৬৭	২২.০১		২১.৯৪	২৭.৬১
৬৭	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	৩৭০৯৮.৬২	১৫৬৩.৩৬	১০১২৪.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০	৪৯৩৮.৩৬
৩৩		স্থানীয়	৩৭০৯৮.৬২	১৫৬৩.৩৬	১০১২৪.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০	৪৯৩৮.৩৬
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৫০	৩০.০০		৩০.৫০	৩৮.০০
		আর্থিক %		৪.২১	২৭.২৯		৯.১০	১৩.৩১
৬৮	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭নং কাজীর চর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৮ *জুন, ২০২০ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত*	মোট	১০৮০.৯০	৭৪৭.৯৯	২৫৬.০০	২৫৬.০০	২৫৬.০০	১০০৩.৯৯
৫২		স্থানীয়	১০৮০.৯০	৭৪৭.৯৯	২৫৬.০০	২৫৬.০০	২৫৬.০০	১০০৩.৯৯
পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৫-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.০০	৩০.০০		৩০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৬৯.২০	২৩.৬৮		২৩.৬৮	৯২.৮৮
৬৯	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল,	মোট	৩৮৪১৯.২৭	১৯৪৪.৫৪	৮৪০১.০০	৭৩৬৩.৪৪	৭২৩০.২১	৯১৭৪.৭৫
৫০		স্থানীয়	৩৮৪১৯.২৭	১৯৪৪.৫৪	৮৪০১.০০	৭৩৬৩.৪৪	৭২৩০.২১	৯১৭৪.৭৫
একনেক ১০-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮.০০	২৫.০০		২৪.০০	৩২.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	আর্থিক %		৫.০৬	২১.৮৭		১৮.৮২	২৩.৮৮
৭০	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯	মোট	৩৩৫৮.৮০	৫৫.৮০	১২০০.০০	১২০০.০০	১০৮১.৩০	১১৩৭.১০
৫১		স্থানীয়	৩৩৫৮.৮০	৫৫.৮০	১২০০.০০	১২০০.০০	১০৮১.৩০	১১৩৭.১০
পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৮-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.০০	৪০.০০		৪০.০০	৪২.০০
		আর্থিক %		১.৬৬	৩৫.৭৩		৩২.১৯	৩৩.৮৫
৭১	বরগুনা জেলার উপকুলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৬/০৫/২০১০*	মোট	৬১৩৩.৪৪	৬৯৮.৯৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৫.০০	৩৬৯৩.৯৭
১৪৩		স্থানীয়	৬১৩৩.৪৪	৬৯৮.৯৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৫.০০	৩৬৯৩.৯৭
একনেক ০৩-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৫.০০	৪৫.০০		৪৫.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		১১.৪০	৪৮.৯১		৪৮.৮৩	৬০.২৩
৭২	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৬	মোট	৫৫০৬৩.৯০	৪২৬৪২.৬০	১০৭৫০.০০	৯৭০০.০০	৯৬৯৭.৯৬	৫২৩৪০.৫৬
১২		স্থানীয়	৫৫০৬৩.৯০	৪২৬৪২.৬০	১০৭৫০.০০	৯৭০০.০০	৯৬৯৭.৯৬	৫২৩৪০.৫৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮১.০০	১৯.০০		১৭.৮০	৯৮.৮০
		আর্থিক %		৭৭.৪৪	১৯.৫২		১৭.৬১	৯৫.০৫
৭৩	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩৪৩৯০.৬২	২৩৯৯৫.৪৬	৭০১১.০০	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০	৩০৩৯৫.৪৬
১৩		স্থানীয়	৩৪৩৯০.৬২	২৩৯৯৫.৪৬	৭০১১.০০	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০	৩০৩৯৫.৪৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.০০	২৭.০০		২৪.৮০	৯৭.৮০
		আর্থিক %		৬৯.৭৭	২০.৩৯		১৮.৬১	৮৮.৩৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬							
৭৪	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	মোট	৬০৯৩৮.০৯	৩৪৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৫১০০০.০০
১৪		স্থানীয়	৬০৯৩৮.০৯	৩৪৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৫১০০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.০০	৩০.০০		২৮.০০	৯০.০০
		আর্থিক %		৫৬.৬১	২৭.০৮		২৭.০৮	৮৩.৬৯
৭৫	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ *জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	২৭৭৯৭.৫৮	১৮৫৯১.০০	৮১৫১.০০	৮১৫০.০০	৭৭২০.০০	২৬৩১১.০০
১৫		স্থানীয়	২৭৭৯৭.৫৮	১৮৫৯১.০০	৮১৫১.০০	৮১৫০.০০	৭৭২০.০০	২৬৩১১.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.০০	২৭.০০		২৭.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৬৬.৮৮	২৯.৩২		২৭.৭৭	৯৪.৬৫
৭৬	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১১-২০১০* *জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৩১৩১৮.৫৯	১৭৫৯৮.৮১	১২৯৬৯.০০	১২৯৫০.০০	১১৮৩৮.০০	২৯৪৩৬.৮১
২১		স্থানীয়	৩১৩১৮.৫৯	১৭৫৯৮.৮১	১২৯৬৯.০০	১২৯৫০.০০	১১৮৩৮.০০	২৯৪৩৬.৮১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৮.০০	৪২.০০		৪২.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৫৬.১৯	৪১.৪১		৩৭.৮০	৯৩.৯৯
৭৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৩২৫৫.৪২	৫৩০০.০০	১২৫০০.০০	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০	১২০০০.০০
৪৭		স্থানীয়	৪৩২৫৫.৪২	৫৩০০.০০	১২৫০০.০০	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০	১২০০০.০০
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৩.০০	৩০.০০		৩০.০০	৪৩.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	আর্থিক %		১২.২৫	২৮.৯০		১৫.৪৯	২৭.৭৪
৭৮	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুঁলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	৫২৩৩৬.১৫	৭১০০.০০	১২৮০০.০০	৭২৯৫.০০	৭২৯৫.০০	১৪৩৯৫.০০
৪৬		স্থানীয়	৫২৩৩৬.১৫	৭১০০.০০	১২৮০০.০০	৭২৯৫.০০	৭২৯৫.০০	১৪৩৯৫.০০
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৬.০০	২৬.০০		২৬.০০	৪২.০০
		আর্থিক %		১৩.৫৭	২৪.৪৬		১৩.৯৪	২৭.৫০
উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট	৩৯৬৮৮৭.৯৯	১৫৫০০২.৮৩	১০৪৬৬৩.০০	৮৩৮৮৯.৪৪	৮২০৮৫.৩৬	২৩৭০৮৮.১৯
		স্থানীয়	৩৯৬৮৮৭.৯৯	১৫৫০০২.৮৩	১০৪৬৬৩.০০	৮৩৮৮৯.৪৪	৮২০৮৫.৩৬	২৩৭০৮৮.১৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮০.১৫	৭৮.৪৩	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৭৯	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮*	মোট	২৫৬৯৭.৭৩	৩৫২.৪৯	৭০০০.০০	৪৪৯০.৬৬	৪৪৮২.৩৬	৪৮৩৪.৮৫
১১		স্থানীয়	২৫৬৯৭.৭৩	৩৫২.৪৯	৭০০০.০০	৪৪৯০.৬৬	৪৪৮২.৩৬	৪৮৩৪.৮৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.০০	৪০.০০		৫৬.০০	৫৮.০০
		আর্থিক %		১.৩৭	২৭.২৪		১৭.৪৪	১৮.৮১
৮০	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ *ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ*	মোট	৭০৬৪০.৪২	২৭৩৭.১৪	৫০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৪৫.৯৮	৫৬৮৩.১২
২২		স্থানীয়	৭০৬৪০.৪২	২৭৩৭.১৪	৫০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৪৫.৯৮	৫৬৮৩.১২
একনেক ১০-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫.২০	৪০.০০		৫১.৮০	৫৭.০০
		আর্থিক %		৩.৮৭	৭.০৮		৪.১৭	৮.০৫
৮১		মোট	৯০৭.১৮	০.০০	৩০৩.০০	৩০১.৭৫	৩০১.৭৫	৩০১.৭৫

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭৮	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	স্থানীয়	৯০৭.১৮	০.০০	৩০৩.০০	৩০১.৭৫	৩০১.৭৫	৩০১.৭৫
পরিঃ মন্ত্রী ০১-০৫-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		৫৫.০০	৫৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৩.৪০		৩৩.২৬	৩৩.২৬
৮২	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ *২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৩০০৬.৯৮	৯৯.৬৬	২৪৮৮.০০	২৪৮৭.০০	২৪৮৬.৮০	২৫৮৬.৪৬
৬৬		স্থানীয়	৩০০৬.৯৮	৯৯.৬৬	২৪৮৮.০০	২৪৮৭.০০	২৪৮৬.৮০	২৫৮৬.৪৬
পরিঃ মন্ত্রী ২৪-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.৯০	৯৫.১০		৮৭.১০	৯২.০০
		আর্থিক %		৩.৩১	৮২.৭৪		৮২.৭০	৮৬.০২
৮৩	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯	মোট	১৭০০.৭৯	৫০.০০	১২০১.০০	১২০০.০০	৯৯৪.৫৪	১০৪৪.৫৪
৭০		স্থানীয়	১৭০০.৭৯	৫০.০০	১২০১.০০	১২০০.০০	৯৯৪.৫৪	১০৪৪.৫৪
পরিঃ মন্ত্রী ২৯-০১-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৫০	৯৬.৫০		৬১.৫০	৬৫.০০
		আর্থিক %		২.৯৪	৭০.৬১		৫৮.৪৮	৬১.৪১
৮৪	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৪	মোট	৩০০১৩.২৯	২৩৪২৬.২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৮৭.১৮	২৬৯১৩.৪৫
১২৯		স্থানীয়	৩০০১৩.২৯	২৩৪২৬.২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৮৭.১৮	২৬৯১৩.৪৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮২.৫০	১৭.৫০		১৩.০০	৯৫.৫০
		আর্থিক %		৭৮.০৫	১১.৬৬		১১.৬২	৮৯.৬৭

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, নড়াইল *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৫-০৩-২০১১* *ডিপিএম- বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ*							
৮৫	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২০ *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৩		স্থানীয়	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ২০-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৫০		০.৫০	০.৫০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৩		০.০০	০.০০
৮৬	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০*	মোট	২৭২৮২.০০	৬১৪৯.৪২	৪৭০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৮০.৭০	১০১৩০.১২
১৩২		স্থানীয়	২৭২৮২.০০	৬১৪৯.৪২	৪৭০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৮০.৭০	১০১৩০.১২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৮.০০	৪০.০০		৪০.০০	৬৮.০০
		আর্থিক %		২২.৫৪	১৭.২৩		১৪.৫৯	৩৭.১৩
৮৭	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	৪৯৭৭.০০	১৩৮৯.৯৮	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮২.৬৪	৩৩৭২.৬২
৪৫		স্থানীয়	৪৯৭৭.০০	১৩৮৯.৯৮	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮২.৬৪	৩৩৭২.৬২
পরিঃ মন্ত্রী ০৪-০৩-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৩.০০	৪৫.০০		৪৫.০০	৭৮.০০
		আর্থিক %		২৭.৯৩	৪০.১৮		৩৯.৮৪	৬৭.৭৬
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট	১৯৪৫৮৬.৩৩	৩৪২০৪.৯৬	২৬২৯২.০০	২০৯৭৯.৪১	২০৬৬১.৯৫	৫৪৮৬৬.৯১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		স্থানীয়	১৯৪৫৮৬.৩৩	৩৪২০৪.৯৬	২৬২৯২.০০	২০৯৭৯.৪১	২০৬৬১.৯৫	৫৪৮৬৬.৯১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৭৯.৭৯	৭৮.৫৯	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৯৫২২৮১.২০	২২৮৫৩৫.০৪	১৯৪৫৩২.০০	১৫৫৯৬৮.৩৫	১৫৩৫১৫.৩১	৩৮২০৫০.৩৫
		স্থানীয়	৯৫২২৮১.২০	২২৮৫৩৫.০৪	১৯৪৫৩২.০০	১৫৫৯৬৮.৩৫	১৫৩৫১৫.৩১	৩৮২০৫০.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮০.১৮	৭৮.৯২	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ								
৮৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি	মোট	৩২৮০০০.০০	১৩৭১৬৮.৫৩	৫৫০০০.০০	৪০৭৫১.৭৬	৩৪৯৮৭.০০	১৭২১৫৫.৫৩
৪		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	১৩৭১৬৮.৫৩	৫৫০০০.০০	৪০৭৫১.৭৬	৩৪৯৮৭.০০	১৭২১৫৫.৫৩
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	১৩৭১৬৮.৫৩	৫৫০০০.০০	৪০৭৫১.৭৬	৩৪৯৮৭.০০	১৭২১৫৫.৫৩
		বাস্তব %		৪২.৮৫	১৮.০০		১১.২৫	৫৪.১০
		আর্থিক %		৪১.৮২	১৬.৭৭		১০.৬৭	৫২.৪৯
৮৯	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B : Strengthening Hydrological	মোট	৩৪০৬৫.০০	৩৫০৪.১৭	৬০০০.০০	৩৫০৮.৯৯	২১৪৯.১৫	৫৬৫৩.৩২
২০		স্থানীয়	২২০৪.০০	১৪৫.৫৫	৪০০.০০	১৪৮.০০	৯২.৭৪	২৩৮.২৯
যোগাযোগ সেক্টর		প্রকল্প সাঃ	৩১৮৬১.০০	৩৩৫৮.৬২	৫৬০০.০০	৩৩৬০.৯৯	২০৫৬.৪১	৫৪১৫.০৩
একনেক ১৪-০২-২০১৭		আরপিএ	৩১৮৬১.০০	৩৩৫৮.৬২	৫৬০০.০০	৩৩৬০.৯৯	২০৫৬.৪১	৫৪১৫.০৩
		বাস্তব %		১৬.০০	২৫.০০		১৪.০০	৩০.০০
		আর্থিক %		১০.২৯	১৭.৬১		৬.৩১	১৬.৬০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ							
৯০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) (২য় সংশোধিত), প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আগষ্ট, ২০১৫ প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা	মোট	৮৬৭৪৪.৪৪	৭২৭৮২.২০	৯৫৭০.০০	৭৫৭১.৬৬	৬৮৬৫.৫৯	৭৯৬৪৭.৭৯
৬		স্থানীয়	২৭৬৬৯.৫৯	২০৫৯৯.১০	২৯৫২.০০	২২০৪.১১	২০৮০.৪২	২২৬৭৯.৫২
		প্রকল্প সাঃ	৫৯০৭৪.৮৫	৫২১৮৩.১০	৬৬১৮.০০	৫৩৬৭.৫৫	৪৭৮৫.১৭	৫৬৯৬৮.২৭
		আরপিএ	৫৭০৮২.৮৫	৫০৪৮৩.১০	৬৩২৬.০০	৫৩৬৭.৫৫	৪৭৮৫.১৭	৫৫২৬৮.২৭
		বাস্তব %		৯৩.৭২	৬.২৮		৪.৭০	৯৮.৪২
		আর্থিক %		৮৩.৯০	১১.০৩		৭.৯১	৯১.৮২
৯১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী	মোট	৫৮০১৪.০০	১৪৯৬৪.০১	৮৩২৩.০০	৫৭২৫.৩৩	৩৮২৭.৩৯	১৮৭৯১.৪০
১৩০		স্থানীয়	১০৪১৪.০০	২৫৫০.৬০	৬৮৩.০০	৬৮২.৫০	৫৭৪.৭৯	৩১২৫.৩৯
		প্রকল্প সাঃ	৪৭৬০০.০০	১২৪১৩.৪১	৭৬৪০.০০	৫০৪২.৮৩	৩২৫২.৬০	১৫৬৬৬.০১
		আরপিএ	৪১২৫৬.৪০	১০২২৬.৫৫	৭৩৬০.০০	৫০০০.০০	৩২০৯.৭৭	১৩৪৩৬.৩২
		বাস্তব %		৩৫.০৯	১৮.০০		৮.০০	৪৩.০৯
		আর্থিক %		২৫.৭৯	১৪.৩৫		৬.৬০	৩২.৩৯
৯২	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)	মোট	৪৮২১০.০০	১৩৮৩২.৬৩	৭৫৭০.০০	৬৭৪০.৭৩	৬৬৪৭.২৯	২০৪৭৯.৯২
১৩১		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	৩১৫৩.১৭	১০৮০.০০	১০৮০.০০	১০৫৯.৭৫	৪২১২.৯২
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	১০৬৭৯.৪৬	৬৪৯০.০০	৫৬৬০.৭৩	৫৫৮৭.৫৪	১৬২৬৭.০০
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	৯৪৩৩.০০	৬১৯০.০০	৫৪০০.০০	৫৩২৫.৮২	১৪৭৫৮.৮২
		বাস্তব %		৪৬.৩০	২০.০০		১৮.৮৭	৬৫.১৭

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮, প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল		আর্থিক %	২৮.৬৯	১৫.৭০		১৩.৭৯	৪২.৪৮
৯৩	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)	মোট	৬৬৩০৭.৯৫	৪০৬৭৪.৬৭	১৫৬৩৩.০০	১৩৩৫০.৩৪	১২৫৫৩.৫৩	৫৩২২৮.২০
৩		স্থানীয়	১৩১৫২.৮৪	৪৯৩৩.২৯	৩৩২৩.০০	৩৩১৩.০০	২৫১৬.১৯	৭৪৪৯.৪৮
		প্রকল্প সাঃ	৫৩১৫৫.১১	৩৫৭৪১.৩৮	১২৩১০.০০	১০০৩৭.৩৪	১০০৩৭.৩৪	৪৫৭৭৮.৭২
		আরপিএ	২৩৪২৩.৩৩	১১৯২৪.৪৯	৭৯৮০.০০	৫৭০৭.৩৮	৫৭০৭.৩৮	১৭৬৩১.৮৭
	দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৪ প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা		বাস্তব %	৬২.৯০	২৫.০০		২১.০০	৮৩.৯০
			আর্থিক %	৬১.৩৪	২৩.৫৮		১৮.৯৩	৮০.২৭
৯৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মোট	৯৭৮৬৫.০০	৪৫৫৫০.৩৩	১৯৪৪৫.০০	১৩৮৪৫.১২	১৩৭২০.৯৪	৫৯২৭১.২৭
৭		স্থানীয়	৩৮৪১৮.৯০	২১১১৪.৩৮	৩২৪৫.০০	৩২৪৫.০০	৩১২০.৮২	২৪২৩৫.২০
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	২৪৪৩৫.৯৫	১৬২০০.০০	১০৬০০.১২	১০৬০০.১২	৩৫০৩৬.০৭
		আরপিএ	৫১৫৪৪.৭০	১৯২৬৭.৯৪	১৫৫০০.০০	১০১৫০.১২	১০১৫০.১২	২৯৪১৮.০৬
			বাস্তব %	৫৪.০০	২০.০০		১৭.০০	৭১.০০
			আর্থিক %	৪৬.৫৪	১৯.৮৭		১৪.০২	৬০.৫৬
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প		মোট	৭১৯২০৬.৩৯	৩২৮৪৭৬.৫৪	১২১৫৪১.০০	৯১৪৯৩.৯৩	৮০৭৫০.৮৯	৪০৯২২৭.৪৩
		স্থানীয়	৯৯৭১৭.৩৩	৫২৪৯৬.০৯	১১৬৮৩.০০	১০৬৭২.৬১	৯৪৪৪.৭১	৬১৯৪০.৮০
		প্রকল্প সাঃ	৬১৯৪৮৯.০৬	২৭৫৯৮০.৪৫	১০৯৮৫৮.০০	৮০৮২১.৩২	৭১৩০৬.১৮	৩৪৭২৮৬.৬৩
		আরপিএ	৫৬৮৬৮৮.২৮	২৪১৮৬২.২৩	১০৩৯৫৬.০০	৭৫৭৩৭.৮০	৬৬২২১.৬৭	৩০৮০৮৩.৯০
			আর্থিক %			৭৫.২৮	৬৬.৪৪	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ								
৯৫	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও	মোট	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮০৯.৫৭	৫০০০.০০	২৬০০.০০	৬৬.৬৯	৬৯৮৭৬.২৬
২		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮০৯.৫৭	৫০০০.০০	২৬০০.০০	৬৬.৬৯	৬৯৮৭৬.২৬

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৪.০৩	৩.০০		০.০৫	৫৪.০৮
		আর্থিক %		৫৪.০২	৩.৮৭		০.০৫	৫৪.০৭
৯৬	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	৪৬৬৫৯.৪৪	১০৪৫.১৬	৯০০০.০০	৪৩৯৯.০০	৪৩৮৫.৬৬	৫৪৩০.৮২
২৪		স্থানীয়	৪৬৬৫৯.৪৪	১০৪৫.১৬	৯০০০.০০	৪৩৯৯.০০	৪৩৮৫.৬৬	৫৪৩০.৮২
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৮৫	২৫.০০		২৩.৫৭	২৭.৪২
		আর্থিক %		২.২৪	১৯.২৯		৯.৪০	১১.৬৪
৯৭	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	২২৭৯৫৪.৬১	১৯৮৯০.৯৫	৪৯৫৩৩.০০	৪৮৯১৫.৭৯	৪৮৯০৯.২০	৬৮৮০০.১৫
৬৯		স্থানীয়	২২৭৯৫৪.৬১	১৯৮৯০.৯৫	৪৯৫৩৩.০০	৪৮৯১৫.৭৯	৪৮৯০৯.২০	৬৮৮০০.১৫
একনেক ০৭-১১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৪.০০	৪২.০০		৪৩.০০	৫৭.০০
		আর্থিক %		৮.৭৩	২১.৭৩		২১.৪৬	৩০.১৮
৯৮	Feasibility for re-excavation of small & medium khals-beels in the country (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) *জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৪৯৮.০০	২৩৩.৩৬	২৬৪.০০	২৪১.৫৯	৫১.৩৪	২৮৪.৭০
৬৮		স্থানীয়	৪৯৮.০০	২৩৩.৩৬	২৬৪.০০	২৪১.৫৯	৫১.৩৪	২৮৪.৭০
পাসম মন্ত্রী ১৭-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৬.৩৮	৫৩.১৪		২৩.৬২	৭০.০০
		আর্থিক %		৪৬.৮৬	৫৩.০১		১০.৩১	৫৭.১৭
৯৯	Post project evaluation and impact assessment of 10 BWDB projects (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২০) *মার্চ, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৩৪৪.০০	১২৩.৭৯	২০৮.০০	২০৮.০০	২০০.৬৬	৩২৪.৪৫
৫৩		স্থানীয়	৩৪৪.০০	১২৩.৭৯	২০৮.০০	২০৮.০০	২০০.৬৬	৩২৪.৪৫
পাসম মন্ত্রী ১৮-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬০.০০	৪০.০০		৩৭.০০	৯৭.০০
		আর্থিক %		৩৫.৯৯	৬০.৪৭		৫৮.৩৩	৯৪.৩২

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৭৭৮.৮৭	০.০০	১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৭		স্থানীয়	৪৭৭৮.৮৭	০.০০	১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.২৫		০.০০	০.০০
১০১	Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamati (মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯) *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ডিসেম্বর, ২০১৯ তে সমাপ্ত*	মোট	৪৬৯.৫৫	০.০০	৪৬৯.০০	৩৫০.৫৮	৩৪৮.২৭	৩৪৮.২৭
৭৪		স্থানীয়	৪৬৯.৫৫	০.০০	৪৬৯.০০	৩৫০.৫৮	৩৪৮.২৭	৩৪৮.২৭
পাসম মন্ত্রী ২২-০৫-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৯.৮৮		৭৪.১৭	৭৪.১৭
১০২	Feasibility Study for Protection & Development of Kuakata Sea Beach (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০) *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৪৫৫.৬২	০.০০	৪৫৫.০০	৩৪১.২৫	৩৩৮.৫৬	৩৩৮.৫৬
৭৯		স্থানীয়	৪৫৫.৬২	০.০০	৪৫৫.০০	৩৪১.২৫	৩৩৮.৫৬	৩৩৮.৫৬
পাসম মন্ত্রী ১০-০৭-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		৯৮.০০	৯৮.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৯.৮৬		৭৪.৩১	৭৪.৩১
১০৩	Feasibility Study for Protection & Development of Cox'sbazar Sea Beach (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০) *২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৪৯৮.৫০	০.০০	৪৯৮.০০	৩৭৩.৫০	৩৭১.২৪	৩৭১.২৪
৮০		স্থানীয়	৪৯৮.৫০	০.০০	৪৯৮.০০	৩৭৩.৫০	৩৭১.২৪	৩৭১.২৪
পাসম মন্ত্রী ০৮-০৭-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		৯৪.০০	৯৪.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৯.৯০		৭৪.৪৭	৭৪.৪৭

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০৪	সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে নভেম্বর, ২০২০) ২০১৯-২০ *অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৯৫.০০	০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮২		স্থানীয়	৪৯৫.০০	০.০০	১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫০.০০		৪৪.২০	৪৪.২০
		আর্থিক %		০.০০	৩২.৩২		০.০০	০.০০
১০৫	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২০) ২০১৯-২০ *অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৯৭.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮৫		স্থানীয়	৪৯৭.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫০.০০		৪০.০৫	৪০.০৫
		আর্থিক %		০.০০	২০.১২		০.০০	০.০০
উপ-মোট ঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (৭টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৪১১৮৭৪.৯০	৯১১০২.৮২	৬৫৬৯৯.০০	৫৭৪২৯.৭১	৫৪৬৭১.৬২	১৪৫৭৭৪.৪৪
		স্থানীয়	৪১১৮৭৪.৯০	৯১১০২.৮২	৬৫৬৯৯.০০	৫৭৪২৯.৭১	৫৪৬৭১.৬২	১৪৫৭৭৪.৪৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮৭.৪১	৮৩.২২	
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১১৩১০৮১.২৯	৪১৯৫৭৯.৩৬	১৮৭২৪০.০০	১৪৮৯২৩.৬৪	১৩৫৪২২.৫১	৫৫৫০০১.৮৭
		স্থানীয়	৫১১৫৯২.২৩	১৪৩৫৯৮.৯১	৭৭৩৮২.০০	৬৮১০২.৩২	৬৪১১৬.৩৩	২০৭৭১৫.২৪
		প্রকল্প সাঃ	৬১৯৪৮৯.০৬	২৭৫৯৮০.৪৫	১০৯৮৫৮.০০	৮০৮২১.৩২	৭১৩০৬.১৮	৩৪৭২৮৬.৬৩
		আরপিএ	৫৬৮৬৮৮.২৮	২৪১৮৬২.২৩	১০৩৯৫৬.০০	৭৫৭৩৭.৮০	৬৬২২১.৬৭	৩০৮০৮৩.৯০
		আর্থিক %				৭৯.৫৪	৭২.৩৩	
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ১০৫টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	৩৯০১১২৮.৭৯	১০১৭৬৩৬.৫৩	৭০৩৫৬০.০০	৫৬৬৩৯১.৩০	৫৪২৩৯৯.৯৯	১৫৬০০৩৬.৫২
		স্থানীয়	৩২৮১৬৩৯.৭৩	৭৪১৬৫৬.০৮	৫৯৩৭০২.০০	৪৮৫৫৬৯.৯৮	৪৭১০৯৩.৮১	১২১২৭৪৯.৮৯
		প্রকল্প সাঃ	৬১৯৪৮৯.০৬	২৭৫৯৮০.৪৫	১০৯৮৫৮.০০	৮০৮২১.৩২	৭১৩০৬.১৮	৩৪৭২৮৬.৬৩
		আরপিএ	৫৬৮৬৮৮.২৮	২৪১৮৬২.২৩	১০৩৯৫৬.০০	৭৫৭৩৭.৮০	৬৬২২১.৬৭	৩০৮০৮৩.৯০
		আর্থিক %				৮০.৫০	৭৭.০৯	

পরিশিষ্ট-২

২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপলগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০/০৫/২০০৯	নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	৩০/০৬/২০১২	জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	১৪/০২/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ।	১৮/০২/২০১২	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত ও সিসিটিএফ	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ।	১৯/১০/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	০৯/০৪/২০১১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	১০২৮১২.০০	১০২৮১২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১২/০৩/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	০৫/০৩/২০১১	South West Area Integrated Water Resource Management Project	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	০৫/০৩/২০১১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	২২/০২/২০১১	চর আণ্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি,বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	২৯/১২/২০১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুণ্ডরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	সুনামগঞ্জের হাওর সমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	১০/১১/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	২৩/০৭/২০১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২১	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	০৭/১১/২০১০	সিসিটিএফ	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	০৭/১১/২০১০	কুমিল্লা জেলার অর্ন্তগত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	সমাপ্ত
২৩	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ।	১১/১২/২০১১	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
২৪	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ।	১১/১২/২০১১	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	২২,৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৫	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।	১৭/০৪/২০১১	ভৈরব নদী পুনঃখনন	৭,৩৮২.৮৪	৬৪৬০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৬	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন।	২৭/০৭/২০১০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)	২৮,৬১১.০০	২৭৩৮৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৭	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২৩/০৪/২০১১	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা	২৭,৪১৮.০০	২৬৬৩১.৬৫	৯৬.২৬	সমাপ্ত
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী ড্রেজিং এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৮২৫৮.২৭	২৯৭১০	১.৬৫	চলমান
২৮	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন।	১০/১১/২০১০	BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন	-	-	-	-
২৯	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
৩০	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
৩১	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	১০/১১/২০১০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৪২৪৭৩.০০	৩৫৯৪৮.৭৪	৯০.৮০	সমাপ্ত
৩২	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/১১/২০১০	চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	১৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
			ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা	৩১৩১৮.৫৯	২৯৪৩৬.৮১	১০০.০০	সমাপ্ত
৩৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অর্ন্তগত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন	১৫৫৮৮.০০	৫৫২৭.৮৫	৫৪.০০	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
৩৪	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প।	০৭/০৭/২০১০	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন	২৫৬৯৭.৭৩	৩৫২.৪৯	২.০০	চলমান
৩৫	ভৈরব নদী পুনঃখনন।	২৭/১২/২০১০	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	২৭২৮২.০০	৬১৪৯.৪২	২৮.০০	চলমান
৩৬	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	০৩/০৪/২০১১	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	২০৩৯৩.০০	৫৩১৬.২৫	৩৪.০৪	চলমান
৩৭	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা।	৩০/০৬/২০১২	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩৭	৪৫.৪৬	চলমান
৩৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা।	১২/১১/২০১৫	(ক) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ।	১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	১০০	সমাপ্ত
			(খ) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ।	৩৩৩৩৭.৯৩	৩১৭২৮.৪৬	১০০.০০	সমাপ্ত
			(গ) যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুবগাচা এলাকা সংরক্ষণ।	৪৬৪৬০.০০	৪২৫৬৪.১১	১০০.০০	সমাপ্ত
			(ঘ) যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা।	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪৩১.১৩	৪৫.০০	চলমান
৩৯	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	২৭/০৪/২০১০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা।	১৯০৭৭.০৬	৪৩২৮.০৯	২৭.২৫	চলমান
৪০	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০	বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন	৬১৩৩.৪৪	৩৬৯৩.৯৭	৭০.০০	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
৪১	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প	২৬৮৯.০০	৯১৮.০৯	৩৫.০০	চলমান
৪২	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলশী গঙ্গা ও শ্রী নদী পুনঃখনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২২/০১/২০১২	জয়পুরহাট জেলার তুলশী গঙ্গা, ছোট যমুনা, চিংড়ী ও হারাবতী নদী পুনঃখনন	১২৩৪৭.৪১	২৩৩.৫৫	১.৯০	চলমান
৪৩	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	৩১/০৩/২০১১	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৩.০০	চলমান
৪৪	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প)।	২৬/০৮/২০১৭	(ক) বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-ওরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	০.৯৮	চলমান
			(খ) করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প	প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
			(গ) বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন	প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৫	তিতাস নদী খনন করা।	০৭/১১/২০১০	কুমিলণ্ঢা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৭৬২৫.১৪	০.০০	০.০০	চলমান
৪৬	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা।	১৮/০২/২০১২		প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৭	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ।	০৬/০৩/২০১০		সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্প প্রনয়ন করা হবে।			
৪৮	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে।	০৭/০৯/২০১৬		সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্প প্রনয়ন করা হবে।			
৪৯	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২		সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম বাস্তবায়নের পর এর প্রভাব বিবেচনায় পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে।			
৫০	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	০৩/০৪/২০১১		কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রনয়নাধীন মাস্টাপ্ল্যানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় ডিপিপি প্রনয়ন করা যাচ্ছে না।			
৫১	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা।	২০/০৩/২০১১	BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য				

পরিশিষ্ট-৩

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রিয় অঞ্চল, ঢাকা							
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারানীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা।	২০০.০০	ডিসেম্বর/১৭ হতে জুন/১৮পর্যন্ত।, সংশোধিত মেযাদঃ জুন/২০ পর্যন্ত।	৫০.০০	৫০.০০	৫৬%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। জুন/২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা							
২	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প।	১৪৯৯.৭২	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত।	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	৮৫%	মামলা থাকার কারণে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করার প্রস্তাবপাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট							
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার দক্ষিন সুরমা উপজেলরার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলরার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প।	৫০০.০০	অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর'২০১৯ পর্যন্ত।	২৫০.০০	২৪৯.০৪	৮০%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	২৫০.০০	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত।	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে,জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
৫	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানে লুবা নদীর তীর সংরক্ষন।	১৯৫.৯৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর'২০১৯ পর্যন্ত।	১৫০.০০	১৪৬.৮৪	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলরার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ।	৮৬২.২৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত।	৪৩০.৬২	৪৩০.৩৯	৪৫%	ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং চা বাগান সংলগ্ন ডাউকী নদীর ডান তীর সংরক্ষন।	৪০০.০০	অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন'২০১৯ পর্যন্ত।	৩০০.০০	২৯৯.৮৩	৮৫%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
৮	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	২০০.০০	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭ ।সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত।	১৫০.০০	৯৯.৯৫	৫৩%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
৯	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারাগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৯৯.৯৫	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত।	১৫০.০০	১৫০.০০	৫৮%	বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য বাপাউবো তে পিআইসি সভায় এবং পাসমতে পর্যালোচনা সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্প সমাপ্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
১০	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন পুরাতন সুরমা নদীর ডামতীরে পাথারীয়া নামক স্থানে নদীর তীর সংরকাষণ।	৩৫০.০০	সেপ্টম্বর/১৮ হতে জুন/২০পর্যন্ত।	৭৫.০০	৭৫.০০	৮৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম							
১১	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং ৭০ এর মহেশখালী উপজেলাধীন ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প।	১৫০০.০০	ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৭ পর্যন্ত।	০.০০	০.০০	০.০০%	প্রকল্প এলাকায় নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করায় ০৬-০২-২০১৯ তারিখ পাসম তে পিএসসি সভায় প্রকল্প বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							বাতিলকরণের প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ০১-১১-২০১৮ তারিখ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ডের ৪৯ তম সভায় প্রকলটি বাতিলের সিদ্ধান্তহয়, তবে এখন ও জিও পাওয়া যায়নি।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী							
১২	বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর ডান/বাম তীরে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা ।	৩০০.০০	জুন/১৫ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত।	২২৫.০০	২২৫.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
১৩	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প।	৯৯৯.৫০	আগস্ট/১৩ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদ ঃ ডিসেম্বর'২০১৯ পর্যন্ত।	৬৮৭.২৯	৬৮৭.২৯	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ৪র্থ কিস্তির অর্থ চাহিদা সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে। জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রাঙ্গুনীবড়ী ও আগুরিয় নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প ।	৫০০.০০	মার্চ/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত।	৩৭৫.০০	৩৭৩.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর							
১৫	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পশ্চিম কোটালীপাড়া এলাকায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৯৮৫.৮৭	জানু/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন,২০ পর্যন্ত।	৪৯২.৯৩	২৪৬.৪৭	৮৮%	ভৌত কাজ সমাপ্ত । অবশিষ্ট ১২% কাজ বিএডিসি কর্তৃক খাল খনন এর আওতায় সম্পন্ন হয়েছে। পাসম এর

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং জিও জারি হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সহ পিসিআর দাখিলের জন্য প্রকল্প পরিচালককে ০৫/০৭/২০২০ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছে।
১৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল সমূহ পুনঃ খনন প্রকল্প।	৫০০.০০	এপ্রিল/১৪ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত।	৩৭৫.০০	২৫০.০০	৯০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত । অবশিষ্ট ১০% কাজ বিএডিসি কর্তৃক খাল খনন এর আওতায় সম্পন্ন হয়েছে। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডেরসভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে তবে এখনও জিও পাওয়া যায়নি।
১৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভুমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষন।	৬০০.০০	জানুয়ারী,২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত।	৩০০.০০	৩০০.০০	৯৯%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর / ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল							
১৮	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে পোল্ডার নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প।	৯৬৭.৬৮	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত।	৭২৯.৪৫	৭২৯.৪৫	৯৮%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
১৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা (কিঃমিঃ ০.৬২৫ হতে কিঃমিঃ ১.১২৫ এবং কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ২.৫০=১ কিঃমিঃ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫০০.০০	ডিসে/১৫ হতে জুন,১৭ পর্যন্ত।	০.০০	০.০০	০.০০%	দরপত্র আহবান করা হলে ঠিকাদার পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে এই কাজ অন্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিধায় পাসম তে ২১/০৩/২০১৯ তারিখ পিএসসি সভায় প্রকল্পটি বাতিলের সুপারিশ করা হয়। ২৬-০২-২০২০ তারিখ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ডের ৫২ তম সভায় প্রকল্পটি বাতিলের সিদ্ধান্তহয়, তবে এখন ও জিও পাওয়া যায়নি।
২০	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইুউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত।	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৯৭%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডেরসভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
২১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইুউনিয়নের চরখালী নদমুল্লা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত।	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৬৪%	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ এ ১৭/০৭/২০১৭ তারিখ হতে বাস্তবায়িনস্থগিত রয়েছে। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য ২১/১০/২০১৯ তারিখ পাসমতে পর্যালোচনা সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। বাপাউবো, পাসম ও সিসিটিএফ এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে যৌথভাবে পরিদর্শনের জন্য সিসিটিএফ হতে পত্র

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							প্রেরণ করা হয়েছে। পরিদর্শনের জন্য কমিটি গঠন এর প্রস্তাব পাসম তে প্রেরণ করা হয়েছে।
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভরভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর /১৮ পর্যন্ত।	৫০০.০০	৫০০.০০	৭৩%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
২৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদ ঃ জুন/১৯ পর্যন্ত।	৪৭.৬০	৪৭.৬০	৭৩%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, জিও জারী প্রক্রিয়াধীন।
২৪	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৩৬.৯৩	জান্/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০২০ পর্যন্ত।	২৮৪.২৩	২৫৫.৯৩	৬২%	স্থানীয় জমির মালিকগনের বাঁধার কারনে কিছু অংশে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ০৮/০৬/২০২০ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত করা ও ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৪/০৬/২০২০ তারিখ পাসম তে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প।	৮০০.০০	২০১২-১৩ হতে জুন ১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত।	৪০০.০০	৪০০.০০	৭৫%	২১/০৩/২০১৯ তারিখ পাসম তে পিএসসি সভায় এবং ২১/১০/২০১৯ তারিখ পাসমতে পর্যালোচনা সভায় বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে মাঠ দপ্তর হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা							
২৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ রক্ষা প্রকল্প।	২০০.০০	নভেম্বর/১৩ হতে-জুন ১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০ পর্যন্ত।	১০০.০০	১০০.০০	৮০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ২১/০৬/২০২০ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত করা ও ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।
২৭	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	মার্চ/১৫ হতে-জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০ পর্যন্ত।	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ২১/০৬/২০২০ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।
২৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পাটনা খালের উপর স্লুইস নির্মাণ ও খাল পুনঃখনন।	৩০০.০০	জুলাই/১৮ হতে জুন/২০ পর্যন্ত।	৫৭.৫০	০.০০	১৭%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। জুন/২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৪

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
A	**River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)**					
1	Preparation of Master Plan for River Dredging.	√				1, 2, 3, 4, 6
2	Small River/Channel/Khal/Char Dredging Projects in 64 districts (Phase-II).	√			√	1, 2, 3, 4
3	Dredging of MadaripurBeel Route System		√			1, 2, 3, 4
4	Dredgingof KangshaRiver System			√		1, 2, 3, 4
5	Dredgingof Bhogai River System			√		1, 2, 3, 4
6	Dredgingof Modhumati River System			√		1, 2, 3, 4
7	Dredgingof KaratoyaRiver System	√				1, 2, 3, 4
8	Dredgingof Arial Khan River System	√				1, 2, 3, 4
9	Dredgingof GoraiRiver System	√				1, 2, 3, 4
10	Dredgingof Mukteswari-TekaRiver System		√			1, 2, 3, 4
11	Dredgingof BetnaRiver System		√			1, 2, 3, 4
12	Dredgingof KirtonkholaRiver System		√			1, 2, 3, 4
13	Dredgingof Sondhya Khan River System		√			1, 2, 3, 4
14	Dredgingof KhairabadRiver System		√			1, 2, 3, 4
15	Dredgingof Old Brahmaputra River System	√				1, 2, 3, 4
16	Dredgingof Old DhaleswariRiver System	√				1, 2, 3, 4
17	Dredgingof SurmaRiver System	√				1, 2, 3, 4
18	Dredgingof KushiyaraRiver System	√				1, 2, 3, 4
19	Dredgingof MuhuriRiver System		√			1, 2, 3, 4
20	Dredgingof KakriRiver System		√			1, 2, 3, 4
21	Dredgingof DakatiaRiver System	√				1, 2, 3, 4
22	Dredgingof DhonagodaRiver System		√			1, 2, 3, 4
23	Dredging of Dharla River System	√				1, 2, 3, 4
24	Dredging of Jamuneswari River System	√				1, 2, 3, 4
25	Dredgingof Major River System		√			1, 2, 3, 4, 6
26	Re-excavation of Bhairab River Project (Phase -II).	√				
27	Long term sustainable Brahmaputra-Jamuna River Management including channelization and riverbank stabilization.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
28	Long term sustainable Padma River Management including channelization and riverbank stabilization.		√	√		1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
29	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
30	River Bank Protection and flood management of entire Karnafuli basin.	√	√			1, 2, 3
31	River Bank Protection from erosion of Sangu and Matamuhuri river	√	√			1, 2, 3
32	River Bank Protection from erosion of rivers in Meghna Basin.	√	√			1, 2, 3
33	Protection and Development of Cox's Bazar Sea Beach.	√				1, 2, 3
34	Protection and development of Kuakata Sea Beach.	√				1, 2, 3
35	Construction of Super-Dyke along the Coastline / Bank line of Greater Noakhali (Laxmipur-Noakhali-Feni);	√	√			1, 2, 3, 6
36	Construction of Super Dyke along the Coast of Mirsarai, Chattogram to Cox's Bazar;	√	√			1, 2, 3, 6
37	Detail study for char removal and increasing navigability of estuaries of Feni river, Sandwip channel, Moheshkhali channel &Kutubdia channel;	√				1, 2, 3, 4
38	Stabilization of both Bank of Lower Meghna River by dredging and infrastructures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
39	Study on Tidal River Management		√		√	1, 2, 3, 4, 6
40	Implementation of Tidal River Management (Jessore, Khulna, Satkhira, Bagerhat).	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
41	Study on Integrated River System Management (4 major rivers) and Protection of Accreted Land.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
42	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
43	Protection and development of trans-boundary river (phase-III).	√				1, 2, 3
44	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and LouhojongUpazila under Munsiganj district.	√				1, 2, 3
45	Left bank protection of the shore's area from Dashani to Shatla in MatlabUpazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	√				1, 2, 3
46	Restoration and bank protection of TungiparaKhal Project.	√				1, 2, 3
47	Protection of Rustompur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar&Golapgonjupazila under Sylhet district.	√				1, 2, 3
48	Protection and development of Kuakata sea beach.	√				1, 2, 3
49	Flood control Project in Kazirhat&Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagarupazila under Pabna district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
50	Jamuna left bank protection of upstream & downstream of PaturiaGhat as well adjacent areas.	√				1, 2, 3
51	Revetment work for protection of Bir Shrestha MunshiAbdurRouf Memorial Museum's connecting road from erosion of Madhumoti River and dredging Project.	√				1, 2, 3
52	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimcharupazila under Chadpur district.	√				1, 2, 3
53	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariakandi&Dhanutupazila under Bogra district.	√				1, 2, 3
54	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	√				1, 2, 3
55	Protection of Singrabari, Patgram and Baikhola area of Kaziparaupazilain Sirajganj district from erosion of Jamuna river.	√				1, 2, 3
56	Rehabilitation of 3nos projects in Dhamoirhat, Patnitola&Mahadebpurupazilas of Naogaon district and Dredging along with bank revetment project of Atrai River.	√				1, 2, 3
57	Left bank protection from Brahmaputra river at Moricachor and Bottola area of Iswargonjupazila in Mymensingh district.	√				1, 2, 3
58	Bank protection and rehabilitation project of Jamuna river in Bagura district.	√				1, 2, 3
59	Removal of water logging of Kobatak River.	√				1, 2, 3
60	Rightbank protection of Jamuna river at Brahmangram-Hatpachil area and strengthen of BetilSpur-1 and BetilSpur-2 in Shahzadpurupazila ofSirajgonj district.	√				1, 2, 3
61	Protection from erosion ofShitalakkha river at Taragonj bazar and adjacent area in Durgapur union in Kapashiaupazila underGazipur district.	√				1, 2, 3
62	Dredging and bank protection of MatamuhuriRiver.	√				1, 2, 3
63	Protection of Katlamari of Fuljhoriupazila and Gobinda&Haldia area of SaghataupazilaunderGaibandha district from erosion of Jamuna river.	√				1, 2, 3
64	Removal of waterlogging of Bhabodaho River and adjacent area.	√				1, 2, 3
65	Dredging of GumtiRiver for improvement of irrigation and drainage system in Cumilla district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
66	Bank protection and dredging of Arial Khan, Kumar and Torki river in Rajoir, Kalkini and sadarupazila of Madaripur district.	√				1, 2, 3
67	Re-excavation of Khaland bank protection inTungipara and Kotaliparaupazila ofGopalgonj district.	√				1, 2, 3
68	Right bank protection from erosion of Padma River in Rajbarisadar, Kalukhali, PangshaupazilaofRajbari district.	√				1, 2, 3
69	Dredging and bank protection work of Kirtinasha river in Sariatpur district.	√				1, 2, 3
70	Protection from erosion of right bank of Padma river in Sokhipurthana, right bank of Meghna river in Gosairhatupazila, and Damudya river in Sureshworin Sariatpur District.	√				1, 2, 3
71	Protection of Barisal airport and adjacent valuable area, AbulKalam degree college area from erosion of Sugongha river, and Mirgonjferighat, Mirgonj bazar from erosion of Arial Khan river in Babugonjupazila in Barisal district.	√				1, 2, 3
72	Protection of Ramnewajmachghat on west side, RamneoajNotunbazar on east side, Sikdorerhat, Choudhurihat, Masterhat of Monpuraupazila and Dhalchor union in Chorfasonupazila in Bhola district from erosion of Meghna river.	√				1, 2, 3
73	Protection and development of reclaimed land from Jamuna river between crossbar-1 and crossbar-2 in sadarupazilaof Sirajganj district.	√				1, 2, 3
74	Protection of Doulotkhanpourosova and Chokighat area in Charpata union ofBhola district from erosion of Meghna river.	√				1, 2, 3
75	Protection of river bank and dredging/ re-excavation to protect different erosion prone area in Karimgonj and Ina, Mithamoin, Astogram, Nikli, Bajitpur, Bhoirab, Pakundiaupazila in Kishorgonj district.	√				1, 2, 3
76	Protection of left bank project of Payra river in Baherchor under Dumki-Laukati sub-project in Potuakhali district.	√				1, 2, 3
77	Protection of Sheikh Hasina cantonment area located at right bank of Payra river from the confluence point of Karkhana and Bighai river to the estuary of Shreemonto river in Barisal district.	√				1, 2, 3
78	Left bank protection of diversion channel of Musapur regulator and Sandwip channel to protect Musapur closure, regulator and adjacent area from erosion of Sandip channel in Kompanigonjupazila ofNoakhali district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
79	Re-excavation of Shuvaddhyakhal, and protection & development of both banks in Keranigonjupazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3
80	Rehabilitation of Chandpur irrigation project withre-excavation of Dakatia river, construction of embankment on bank, plantation and beautification.	√				1, 2, 3
81	Replacement work of 2nos pumps in Gohribakhali pump house and 2nos pumps in Kamlapur pump house in total of 4nos.	√				1, 2, 3
82	Bank protection work of Bhairab and Atai river to protect ChondaniMoholAshrayan Project under Barakpur-Dighaliya project in Khulna district.	√				1, 2, 3
83	Protection of Boishakhi closure in Chaptirhaor, Tufankhali closure, Boaliya closure, Goruchora closure in Boramhaor on both bank of Kalni river and river bank protection of Dholbazar area in Diraiupazila in Sunamganj district.	√				1, 2, 3
84	Protection of Digholbak in Nobinonj upazila & Markuli bazar in Baniyachong upazila of Hobigonj district from left bank erosion of Kushiyara river and re-excavation of Sutang river.	√				1, 2, 3
85	Protection of Talbari area in Mirpur upazila under Kustia district from the erosion of the river Padma.	√				1, 2, 3
86	River bank protection of different area from erosion of Old Brahmaputra River in Mymensigh district.	√				1, 2, 3
87	Re-excavation of Gangnai, Nagor, Bhadraboti, Iramati river.	√				1, 2, 3, 4
88	Re-excavation of Khals in Tungipara & Kotalipara upazila and river bank protection of Rakhiyakul Shoila & Ghaghor River, left bank protection of Madhumati river in Kashiyani upazila of Gopalgonj.	√				1, 2, 3, 4
89	Protection from erosion of Tentulia river from dhuliyalaunchghat in baufalupazila of Patuakhali to Durga pasha in Bakergonj upazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
90	River bank protection of important areas of Nwabgonj in Dhaka district, Saturiya, Ghiour, Sadar, Singraiupazila of Manikgonj district from erosion of Kaligonga river.	√				1, 2, 3
91	Right bank protection of Jamuna and Hurasagor river at Bera upazila of Pabna district and shahjadpur upazila of sirajgonj district and Hurasagor-Karatoya river laft bank flood control project.	√				1, 2, 3
92	Protection of postokola Cantonment from erosion of Burigonga River.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
93	Protection of Bachamara from erosion Jamuna River in Doulatpur upazila and from erosion of Padma river Bahadurpur, Ramkrishnapur & Dhulsura area in Harirampur upazila of Manikgonj district.	√				1, 2, 3
94	Permanent protective work for protection of Hosnabad bazar, lunchghat and adjacent area from erosion of Arial Khan river in Gemornodiupazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
95	Rehabilitation of Chandpur town protection project.	√				1, 2, 3
96	Re-excavation of Louhojong river in Sadar, Delduyar and Mirjapurupazila of Tangail district and beautification project.	√				1, 2, 3, 4
97	Both bank protection of small Jamuna river in Badalgachiupazila of Naoga district.	√				1, 2, 3
98	Protection infrastructure built in Nolerchar and Keringchar from erosion of Meghna River in HatiyaUpazila of Noakhali district.	√				1, 2, 3
99	Left bank protection of different area located down of Padma Bridge from erosion of Padma river in Louhajong and Tongibariupazila of Munsiganj district.	√				1, 2, 3
100	Rehabilitation and right bank protection of Jamuna River in Bagura District.	√				1, 2, 3
101	Protection of charkauyaochamari area from erosion of Kritonkhola river in sadarupazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
102	Left bank protection of Chatolpar area from erosion of Meghna river in Nasirnagarupazila of Brahmanbaria.	√				1, 2, 3
103	Left bank protection of Chatolpar area in Nasirnagarupazila and panishwar in sorialupazila from erosion of Meghna river of Brahmanbaria	√				1, 2, 3
104	River bank protection of Chakighat area from erosion of Meghna river in Doulatkhanupazila of Bhola district.	√				1, 2, 3
105	River bank protection from erosion of Kushiyara river in Habigonj, Sunamganj&Moulvibazar district.	√				1, 2, 3
106	Protective work, wave protection and river dredging/khal excavation to protect river erosion prone area of 10 nosupazila in Kishoreganj district and 1 nosupazila in Habiganj district.	√				1, 2, 3, 4
107	Strengthening the built revetment work to protect Surershwardarbarsharif and adjacent area located at right bank of Padma river in NariaUpazila of Shariatpur district.	√				1, 2, 3
108	River bank protection of different area in Tajumuddinupazila and most vulnerable area in Lalmohonupazila of Bhola district from erosion of Meghna River and LalmohonKhal dredging project.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
109	River bank protection of different area from continuous erosion of Meghna River in Ramgotiupazila of Laxmipur district.	√				1, 2, 3
110	Protection of public important infrastructure in Khagrachori town and adjacent area from river erosion	√				1, 2, 3
111	Re-excavation of khal for removal waterlogging and high food production in Begomgonj, Chatkhil, Senbag and Sonaimuriupazila in Noakhali district.	√				1, 2, 3, 4
112	Removal of waterlogging at Amtoli-Subondi-Choura area located of polder no 43/1 in Amtoliupazila in Barguna district.	√				1, 2, 3, 4
113	Left bank Protection of Ichhamoti and Kalikandi river to protect main land in Satkhira district in Bangladesh.	√				1, 2, 3
114	Protection of Majhirghat zero point from erosion of Padma river in Jajiraupazila in Shariatpur district.	√				1, 2, 3
115	River bank protection and management development project in Sadar, Jamalgonj, Dhormopasha, Tahirpur, South Sunamganj, Doyara bazar and Chatokupazila of Sunamganj district.	√				1, 2, 3, 6
116	River bank protection of 7.70 km (chainage 76.300 to 84.00 km) from erosion of Meghna River in Lalmohonupazila of Bhola district.	√				1, 2, 3
117	River bank protection of 6.00km from erosion of Meghna River at Aslampur and Hajarigonj union in Charfashonupazila of Bhola district.	√				1, 2, 3
118	Protection of Hanarchar-katakhal area from erosion of Meghna River in Sadar and Haimcharupazila of Chandpur district.	√				1, 2, 3
119	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and NagiyarDhair in Mithamainupazila under Kishoreganj district.	√				1, 2, 3, 6
120	Revetment work of 12.50km to protect Sonapur and Chachra union in Tajumuddin of Bhola district from erosion of Meghna River.	√				1, 2, 3
B	**Land Reclamation and Development Projects**					
121	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	√			√	2, 3, 4, 6
122	Hatiya–Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project	√			√	2, 3, 4, 6
123	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project	√				2, 3, 4, 6
124	Sandwip-Jahazer char cross dam Project	√				2, 3, 4, 6
125	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√				2, 3, 4, 6
126	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project		√			2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
127	Jahazer char-Noakhali Cross Dam Project		√			2, 3, 4, 6
128	Monitoring, clustering and development of chars		√	√		2, 3, 4, 6
129	Clustering of some emerging chars/bars and stabilizing of channels by dragging.		√			2, 3, 4, 6
130	Study for Estuary Management Program (Karnafuli to Sundarban).	√				2, 3, 4, 6
131	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√			√	2, 3, 4, 6
132	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies.	√	√		√	2, 3, 4, 6
133	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)		√		√	2, 3, 4, 6
134	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans			√	√	2, 3, 4, 6
135	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project.		√		√	2, 3, 4, 6
136	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season	√	√		√	2, 3, 4, 6
137	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
138	Integrated Coastal Zone Landuse Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√		√	2, 3, 4, 6
139	Land reclamation by dredging and construction of crossbar in Jamuna river inBagura district.	√				2, 3, 4, 6
C	**Integrated Development Project**					
140	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including BeelHalti Development Project	√				1, 2, 3, 4, 6
141	Utilization of Ganges water for Ganges depended area.		√			1, 2, 3, 4, 6
142	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	√				1, 2, 3, 4, 6
143	Utilization of Water of Brahmaputra River		√			1, 2, 3, 4, 6
144	Utilization of Water of Meghna River		√			1, 2, 3, 4, 6
145	Utilization of Water of Dharla River		√			1, 2, 3, 4, 6
146	Utilization of Water of Dudhkumar River		√			1, 2, 3, 4, 6
147	Utilization of Water of Mahananda River		√			1, 2, 3, 4, 6
148	Utilization of Water of Kangsa River		√			1, 2, 3, 4, 6
149	Utilization of Water of Kushiyara River		√			1, 2, 3, 4, 6
150	Utilization of Water of Khowai River		√			1, 2, 3, 4, 6
151	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project	√			√	1, 2, 3, 4, 6
152	Sectoral development plan in MoheshkhaliMatarbari Area.	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
153	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	√	√			1, 2, 3, 4, 6
154	Basin wise Integrated Water Resource Assessment including environmental flow in Major Rivers.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
155	Comprehensive Flood and Drainage Management for Meghna Basin;	√	√			1, 2, 3, 4, 6
156	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√				1, 2, 3, 4, 6
157	West Gopalganj Integrated Water Management Project (phase-II)	√			√	1, 2, 3, 4, 6
158	Improved Drainage in the Bhabadha Area	√			√	1, 2, 3, 4, 6
159	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√			√	1, 2, 3, 4, 6
160	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
161	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
162	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigatiupazila under Sherpur District.	√				1, 2, 3, 4, 6
163	GonggaijuriHaor Integrated Water Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
164	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√				1, 2, 3, 4, 6
165	Meghna-Titas FCD in Sadarupazila, Bijoynagar and Sorailupazila under Brahmmanbaria district.	√				1, 2, 3, 4, 6
166	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√				1, 2, 3, 4, 6
167	Integrated Development of Korotoya River.	√				1, 2, 3, 4, 6
168	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar& Raipur upazila under Lakshmipur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
169	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gumti - Muhuri Basin.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
170	Implementation of Rationalized WaterRelated Interventions in Gorai-Passur Basin	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
171	Improvement of Drainage Congestion, Canal Dredging and Flood Control for Barisal CC area.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
172	Improvement of drainage network, flood control and solid waste management for Khulna City		√		√	1, 2, 3, 4, 6
173	Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin.	√			√	1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
174	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
175	Preventionof flood, river bank erosion, increase navigation depth and land reclamation by dredging rivers flowing through Kurigram district.	√				1, 2, 3, 4, 6
176	Bank protection and development of Surma and Kushiyara River in Jakigonjupazila ofSylhet district.	√				1, 2, 3, 4, 6
177	Flood control and drainage at downstream of Chalnbeel and connectivity road with Rabindra University, Bangladesh.	√				1, 2, 3, 4
178	Improvement of irrigation and drainage system in Purbodholaupazila of Netrokona district.	√				1, 2, 3, 4, 6
179	Bank protection of Dhalchar from erosion of Meghna River in Charfason of Bhola district and Carjahir Uddin FCD project in Tajumuddinupazila.	√				1, 2, 3, 4
180	Development of Khoyai river system in Habiganj district	√				1, 2, 3, 4, 6
181	Integrated water management of Arial Beel and improvement of drainage system of Ichhamoti river in Nawabgonj and DoharUpazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3, 4, 6
182	Feasibility study on Flood Management, Drainage and Irrigation at Chargopalpur (Nolchar), chatuya and Jhornavanga in Sadar and Mehendigonjupazila of Barishal district.	√				1, 2, 3, 4, 6
D	**Irrigation Project (New & Rehabilitation)**					
183	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
184	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
185	North Rajshahi Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
186	Irrigation Projects in Eastern hill.		√			1, 2, 4, 6
187	Karnafuli Irrigation Project (Halda&Ishamati Unit).	√				1, 2, 4, 6
188	Fatikchari FCDI Project.	√				1, 2, 4, 6
189	Dhurang Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
190	Rehabilitation and modernization of Irrigation Project	√	√	√		1, 2, 4, 6
191	Integrated Development of Mahananda Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
192	WMOs and Participatory Management Model, for O&M for Irrigation Schemes	√			√	1, 2, 4, 6
193	Study for rehabilitation of Flood Control & Drainage (FCD) Project and up gradation to combat the effect of climate change.	√				
194	Nishchintapur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
195	Halda Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
196	Boalkhali Irrigation Project.		√			1, 2, 4, 6
197	Rehabilitation of Barisal Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
198	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chadpur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
199	Rehabilitation of Tangon Barrage, Buri Dam &Bhulli Dam Irrigation Project, river bank protective work and construction of Rubber Dam inThakurgaon District.	√				1, 2, 4, 6
200	Rehabilitation of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari&HathazariUpazila under Chittagong District.	√				1, 2, 4, 6
201	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√				1, 2, 4, 6
202	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√				1, 2, 4, 6
203	BuriTitas Irrigation and drainage Project in Nabinogorupazila under Brahmonbaria District and Muradnogorupazila under Comilla District.	√				1, 2, 4, 6
204	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
205	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of DighinalaUpazila under Khagrachori district and SreemaiKhal in Patiyaupazila under Chittagoan district.	√				1, 2, 4, 6
206	KharkhariaFlood Control, Drainage And Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
207	Development project of Teesta Barrage command area.	√				1, 2, 4, 6
208	Flood Control, Drainage and Irrigation Project at Patiyaupazila of Chattagram district.	√				1, 2, 4, 6
209	Rehabilitation of pump house along with substitution of old pumps existing in pump station of GK irrigation project.	√				1, 2, 4, 6
210	Rehabilitation of infrastructures of Meghna-Dhonagoda irrigation project and protection work with dredging for protection from erosion in Motlobuttarupazila in Chandpur district.	√				1, 2, 4, 6
211	Rehabilitation of Barisal Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
E	**Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project**					
212	Ghaghot River Restoration Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
213	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√				1, 2, 3, 4, 6
214	Arial Khan River Restoration Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
	Lower Boral River Restoration Project.		√			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
215	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh.		√			1, 2, 3, 4, 6
216	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
217	Disaster Risk Management Enhancement Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
218	Revitalization of Karnafuli and establishment of connectivity with tributaries / distributaries to improve drainage system.	√				1, 2, 3, 4, 6
219	Revitalization of Sangu and Matamuhuri river and establishment of connectivity with tributaries / distributaries;	√				1, 2, 3, 4, 6
220	Detail study for conservation of aquatic animals and biodiversity in the Maheshkhali Channel.	√				1, 2, 3, 4, 6
221	Restoration of Gojaria River		√			1, 2, 3, 4, 6
222	Restoration of Gorai river (phase-III).	√				1, 2, 3, 4, 6
223	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhalikhal under Bagerhat district.	√				1, 2, 3, 4, 6
224	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolaparaupazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 3, 4, 6
225	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
226	Rationalization of Polders in Gorai-Passur Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
227	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
228	Conservation /preservation of fresh water in Baleshwar, Bishkhali, Nurishwar and Tetulia river systems through salinity barrier.		√			1, 2, 3, 4, 6
229	Program for Implementation of Rationalized WaterRelated Interventions in Baleswar-Tentulia Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
230	Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project	√				1, 2, 3, 4, 6
231	Restoration of icchamoti river passing through Pabna district.	√				1, 2, 3, 4, 6
232	Climate smart water management project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
F	**Rehabilitation of Coastal Polders**					
233	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√				
234	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhaliupazila.	√				1, 2, 4, 6
235	Improvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
236	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√		1, 2, 4, 6
237	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
238	Integrated Study for the Long-term Solution of Coastal areas	√			√	1, 2, 3, 4, 6
239	Disaster Risk Reduction Enhancement Project.	√				1, 2, 4, 6
240	Sustainable improvement of coastal polders.		√			1, 2, 4, 6
241	Safety of coastal infrastructure against cyclones and cyclonic storm surge.		√			1, 2, 4, 6
242	Coastal Embankment Improvement Project (II)	√				
243	Improvement of Water Management Infrastructure of Damaged Polders under Chittagong-Cox's Bazar District Project.	√				1, 2, 4, 6
244	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Baufolupazila of Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
245	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
246	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Hatiyaupazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	√				1, 2, 4, 6
247	Sea Dyke protection of polder 48 near Kuyakata in Kolaparaupazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
248	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	√				1, 2, 4, 6
249	Rehabilitation of Polder no-46, 47/1, 49, 54/A inKolaparaupazilaofPotuakhali District.	√				1, 2, 4, 6
250	Rehabilitation of Polder 34/2 (part), 30, 31 (part), 31 in Khulna district.	√				1, 2, 4, 6
251	Bank protection at erosion prone area of polder no-56/57 located at left bank of Tentulia river in Lalmohon and Charfasionupazila of Bhola district.	√				1, 2, 4, 6
252	Rehabilitaion of Polder no-5 in Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
253	Rehabilitaion of Polder no-14/1 in Khulna district under Satkhira O&M Division.	√				1, 2, 4, 6
254	Rehabilitaion of Polder no-15 in Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
G	**Haor Rehabilitation Projects**					
255	Flood Management in Haor Areas.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
256	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
257	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
258	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community Level.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
259	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
260	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
261	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
262	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
263	Development and Construction of Innovative Fishpass/Fish Friendly Structures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
264	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
265	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
266	BorniBaorLand Reclamation and Development Project (phase-II).	√				1, 2, 3, 4, 6
267	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
268	Ecosystem habitat preservation program for plants, wildlife, fisheries, and migratory birds.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
269	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
270	Management of Commercially Important Wetland Ecosystem.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
271	Construction of causeway for improvement of drainage and convenience of navigation at haor area.	√				1, 2, 3, 4, 6
H	**Others Projects**					
272	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√				5
273	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√				1, 2, 3, 4, 6
274	Development of consolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes.	√				
275	Impact study of the interventions of trans-boundary river system	√				1, 2, 3, 4, 6
276	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
277	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintenance.	√				5
278	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√			√	5

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
279	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√			√	5
280	Procurement of land based mechanical equipment and Barge construction for Directorate of Mechanical.	√				5
281	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	√				5
282	Construction of International Water Resource Management and Research Institute.	√				5
283	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP).		√		√	1, 2, 3, 4, 6
284	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
285	Construction project of 18nos Inspection Banglow for field offices of BWDB.	√				5
286	International water resource management and research institute.	√				5
287	Procurement of 35 dredgers and ancillary equipment for capital dredging and sustainable river management of Bangladesh.	√				5
288	Construction, reconstruction, renovation and repair of Chittagong, Rangamati, Bandarban and Cox's bazar BWDB office, colony and other infrastructures.	√				5
289	Construction of 9 dredger sub-bases to increase dredging capacity of BWDB.	√				5
290	Collection of 20 amphibian excavators with cutter suction dredging attachment for dredging of small river in Bangladesh.	√				5
291	Tree plantation on BWDB's constructed embankment, bank of rivers and khal.	√				1, 4
292	Sustainability of irrigation and drainage projects through participatory water management.	√				5



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mowr.gov.bd
সচিবালয়, ঢাকা